বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ-বছর ২০১৭-২০১৮

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.hsd.gov.bd

উপদেষ্টা পরিষদ

মোহাম্মদ নাসিম, এম.পি
মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাহিদ মালেক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সার্বিক সহযোগিতায়

শেখ রফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

পুস্তিকা প্রকাশনা আহবায়ক পরিষদ

শেখ মুজিবর রহমান **(আহবায়ক)**
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)

মোঃ খলিলুর রহমান
যুগ্মসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)

ড. মোঃ এনামুল হক
যুগ্মসচিব (বাজেট)

ডা. মোঃ রওশন আনোয়ার
চিফ (অতিরিক্ত দায়িত্বে), স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

মোঃ শাহাদত হোসেন কবির
সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-২)

মোছাঃ মাসুদা বেগম
সিনিয়র সহকারী চিফ (স্বাস্থ্য-৪)

আহমেদ লতিফুল হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট

ড. বিলকিস বেগম **(সদস্য-সচিব)**
উপসচিব (প্রশাসন-৪)

সম্পাদনা পরিষদ

ড. গোলাম মোঃ ফারুক **(আহবায়ক)**
উপসচিব (জিএনএসপি)

এ জেড এম শারজিল হাসান
উপসচিব (প্রশাসন-১)

মোঃ মুজিবর রহমান
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা)

মোঃ বজলুর রহমান
উপ-প্রধান (স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো)

ডা. আফরিনা মাহমুদ
সহকারি পরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

আবুল কাইয়ুম খান
নির্বাহী প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)

ড. বিলকিস বেগম **(সদস্য-সচিব)**
উপসচিব (প্রশাসন-৪)

সমন্বয়কারী
শেখ মোঃ রজব আলী
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্বে)

-: প্রকাশনায় :-
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০১৮

সহযোগিতায় :
মোঃ রেজাউল করিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মোঃ মাকসুদুর রহমান, কম্পিউটার অপারেটর এবং
মোঃ আজিজুল হক, অফিস সহায়ক, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

Mohammed Nasim, MP
Minister
Ministry of Health & Family Welfare
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮' পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়া এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট। আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম জোরদার করেছে। সারাদেশে মোট ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। জাতীয় ই-হেলথ নীতিমালা এবং ই-হেলথ কৌশল তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জনবল নিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা খাতকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল কর্মচারী নিয়োগবিধি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকার মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, শিশু পুষ্টি বৃদ্ধিসহ মা ও শিশু কল্যাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কমিউনিটি থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতসহ বিভিন্ন খাতের অগ্রগতির ফলে গত ৫(পাঁচ) বছরেই দেশের জনগণের গড় আয়ু ২(দুই) বছর বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ থেকে ৭২.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ 'সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ' ২০৩০ সালের মধ্যে পৌঁছাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নাসিম

Building No. 3, Room-344, Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Web : www.mohfw.gov.bd, Tel : +8802 9574488, Fax : +8802 9571301, E-mail : minister@mohfw.gov.bd

Zahid Maleque, MP
State Minister
Ministry of Health & Family Welfare
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

জাহিদ মালেক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের গণমানুষের পক্ষে এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সাশ্রয়ী গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রতিবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করছে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্জিত সাফল্য এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশে অংশ হিসাবে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ একটি অতীব প্রশংসনীয় কাজ।

আমাদের সরকার স্বাস্থ্য খাতকে বরাবরই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যখাতে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ ২০৩০ অর্জনেও আমরা এগিয়ে চলেছি। বর্তমান সরকার এ খাতে যুগোপযোগী ও বহুমুখী সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করায় মাতৃমৃত্যু হার ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসসহ বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার হাসপাতালসমূহের উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করেছে। প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সংস্কার করা হয়েছে। জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তার ফসল দেশ বিদেশে নন্দিত বর্তমান ১৩৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক জনগণ হাতের নাগালে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টিসেবা পাচ্ছেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য তৈরি হয়েছে অটিজম সেল।

আমি আশাকরি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবাকে নিশ্চিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আগামীতে নতুন নতুন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলায় নতুন অর্জনের ফলক যুক্ত করতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(জাহিদ মালেক, এমপি)

বাণী

সচিব

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্জিত সাফল্য এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে আলোকে এই বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

জাতি-ধর্ম ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা- রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অক্লান্তভাবে কাজে করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বিভিন্ন আইন, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যার ফলে দক্ষ জনবল ও ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার মাধ্যমে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবার সহজ প্রাপ্যতা ও বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিশ্ব নেতৃত্ব এর স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের ফলে স্বাস্থ্য খাতের যে সকল বিষয়ে সাফল্য অজর্ন সম্ভব হয়েছে সেগুলো হলো: স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিক চালু, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য খাতের ডিজিটাল কার্যক্রম এবং দেশের উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবার ব্যবস্থা। গত ১০ (দশ) বছরে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে যা একটি সুস্থ জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে স্বাস্থ্য খাতের এ অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকল সহকর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

১৫.১০.২০১৮
মোঃ সিরাজুল হক খান

আহ্বায়কের কথা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। এই প্রতিবেদনে গত অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কার্যাবলী, সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, বাজেট, সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ, অপারেশনাল প্ল্যানের অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশ করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার "সবার জন্য স্বাস্থ্য"এই নীতিকে বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ যে কয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে তার অধিকাংশই এসেছে স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে। স্বাস্থ্য খাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য প্রতিবেদন আকারের প্রকাশের মাধ্যমে যেমন দেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, তেমনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারিও বেসরকারি সংগঠণ এবং কর্মচারীগণও তাঁদের কাজের স্বীকৃতি পাবে।

প্রতিবছর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে বার্ষিক প্রতিবেদন সফলভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয় পুনগঠিত হয়ে দুইটি বিভাগ গঠনের পর বিভক্ত হওয়ার পর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের এটি প্রথম প্রয়াস । ভবিষ্যতে এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আশা রাখি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনাব জাহেদ মালেক, এমপি এবং জনাব মোঃ সিরাজুল হক খান, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সহজ হয়েছে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বিগত বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো আমাদের জন্য সহায়ক হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মন্ত্রণালয় এবং তার অধীন বিভাগ ও দপ্তর/অধিদপ্তর, সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এ প্রতিবেদনটি। বিশেষ করে সম্পাদনা পরিষদ প্রতিবেদনটি প্রকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদনটিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশন করা হয়েছে যা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণা ও তথ্যের উৎস হিসেবে উপকার পাবে। এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মপরিধি সম্পর্কে জনগণ অবগত হবে এবং তাদের চাহিদামাফিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে । প্রতিবেদনটি নির্ভুল তথ্য ও ত্রুটিমুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সম্মানীত পাঠকগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ প্রত্যাশা রাখছি। সকলের মূল্যবান পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে প্রতিবেদনটিকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা থাকবে।

শেখ মুজিবর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যাবলি, প্রতিবছরের সম্পাদিত কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি জনগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি, ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের কর্মপরিকল্পনা সকলকে অবহিতকরণের জন্য এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। প্রতিবেদন থেকে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং লক্ষ্য অর্জনে এ বিভাগ কতটুকু সফল হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিবেদনে সকল বিষয়ে পূর্ববর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্পাদিত কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে :

- ১০টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি হাসপাতালকে ১৫০ শয্যা হতে ২০০ শয্যায় উন্নীতকরণ; ৩৫০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০০ শয্যা সংযোজন; জাতীয় নাক, কান, গলা ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ২০ শয্যা বৃদ্ধি করে ১২০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং ৭৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া দেশের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৯৮টি অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ করা হয়েছে।
- এছাড়া আন্তর্জাতিক মানের বিশ্বের বৃহত্তম ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি প্রতিষ্ঠান "শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট" এর কাজ সমাপ্তির পথে। শিঘ্রই প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন ও চালু করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বৃহস্পতিবার তাঁর কার্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের অর্থ দ্বারা সংগৃহীত সরকারি অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। -পিআইডি

গত অর্থ-বছরে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী অধ্যাপক পদে ৫৪৩ জন, অধ্যাপক পদে ১৪৭ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও পরিচালক পদে ২৬৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পদে সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে ৩২৭ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান এবং ৩৫ তম বিসিএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৪৪০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

- বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১০,০০০ জন চিকিৎসক (৯,৫০০ জন সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার এবং ৫০০ জন সহকারী ডেন্টাল সার্জন) নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন লাভ করেছে। দুই পর্বে এ নিয়োগ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম পর্বে ৫,০০০ জন চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে সরকারি কর্মকমিশন থেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

- রাজস্বখাতে ১,৪৯৪ টি ক্যাডার, ৩,৫৯২ টি নন ক্যাডার পদসহ মোট ৫০৮৬টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় ৯০টি হেমোডায়ালাইসিস মেশিন স্থাপন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি হাসপতালে অবশিষ্ট ৪৫টি হেমোডায়ালাইসিস মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
- ইবোলা ভাইরাস এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে নিম্নলিখিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :
  - ✓ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা;
  - ✓ কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ২০ শয্যার একটি আলাদা ওয়ার্ড সংরক্ষণ করা;
  - ✓ বিভিন্ন দেশ হতে আগত আক্রান্ত যাত্রীদের বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সিভিল অ্যাভিয়েশন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
  - ✓ বিমানবন্দরে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protection Equipment) ও সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা এবং
  - ✓ সকল স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদাভাবে মেডিকেল টিম গঠন করা ইত্যাদি।
- দেশে মার্স ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে :
  - ✓ যেমন :মার্স-করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক তথ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা;
  - ✓ এ সংক্রান্ত একটি লিফলেট তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য পরিচালক, IEDCR (আইইডিসিআর)-কে অনুরোধ করা;
  - ✓ বিভিন্ন বন্দর দিয়ে প্রবেশ-মুখেই উট পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা;
  - ✓ সৌদি আরব থেকে প্রত্যাগত যাত্রীদের বিমানের মধ্যে মার্স-করোনা ভাইরাস সংক্রমণসংক্রান্ত স্বাস্থ্য তথ্য কার্ড বিলি করা ইত্যাদি।
- দশম জাতীয় সংসদে ২০১৮ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে গত ২১.১২.২০১৭ তারিখে হালনাগাদ প্রতিবেদন এবং ভাষণের সংক্ষিপ্তরূপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর পক্ষে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মতে স্বাক্ষরিত APA মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক গত ২১.০৬.২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনাটি ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার কর্নারে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের বিষয়ে বিস্তারিত ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয় এবং সে আলোকে কার্যক্রম চলমান আছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে 'তথ্য অধিকার' বিষয়ক পৃথক মেন্যু সৃজন করা হয়েছে।
- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে মনিটরিং কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কাজ ব্যাপক এবং মনিটরিং এর ক্ষেত্র বহুমাত্রিক হলেও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, টেলিফোনে পরিবীক্ষণ, ওয়েবসাইটে নাগরিকের অভিযোগ পর্যালোচনা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ/মতামত পর্যালোচনা করে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসকদের উপস্থিতিসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২৩.০১.২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। সেলের সদস্যগণ কর্তৃক দেশের জেলায়/উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে আকস্মিক পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য সেবা দানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ প্রদান করে থাকে। স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিদর্শনের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ধারাবাহিক সভা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান আছে।
- গত ০৮.০৪.২০১৮ তারিখে সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক হাজিরা নিশ্চিতকরণের জন্য ১ মাসের মধ্যে সকল বায়োমেট্রিক মেশিন সচল ও কার্যকরকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সারাদেশে বিভিন্ন হাসপাতালসহ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে স্থাপিত বায়োমেট্রিক মেশিন যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় এই নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গত ২৩.০৫.২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দেশের হাসপাতালসমূহের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় জনগণের জন্য গুণগত, মানসম্পন্ন

স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে হাসপাতালগুলোতে সান্ধ্যকালীন রাউন্ড সেবা প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা বিকেন্দ্রীকরণ ও বেসরকারি হাসপাতালে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৪৬টি উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ও জারি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবাদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া গুণগত পরিবর্তন আনয়নের বিষয় বিবেচনা করে এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে কয়েক দফা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চিফ ইনোভেশন অফিসার কর্তৃক প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে ইনোভেশন টিমের সভা এবং নাগরিক সেবাদান প্রক্রিয়ায় দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণসহ মাঠ পর্যায়ের ইনোভেটর/ ইনোভেশন অফিসারদেরকে নিয়ে সভা আয়োজন করা হয়।

- জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭ -এ গৃহীত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদি ০৫টি, মধ্যমেয়াদি ০৪টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ০৬টি সর্বমোট ১৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক সম্মেলন **২০১৭** উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের মুক্ত আলোচনাকালে গৃহীত ০৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- গত ০২ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিবদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। সে আলোকে ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে এ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল হক খানের সভাপতিত্বে একটি ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৬টি নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া বিগত ০৪.০৩.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন :

- ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে "মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮" এর গেজেট জারি হয়েছে;
- ২৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে "স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮" এর গেজেট জারি হয়েছে;
- The Vaccination Act, 1880 এবং The Epidemic Diseases Act, 1897 একীভূত করে পূর্ণাঙ্গরূপে বাংলা ভাষায় হালনাগাদ আইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে;
- ''The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)' রহিতক্রমে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮' গত ৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করে । পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- The Drugs Act, 1940 এবং The Drug (Control) Ordinance, 1982 বাংলায় অনুবাদ করে "ঔষধ আইন, ২০১৭" এর (সংশোধিত খসড়া) পুনরায় বাংলায় প্রমিতকরণের লক্ষ্যে "ঔষধ আইন, ২০১৮" জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।;
- The Public Health (Emergency Provisions) Ordinance, 1944 রহিতক্রমে পূর্ণাঙ্গরূপে বাংলা ভাষায় হালনাগাদ আইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে;
- The Eye Surgery (Restriction) Ordinance, 1960 আইনটি পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক বাংলা ভাষায় প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- "সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৮" এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং শেষে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। ।
- The Medical Practice Private Clinics and Laboratories (Regulation) (Amendment) Ordinance, 1982 (১৯৮৪ সালে সংশোধিত) রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় "চিকিৎসা সেবা আইন" প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে শীঘ্রই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হবে;
- 'The Bangladesh Red Crescent Society Order (P.O No. 26 of 1973) রহিতক্রমে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইন, ২০১৮" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- "আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ আইন, ২০১৭" এর খসড়া পুনরায় ভেটিংয়ের জন্য গত ১৭ মে ২০১৮ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়			
ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা নং
১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিচিতি		৫
২	কর্মপরিধি, সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল		৫-১০
৩	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মবন্টন ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি		
	৩.১	প্রশাসন অনুবিভাগ	১১-২৪
	৩.২	জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ	২৫-২৯
	৩.৩	আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ	৩০-৩৮
	৩.৪	ঔষধ প্রশাসন ও আইন অনুবিভাগ	৩৯-৪১
	৩.৫	বাজেট অনুবিভাগ	৪২-৪৩
	৩.৬	হাসপাতাল অনুবিভাগ	৪৪-৪৭
	৩.৭	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অনুবিভাগ	৪৮-৪৯
	৩.৮	উন্নয়ন অনুবিভাগ	৫০-৫৫
	৩.৯	পরিকল্পনা অনুবিভাগ	৫৬-৫৯
	৩.১০	অটিজম সেল	৬০-৬৪
দ্বিতীয় অধ্যায়			
৪	অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ		৬৫
	৪.১	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৬৬-৯৮
	৪.২	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৯৯-১০৫
	৪.৩	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১০৬-১১৯
	৪.৪	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	১২০-১২৭
	৪.৫	স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	১২৮-১৩১
	৪.৬	নিমিউ অ্যান্ড টিসি	১৩২-১৩৪
	৪.৭	ট্রান্সপোর্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স অর্গানাইজেশন	১৩৫-১৩৭
তৃতীয় অধ্যায়			
৫	উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান		
	৫.১	এসেনশিয়াল ড্রাগ কোম্পানী	১৩৮-১৪১

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিচিতি

সকল বয়সী মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ-টেকসই উন্নয়নের এই অভীষ্ঠকে সামনে রেখেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলন, শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন- এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণার স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠে পৌঁছাতে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশে ব্যয়সাশ্রয়ী, আধুনিক, কার্যকর এবং টেকসই মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় থেকে চিকিৎসক ও চিকিৎসা অবকাঠামোর পাশাপাশি যুগপৎ নিরাপদ ঔষধ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বর্তমান সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত । বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে বেশ সফলতা লাভ করেছে। বিশেষ করে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুমৃত্যু হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিস্তার, মাতৃমৃত্যু হ্রাস, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিম্নমুখী মৃত্যু প্রবণতা, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭-এ আনয়ন, অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ভিটামিন এ ও ফলিক এসিড বিতরণ - এ সবই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফলতার চিত্র।

সফলতার পাশাপাশি এখনও স্বাস্থ্য খাতে রয়েছে বিবিধ ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। নারীর অকাল প্রজনন, প্রসব ও প্রসবোত্তর জটিলতা, অঞ্চলভেদে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণে সমস্যা, দেশের কতিপয় অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার, ধূমপান ও মাদকাসক্তি, অপরিকল্পিত খাদ্যাভ্যাসসজনিত রোগের প্রকোপ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অব্যাহত নদীভাঙ্গন ও জলবায়ু বিপর্যয়জনিত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারজনিত সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাংলাদেশে নতুন রোগের আবির্ভাব, নগরমুখী প্রবনতার ফলে শহরের ক্রমবর্ধিষ্ণু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত: বস্তিবাসীর মধ্যে নিরাপদ পানির অভাব, নিম্নমানের পয়:নিষ্কাশন ও অপুষ্টির ফলে সৃষ্ট রোগ/ব্যাধি ইত্যাদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ সব সীমাবদ্ধতা সত্বেও স্বাস্থ্যখাতে বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অবকাঠামোতে ব্যাপক উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থা সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার বদলে দিয়েছে দেশের স্বাস্থ্য-সেবার চিত্র । ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে টেকসই, আধুনিক, স্থিতিশীল এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন :

রূপকল্প (**Vision**) : জাতি-ধর্ম-গোত্র-শ্রেণি-লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী-ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (**Mission**) : সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সেবা, গ্রাহককেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবার সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মানোন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকার পুনর্বন্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রমকে সমন্বয়সাধন।

কর্মপরিধি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business,1996 এর Allocation of Business among the Different Ministries & Divisions অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মপরিধি নিম্নরূপ :

১. স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ
২. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োমেডিকেল পণ্যের উৎপাদন এবং মান নির্ধারণ
৩. ঔষধ আমদানি এবং রপ্তানিতে মান নির্ধারণ
৪. পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ
৫. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, প্রতিষেধক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন

৬. স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/ আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন/সংস্থা যারা সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত, যেমন- টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফার্মেসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তাদান।

৭. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) জনস্বাস্থ্য

খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ

ঘ) মহামারি, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ

ঙ) স্বাস্থ্য বিমা

চ) খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

ছ) ধূমপান প্রতিরোধ

জ) পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টিজনিত রোগ

ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি

৮. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও রেগুলেশন

খ) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয়সংক্রান্ত

গ) মানসিক ব্যাধি

৯. মাদক নিয়ন্ত্রণ

১০. দুগ্ধজাত খাবারের নিয়ন্ত্রণ

১১. নদীবন্দর এবং বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান

১২. নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

১৩. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি

১৪. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ

১৫. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা

১৬. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা

১৭. মাদক, ঔষধ, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ

২০. সহায়ক চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পুনর্বাসন

২১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি

২২. নিম্নোক্তদের ব্যতীত সরকারি কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাড়পত্র প্রদান

ক) রেলওয়ে সার্ভিসের কর্মচারী

খ) প্রতিরক্ষা সেবায় কর্মরত কর্মচারী এবং

গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্মচারী

২৩. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন

২৪. ক্রীড়া ও Health Resorts

২৫. অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিলে প্রতিস্বাক্ষর।

সাংগঠনিক কাঠামো :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ২০১৭ সালে পুনর্গঠিত করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগে গঠন করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রীকে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী আছেন। সচিব প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপ্যাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং অধীন ০৭টি সংস্থার যাবতীয় কর্মকান্ড বিধি মোতাবেক নিষ্পন্নসহ ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহ :

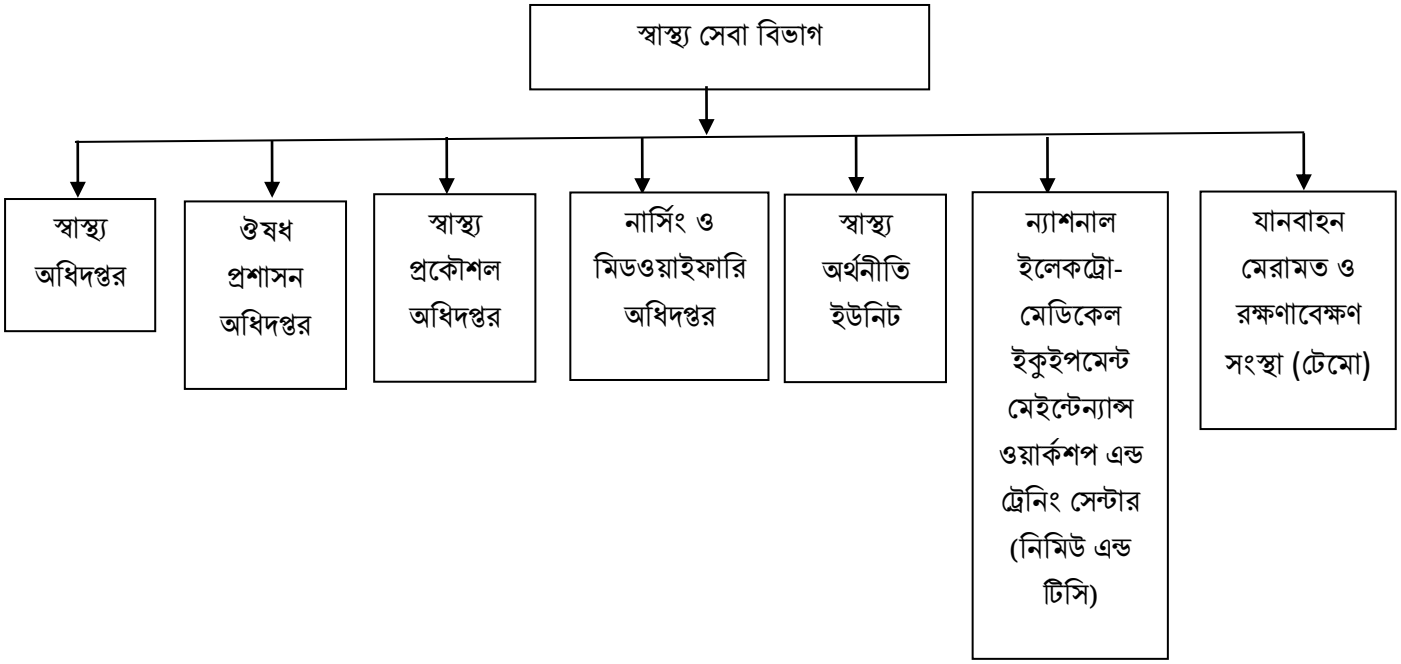

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

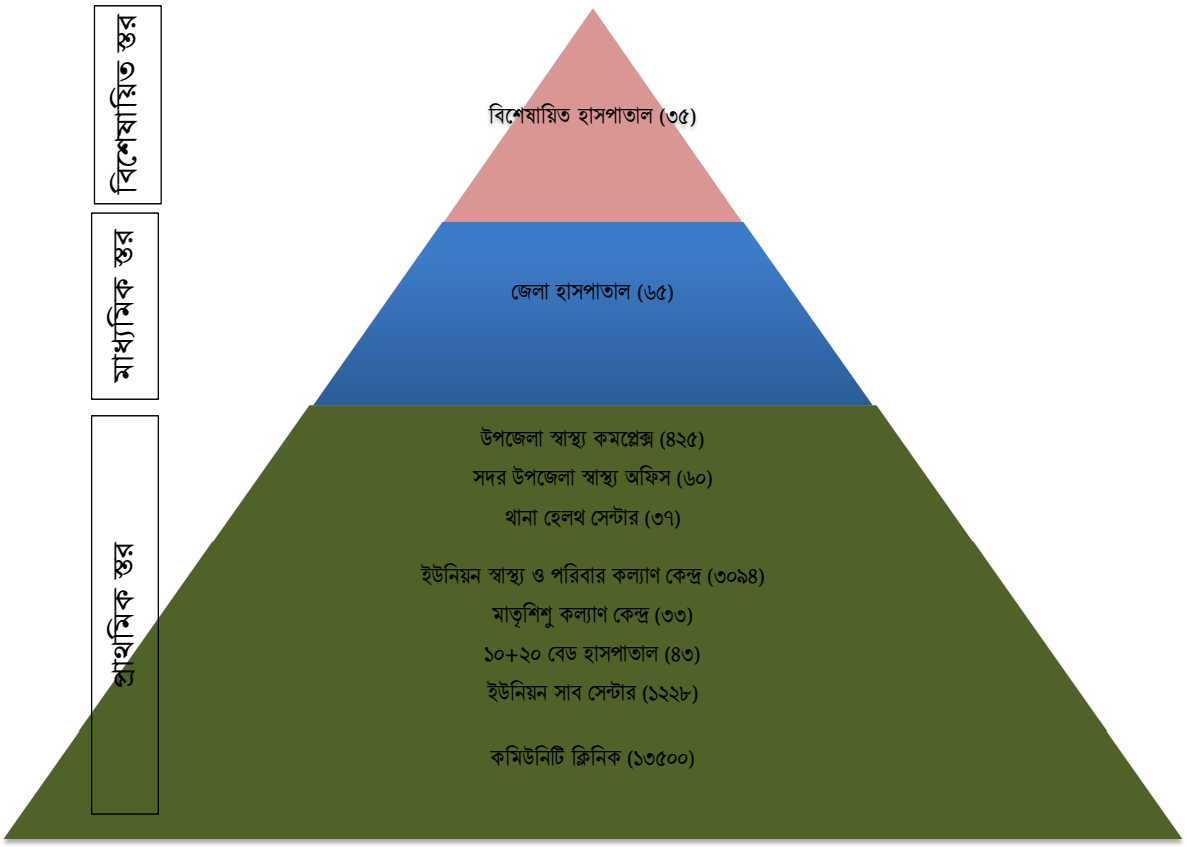

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক। পাঁচ স্তর বিশিষ্ট এই পিরামিড কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র (UHFWC)। উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বাংলাদেশে ৪২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। তুলনামূলক জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে জেলা পর্যায়ে আছে ৫৯টি জেলা হাসপাতাল। এখানে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা ৩৫টি। বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য খাতে জনবল :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জনবলের পরিসংখ্যান :

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৩২৪	১৫৪	১৭০	-	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুমোদিত পদ।
(খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১,০২,৪৯০	৭৫,৩৮৪	২৭,১০৬	২৩,৫০১	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে নতুন পদ সৃজনের কারণে অনুমোদিত পদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(গ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৪৩০	৩৪০	৯০	১০১	-
(ঘ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি)	৬১৯	৪৯১	১২৮	১৯৫	-
(ঙ) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	৩৪,৫৯৯	২৬,৯৯৮	৭৬০১	১৫,৯০৫	২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের তুলনায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে নতুন ৭০০০টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃজনসহ উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে কিছু সংখ্যক পদ স্থানান্তরিত হওয়ায় অনুমোদিত পদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(চ) ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৫	৬৩	৩২	১০	-
(ছ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৭৫	৫০	২৫	-	-
(জ) স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	২৯	২৪	৫	১৪	-
মোট=	**১,৩৮,৬৬১**	**১,০৩,৫০৪**	**৩৫,১৫৭**	**৩৯,৭২৬**	

- **স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত**

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	৮
৩,০৭১ টাকা। (US$ 37)	৬১০	৫,০২৩	৫,৬৩৩	৪৯,৪১৪	৮৭,৬১০	১,৩৭,০২৪	৯৩,৭৬৩	৪৮,০০১	৩৩,৬৪৪ (রেজিস্টার্ড প্যারামেডিকস ১২২০৪)	১:১,৮১৩	১:৩,৫৪২	১ : ৫,০৫৩

উৎস : WHO 2017. 1 US$ = 83 Taka.

বিঃ দ্রঃ রেজিস্টার্ড প্যারামেডিকস ফার্মাসিস্ট ১২২০৪, রেজিস্টার্ড করা হয় না এমন প্যারামেডিকস (মেডিকেল টেকনোলজিস্ট : ল্যাব/রেডিওগ্রাফি/রেডিওথেরাপি/পিজিওথেরাপি/ডেন্টাল) এর সংখ্যা ২১,৪৪০।

- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি**

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০১	DSF Maternal Health Voucher Scheme	৭১,৬৯৫ জন গর্ভবতী মা	২,২৯৪.৩৪	৮৯,৬১৮	২,৪২৭.৯৪
	০২	Demand side financing program under cataract surgery for poor & marginalized population	১১.২৫ কোটি ভিজিটের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে গ্রামীন বিশেষত মা, শিশু, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ সেবা গ্রহণ করেছেন।	৭৩,৮০৭.১৫	৫০০	১৫.০০
		জরুরী ও জটিল রোগীদের উচ্চতর পর্যায়ে রেফার	১.৬১ কোটি জরুরি ও জটিল রোগীকে উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে।			
		গ্রামীণ জনগণের নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব নিশ্চিতকরণ	কমিউনিটি ক্লিনিকে ২৮,৭৫৮ টি স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।			
	০৩	স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি/(এসএসকে)	৪৬,২৯৭ টি পরিবার	৪৬৩.০০		
		Vouchering scheme to increase accessibility to the poor, marginalized and disadvantaged population (Demand Side Financing)	দেশের সুবিধাবঞ্চিত, হত দরিদ্র ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, গরীব ২,০০০ জন রোগীর চক্ষু চিকিৎসা এবং অপারেশন সেবা প্রদান ।	৬০.০০		
	০৪	ভিটামিন 'এ'র ঘাটতিজনিত সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রণ	৪১,৬৫০,২১৭ জন	২০১০.৫০		
	০৫	আয়রনের ঘাটতি জনিত রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ	১৫,৩১৪,১৫২ জন	১৫৭.১৩		
	০৬	মারাত্নক তীব্র অপুষ্টি এবং মাঝারী তীব্র অপুষ্টির কমিউনিটি ও হাসপাতাল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	৩০০টি SAM ইউনিট স্থাপন	২০.৫০		
	০৭	শিশুবান্ধব হাসপাতাল স্থাপন	৭৮৮টি শিশুবান্ধব হাসপাতাল স্থাপন	১১১.৫০		

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১২ (বার) টি অনুবিভাগের মধ্যে প্রশাসন অনুবিভাগ অন্যতম। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অধিশাখা, পার অধিশাখা এবং মানব সম্পদ অধিশাখার সার্বিক কার্যক্রম তাঁর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। এছাড়াও কম্পিউটার সেল, হিসাব শাখা ও লাইব্রেরি শাখা এ অনুবিভাগের আওতাধীন।

কর্মপরিধি :

- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণসহ মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন ও শৃঙ্খলাসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ;
- জাতীয় সংসদে নির্মাণ, সংগ্রহ ও চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অফিস, স্থান, বরাদ্দ ও কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন ও সচিবালয় প্রবেশপত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, সংশোধন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় চাকুরি ব্যবস্থাপনা ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণী কার্যাবলি ;
- স্বাস্থ্য সার্ভিসের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ও প্রেষণ মঞ্জুরসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ;
- ডিডিও নিয়োগসহ হিসাবরক্ষণ শাখা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- TEMO এবং NEMEW এর সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- এইচইডি (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)'র সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সমন্বয়সাধন ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনবলের তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সেবাদান পরিকল্পনা (Service Plan) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব সম্পদ নীতি, কৌশল, নির্দেশনা (Guideline), বিধি-প্রবিধান (Rules & Regulations) ও দক্ষতার প্রকরণ (Skill Mix) পর্যালোচনা, প্রণয়ন ও সংশোধন ;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ;

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;

প্রশাসন অধিশাখা :

প্রশাসন অধিশাখার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)। তাঁর অধীনে প্রশাসন-১ অধিশাখা, প্রশাসন -২ শাখা, প্রশাসন -৩ অধিশাখা ও প্রশাসন -৪ অধিশাখা, কম্পিউটার সেল ও লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশাসন-১ শাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়নসহ সকল প্রশাসনিক কার্যাদি, অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃষ্ট অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং রুটিন কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, শৃঙ্খলা প্রেষণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি এ শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ❖ ২০/০৩/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ❖ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের পর হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত ১১-১৭ গ্রেডভুক্ত ১২০০ পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ গত অর্থ-বছরে ১,০৯৫ টি পদে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ ৭ জন ৭ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও ০২ জন ৯ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা কর্ম কমিশনের সুপারিশক্রমে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;
- ❖ বিভিন্ন হাসপাতালে ৩৯৫টি পদে আনসার নিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এ বিভাগের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের মধ্য থেকে ০৮ (আট) জনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে এবং ০৪ (চার) জনকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসাবে ১৯ জুলাই ২০১৭ তারিখে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে ০১ (এক) জনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তার শুন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ০৭ (সাত) জনকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল রূপরেখা বাস্তবায়নকল্পে এ শাখায় পূর্ণাঙ্গরূপে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা চালুকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী তথা এর অধীন দপ্তর, সংস্থাসমূহের Non-medical কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম e-management system এর আওতায় সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

প্রশাসন-২ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মচারীদের বাসস্থান বরাদ্দসহ কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যক্রম, কর্মপরিবেশ সংরক্ষণ, স্টেশনারি দ্রব্য ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ, প্রটোকল ও যানবহন ব্যবস্থাপনা, সভা/অনুষ্ঠান আপ্যায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি, গ্রহণ ও বিতরণ

ইউনিট (R&I) তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রশাসন-২ অধিশাখার কর্মবন্টনকৃত বিষয়। এছাড়া স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিও এ অধিশাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য ০১টি কার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য ০১টি জিপ এবং মানসিক হাসপাতাল, পাবনার জন্য ০১টি জিপ গাড়ি ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/অধিশাখা/শাখার দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ২৩,৬৬,৬৮৬/- (তেইশ লক্ষ ছিষট্টি হাজার ছয়শত ছিয়াশি) টাকার স্টেশনারি ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/অধিশাখা/শাখার দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ৪৪,৬৮,০০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকার প্রিন্টার, ফটোকপি ও ফ্যাক্স টোনার, ডেভেলপার ও ড্রাম ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্মরত জনবলের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সার্ভার স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে এটির লিংক স্থাপন করে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করা সম্ভব হবে।

প্রশাসন-৩ অধিশাখা :

এ অধিশাখাটি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কাউন্সিল অধিশাখা। এ অধিশাখা হতে জাতীয় সংসদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় সংসদের সাধারণ প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি (লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নোত্তর), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর (লিখিত ও মৌখিক) প্রেরণ, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালির ১৩১ বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংক্রান্তের আলোচনামূলক উত্তর প্রদান এবং কার্যপ্রণালির ৭১ বিধিতে গৃহীত নোটিশের জবাব প্রেরণ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ১০ম জাতীয় সংসদে ৭টি (১৬তম হতে ২২তম) অধিবেশনে ৩৪১ টি মৌখিক ও ১৬৫ টি লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০ম জাতীয় সংসদে ২৩টি (সম্পূরকসহ) উত্তর প্রদান করা হয়েছে।
- ১০ম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ৭১ক (৩) উপ-বিধি অনুযায়ী মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক মোট ৬১টি মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশের উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নিকট প্রদান করা হয়েছে।
- ১০ম জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক ৬টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ব্রীফ মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাবর দেওয়া হয়েছে।
- ১০ম জাতীয় সংসদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম এ অধিশাখা থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

এ অধিশাখা হতে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর ও অন্যান্য তথ্যাদি ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে আদান প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে কোন ধরণের সংসদীয় প্রশ্ন ও উত্তরের তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে জানা যাবে এবং উক্ত প্রশ্নোত্তরের বিষয়ে এবং সংসদীয় বিভিন্ন কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

প্রশাসন-৪ অধিশাখা :

এ অধিশাখাটি মূলত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সমন্বয় ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ; জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ নির্দেশনা প্রতিপালন; সচিব সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; সকল দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন; ইনোভেশন টিম ও

ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে যাবতীয় কার্যক্রম। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে A2i এবং GIU এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন; কর্মবন্টনভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মন্তব্য/মতামত/প্রতিবেদন প্রণয়ন। বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তিকাসহ অন্যান্য প্রতিবেদন প্রণয়ন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য সমন্বয়ধর্মী কাজ। শাখা কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইত্যাদি এ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে - নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য খাতের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন। ডাক্তারদের কর্মস্থলে উপস্থিতি মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম। 'হ্যালো ডাক্তার' কর্মসূচি বাস্তবায়ন। অর্থ বিভাগের জন্য জাতীয় বাজেটে তথ্য উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রণয়ন।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক গত ২১ জুন ২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনাটি ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার কর্নারে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে অর্ন্তভুক্তকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের বিষয়ে বিস্তারিত ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয় এবং সে আলোকে কার্যক্রম চলমান আছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে 'তথ্য অধিকার' বিষয়ক পৃথক মেন্যু সৃজন করা হয়েছে।

- ২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে মনিটরিং কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কাজ ব্যাপক এবং মনিটরিং এর ক্ষেত্র বহুমাত্রিক হলেও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, টেলিফোনে পরিবীক্ষণ, ওয়েবসাইটে নাগরিকের অভিযোগ পর্যালোচনা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ/মতামত পর্যালোচনা করে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসকদের উপস্থিতিসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। সেলের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দেশের জেলায়/উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে আকস্মিক পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য সেবা দানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ প্রদান করে থাকে। এ বছর মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিদর্শনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ধারাবাহিক সভা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান আছে।

- সর্বশেষ ০৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক হাজিরা নিশ্চিতকরণের জন্য ১ মাসের মধ্যে সকল বায়োমেট্রিক মেশিন সচল ও কার্যকরকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সারাদেশে বিভিন্ন হাসপাতালসহ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে স্থাপিত বায়োমেট্রিক মেশিন যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় এই নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২৩ মে ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে হাসপাতালের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনগণের জন্য গুণগত, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনগণের স্বাস্থ্য সেবা দানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার শৈথিল্য বরদাশত করা হবে না মর্মে হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক/অধ্যক্ষগণকে জানান। হাসপাতালগুলিতে সান্ধ্যকালীন রাউন্ড সেবা প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা বিকেন্দ্রীকরণ ও বেসরকারি হাসপাতালে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়ে এই সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৪৬টি উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ও জারি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮/০৪/২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবাদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের বিষয় বিবেচনা করে এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে কয়েক দফা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চীফ ইনোভেশন অফিসার কর্তৃক প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে ইনোভেশন টিমের সভা এবং নাগরিক সেবাদান প্রক্রিয়ায় দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণসহ মাঠ পর্যায়ের ইনোভেটর/ ইনোভেশন অফিসারদেরকে নিয়ে সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে।

- জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭ তে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদি ০৫ (পাঁচ)টি, মধ্যমেয়াদি ০৪ (চার)টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ০৬ (ছয়)টি সর্বমোট ১৫ (পনের)টি গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক সম্মেলন **২০১৭** উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের মুক্ত আলোচনাকালে ০৩ (তিন)টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- ০২ জুলাই ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সচিব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিবদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। সে আলোকে ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো: সিরাজুল হক খানের সভাপতিত্বে একটি ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৬ (ছাব্বিশ)টি

নির্দেশনা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতিপালনের জন্য তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া ০৪ মার্চ ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মনিটরিং ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল তথ্যাদির ডাটাবেজ প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 'Source Book' প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন দপ্তরসমূহের Innovation Team এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এছাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে IPM (Individual Performance Management) এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য দপ্তরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
- মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার আধুনিকায়ন করা হবে এবং স্বাস্থ্যসেবা মনিটরিং এর কৌশল প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হবে।
- অধিশাখার রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের জরুরি আইন, বিধি, সার্কুলার, নীতিমালা ও আদেশ সম্বলিত ইলেকট্রনিক গার্ড ফাইল প্রণয়ন করা হবে এবং একইভাবে শাখার জারিকৃত পত্র-নির্দেশনা সম্বলিত মাষ্টার ফাইল প্রস্তুত করা হবে ।

লাইব্রেরি শাখাঃ

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ, সংগঠন,ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত কাযর্ক্রম, স্বাস্থ্য সেবা খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের সরকারি প্রকাশনা, পুস্তক, প্রতিবেদন ও সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাযর্ক্রম, গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, মন্ত্রণালয়ের কাযর্ক্রম সংশ্লিষ্ট দেশি ও বিদেশি তথ্য / রিপোর্ট সংগ্রহ এবং গ্রন্থপুঞ্জি ও নির্ঘন্ট তৈরিকরণও এ শাখার কাজ। এ শাখার দায়িত্বে একজন লাইব্রেরিয়ান রয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের চাহিদা মোতাবেক প্রতি বছর নতুন বই ক্রয় করা হয়। বইগুলো চাকুরির বিধি বিধান, আইন, প্রশাসনিক, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংক্রান্ত। নতুন-পুরাতন সকল প্রকার বই লাইব্রেরির নিয়ম মাফিক আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত পাঠচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশি এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা গ্রন্থ, রেফারেন্স বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। নতুন বই ও সাময়িকী ক্রয়ের ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পাঠ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- ভবিষ্যতে লাইব্রেরিতে এ.সি. সংযোগ, ক্যাটালগ ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটারাইজড তথা ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সহজতর করে ব্যাপক পাঠক সেবা প্রদান করে আধুনিক লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পাঠচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইব্রেরির সংগৃহীত বই, প্রতিবেদন, প্রকাশনা ও সাময়িকী সম্পর্কে সময়ে সময়ে তাদের অবহিত করা হবে।

কম্পিউটার সেলঃ

বর্তমান সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ অনুসারে ডিজিটাল ও উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ই-সেবা কার্যক্রম চালু করেছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করার ফলে দেশে-বিদেশে ই-মেইল আদান-প্রদান ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । ফলে সরকারের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার সেলে বর্তমানে একজন সিস্টেম এনালিস্টের তত্ত্বাবধানে একজন প্রোগ্রামার, একজন মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, দুইজন সহকারী প্রোগ্রামার ও একজন সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর কর্মরত আছেন। কম্পিউটার সেলে বিভিন্ন শাখা/উইং-এর আইসিটি সংক্রান্ত সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য সিস্টেম স্টাডি, এনালাইসিস, ডিজাইন, টেস্ট ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। আইসিটি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে সহায়তা করা। মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় আইসিটি সিস্টেম তৈরি ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা কম্পিউটার সেলের কাজ। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশনের মধ্যে ল্যান সংযোগ তদারকি এবং ত্রুটি দূরীকরণ, বিদ্যমান নেটওর্য়াক সম্প্রসারণ ও নতুন প্রযুক্তি প্রচলন সংক্রান্ত কার্যক্রম, ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ ও তদারকি এবং ত্রুটি দূরীকরণ, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এই সেলের কাজ।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কম্পিউটার সেলের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

মন্ত্রণালয়ের **ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ :**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও এইচপিএনএসডিপি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি, প্রেষণ নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে এবং ওয়েবসাইটটি নিয়মিত আপডেট করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অন্যান্য সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের লিংক দেওয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটের সাথে ডাটাবেজের লিংকের মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- বিভিন্ন শাখার প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সরকারি আদেশ, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধান, পত্র, টেন্ডার, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর হতে প্রেরিত বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ও ছবি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও এইচপিএনএসপি, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য নীতি সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে;
- সরকারের সাফল্যের চিত্র (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য) ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে;
- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে;
- বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে;
- বাজেট (২০১৭-২০১৮) ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে;
- তথ্য সেবা প্রদানের রিপোর্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ হয়েছে;
- অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (GRS) সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশল

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ :অর্থ-বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো;
- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্টগণের তালিকা;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির ১০তম সভার কার্যবিবরণী;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ (পুনঃসংশোধিত);
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুসরণে মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারী যাচাই কমিটি ও অন্যান্য তথ্য;

ইনোভেশন কর্ণার

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Innovation Team এর ৩৩তম সভার ০২নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের নতুন ইনোভেশন প্রকল্প সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিমের মার্চ ২০১৮ এর সভার কার্যবিবরণী;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিমের জানুয়ারি ২০১৮-এর সভার কার্যবিবরণী;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগের রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন বিষয়ক;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৬ সালের উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্য;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিমের ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিম গঠন;

নীতিমালা

- খসড়া সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৭
- হজ্জযাত্রী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৮
- সাহায্য মঞ্জুরী কোডের অধীন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের গাইডলাইন
- সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৭

অনান্য

- বাংলাদেশ গেজেট, ২০১৮
- উন্নয়নের ৭ বছর: ২০০৯-২০১৬ অর্থ-বছর

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮
- কল্যাণ কর্মকর্তা
- অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কর্মকর্তা
- তথ্য অধিকার, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ফেসবুক সংক্রান্ত কার্যক্রম :

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) Programme এর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে বেগবান করাই এই ফেজবুক পেজের লক্ষ্য। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নোটিস ও ছবি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী পোস্ট করা হয়।
ফেসবুক পেজটির লিংকটি : https://www.facebook.com/mohfwbd

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইট (www.hsd.gov.bd) হালনাগাদকরণ/Web Portal সংক্রান্ত কার্যক্রম :

Access to Information (a2i) Programme সরকারের "Digital Bangladesh" রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের একই প্লাটফর্মে প্রায় ২৫,০০০ ওয়েবপোর্টাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য একটি নতুন ওয়েবপোর্টাল নির্মাণ করা হয়। এই নতুন ওয়েব পোর্টালের লিংক- www.hsd.gov.bd

ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অভ্যন্তরীণ ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ০৭ টি ওয়াই-ফাই কানেকশন বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো হলো - মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে ০১ টি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে ০১ টি, সচিব মহোদয়ের দপ্তরে ০১ টি, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের দপ্তরে ০১ টি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা) মহোদয়ের দপ্তরে ০১টি, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের দপ্তরে ০১টি, বড় সভাকক্ষে ০১টি ।

Personal Data Sheet (PDS) :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মকর্তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলছে। এই ডাটাবেজে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। নতুন কর্মকর্তা যোগদান করলে তার তথ্য এন্ট্রি করা হবে এবং কোন কর্মকর্তার ডেস্ক পরিবর্তনসহ ও অন্যান্য তথ্য হালনাগাদকরণের প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করা হবে।

বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ :

বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বৈদেশিক ভ্রমণের ডাটাবেজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন field সংযোজন করা হয়েছে।

ই-ফাইল/ নথি (http://www.nothi.gov.bd)

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নথি (ই-ফাইল) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু হয়েছে। গত ২৬ জুলাই ২০১৭ ই-ফাইলিং কার্যক্রম স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মহোদয় উদ্বোধন করেছেন।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগে ই-ফাইল ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ই-ফাইলিং এর জন্য বিষয়ভিত্তিক কোড প্রয়োজন হয়। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী ক্রোড়পত্র-৬ (পৃষ্ঠা-৭৩) এ বিষয়ভিত্তিক কোডের তালিকা দেওয়া আছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগের ই-ফাইলিং এ সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর ক্রোড়পত্র-৬ এ উল্লেখিত ৩১টি কোড ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া ই-ফাইলিং এর জন্য নতুন কোড প্রশাসন-১ শাখা হতে দেওয়া হয়েছে।

- ই-নথি সিস্টেমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাসিক অবস্থানঃ (এটুআই হতে প্রাপ্ত)

নভেম্বর' ২০১৭	ডিসেম্বর' ২০১৭	জানুয়ারি' ২০১৮	ফেব্রুয়ারি' ২০১৮	মার্চ ২০১৮	এপ্রিল' ২০১৮	মে' ২০১৮	জুন' ২০১৮
৫২ তম	৪৬ তম	১৪ তম	১৩ তম	২৬ তম	২৯ তম	১৯ তম	২৮ তম

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় নথি (ই-ফাইল) বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রত্যেক শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার শাখা হতে

নিয়মিতভাবে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি উপস্থাপিত হচ্ছে কিনা তদারকি করেন। মাসিক সমন্বয় সভায় ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির বিবরণ পর্যালোচনা করা হয়। সকল কর্মকর্তাকে নিয়মিত ই-ফাইল Log in করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের সাথে ই-ফাইলের মাধ্যমে নথি নিষ্পন্নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অফিসিয়াল ইমেইল সিস্টেম :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ই-মেইল সিস্টেমটি গত জুলাই ২০১৭ চালু করা হয়েছে এবং জাতীয় ডাটা সেন্টারে (বিসিসি) স্থানান্তর করা হয়েছে।

কম্পিউটার সেলের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

স্বল্পমেয়াদি :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনলাইন লিভ সফটওয়্যারের পরবর্তি সংস্করণের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকআপ সিস্টেম, রিপোর্টিং মডিউল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে PDS সিস্টেমের উন্নয়ন সাপেক্ষে আপডেটেড ডাটাবেজ তৈরি করা হবে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনভেন্টরি অ্যাসেট ট্রেকিং ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হবে। প্রাথমিকভাবে মন্ত্রণালয়ের ইনভেন্টরির ডাটাবেজ পাইলটিং হিসেবে শুরু করা হবে।
- তথ্য নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে ই-গর্ভনেন্স এর আওতায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যান মাধ্যমে নোট, সারসংক্ষেপ, প্রতিবেদন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রতিবেদন ব্যাকআপ হিসাবে ইলেকট্রনিক সংরক্ষণের নিমিত্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সর্বশেষ মডেল এর Network Attach Storage (NAS) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইন্ট্রানেটভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। এর ফলে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখার মধ্যে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হবে ও বড় আকারের ফাইল শেয়ার করা সম্ভব হবে।
- হাসপাতাল পরিদর্শনের রিপোর্ট ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে। পরবর্তিতে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই ডাটাবেজ নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

দীর্ঘমেয়াদি :

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ও অধীন সকল দপ্তরের সমন্বয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সেবার আবেদন এবং সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় সকল নাগরিক সেবা অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন বিভিন্ন দপ্তরের আইসিটি সিস্টেম সমন্বিত করে একটি একক প্লাটফর্ম স্থাপন করা। একটি ড্যাশবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে সকল সিস্টেম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাকে উন্নত ও ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও এর অধীন সকল দপ্তরের তথ্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্যভান্ডার তৈরি করা ।
- একটি কার্যকর সার্ভার রুম বা মিনি ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হবে।
- Smart Phone, Media Pad এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনভিত্তিক বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে।

পার অধিশাখা :

পার অধিশাখার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন যুগ্মসচিব (পার)। তাঁর অধীনে পার-১ অধিশাখা, পার-২ অধিশাখা, পার-৩ অধিশাখা ও পার-৪ অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পার-১ অধিশাখা :

বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদিত পদকাঠামো, কর্মরত শিক্ষকদের ডাটাবেজ প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুতের কার্যাদি পার-১ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদের নিয়োগ, বদলি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদিত হয় পার-১ অধিশাখায়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী অধ্যাপক পদে ৫৪৩ জন, অধ্যাপক পদে ১৪৭ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫৭ জনকে পিআরএল, ০৮ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ২২ জন স্বেচ্ছায় অবসরে গেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মৌলিক ও ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহের শিক্ষা কোর্সসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অধ্যাপক পদসমূহ সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে এবং সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদসমূহ ডিপিসির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

পার-২ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি পার-২ অধিশাখার আওতাভুক্ত বিষয়। এছাড়া বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রশাসনিক বিষয় এবং বিভাগীয় পদোন্নতি সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পাদিত হয় এই অধিশাখায়। সারাদেশে সিভিল সার্জনদের পদায়ন, নিয়মিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাও এর আওতাভুক্ত।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও পরিচালক পদে ২৬৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ৩৫ তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৪৪০ জন স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১০,০০০ চিকিৎসক (৯, ৫০০ সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার এবং ৫০০ সহকারী ডেন্টাল সার্জন) নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন লাভ করেছে। দুই পর্বে এ নিয়োগ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্বে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে সরকারি কর্ম কমিশন থেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- স্বাস্থ্য ক্যাডার/সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের বিদ্যমান বিধি, নীতিমালা পরীক্ষাপূর্বক ক্যারিয়ার প্ল্যান আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিধিসমূহ হালনাগাদ ও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
- বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি, সিনিয়র স্কেলে সিলেকশন (৫ম গ্রেড) প্রদান ইত্যাদি কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হবে।

পার-৩ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সার্ভিসের সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা, পদায়ন/বদলি নীতিমালা প্রণয়ন এই অধিশাখার কাজ। সহকারী সার্জন, সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের পদায়ন, চাকুরি নিয়মিতকরণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- পার-৩ অধিশাখায় বিষয়ভিত্তিক পদে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে ৭৩৬ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে অ্যানেসথেসিওলজি পদে ৩৭ জন, কার্ডিওলজিতে ৪৩ জন, কনজারভেটিভ ডেন্ট্রিস্ট্রিতে ১, ডেন্ট্রিস্ট্রিতে ৬ জন, ইএনটিতে ১৯ জন, গাইনী অবসে ১৫৮ জন, মেডিসিনে ১১৭ জন, অর্থোডনটিক্সে ৫ জন, অফথালমোলজিতে ১৬ জন, ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারিতে ১১ জন, অর্থো-সার্জারিতে ৫১ জন, প্যাথলজিতে ৩ জন, পেডিয়াটিক্সে ১২৯ জন, প্রস্থোডনটিক্সে ২ জন, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং-এ ২০ জন, বক্ষব্যাধিতে ১০ জন, স্কিন এন্ড ভিডিতে ২৩ জন, সার্জারিতে ৮৫ জন পদোন্নতি পেয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- স্বাস্থ্য ক্যাডার সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।
- মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত এবং সমতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- স্বাস্থ্য সার্ভিসের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার স্বার্থে এতদসংক্রান্ত মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

পার-৪ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে পার-৪ অধিশাখা। এ অধিশাখায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, জেলা/সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০ শয্যা হাসপাতাল, ১০ শয্যা হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা, পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২০১৭-২০১৮ : অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক ১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত সৃজিত পদগুলো টেবিল আকারে দেখানো হলঃ

বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মোট ২৮টি জিওর মাধ্যমে	১ম শ্রেণি ক্যাডার	১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার	১ম শ্রেণি মেডি: ব্যতীত	১ম শ্রেণি নার্সিং	২য় শ্রেণি নার্সিং	২য় শ্রেণি নন-নার্সিং	৩য় শ্রেণি মেডি:	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	আউট সোর্সিং	মোট
	১৫৫৪	৬৭	৮৩	৪	৩৭১৬	২৬	১২৮	২৬২	১৭৯	৫৬৪	৬৫৮৩

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

দেশের মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও সংশ্লিষ্ট জনবলের অভাব এখনও রয়েছে। দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন শ্রেণির চিকিৎসকসহ অন্যান্য ক্যাডার বহির্ভূত জনবলের পদ সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে ।

মানব সম্পদ অধিশাখা

মানব সম্পদ অধিশাখা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীন একটি স্বতন্ত্র অধিশাখা, যার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য জনশক্তি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও এর উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ থেকে চতুর্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের (FPHP) অধীন বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মানসম্পন্ন, ব্যয়সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি পলিসি এনালাইসিস কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (HEU) শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তিতে উক্ত ইউনিটের কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও সম্প্রসারিত করে ১৯৯৯-২০০০ :অর্থ-বছরে মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে পলিসি এন্ড রিসার্চ ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP) এর আওতায় স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM) অপারেশনাল প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত করে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM) ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। ২০১৬-২০১৭ : অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামক দুটি ভাগে বিভক্ত করা হলে মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট-কে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মানব সম্পদ অধিশাখার (HR) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মানব সম্পদ অধিশাখা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে স্বাস্থ্য জনশক্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করে আসছে। মানব সম্পদ বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মকৌশলসমূহ প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হালনাগাদকরণের অংশ হিসাবে দলিল (Empirical evidence) তৈরি করছে। বর্তমানে এই অধিশাখা ২০১৭-২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন HPNSP'র অধীনে গৃহীত এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য :

(১) HPNSP-এর অন্তর্গত এইচআরডি অপারেশনাল প্ল্যানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

(২) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত ছুটি, লিয়েন, বহি:বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি, ০৩ (তিন) মাসের অধিক সময় বহি:বাংলাদেশ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ওএসডিকরণ এবং শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মানব সম্পদ-২ শাখা হতে মূলত চিকিৎসকদের ছুটি নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ক সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। মানব সম্পদ-২ শাখা হতে ছুটির আবেদন বিষয়ক যে সেবা প্রদান করা হয় তার আওতায় রয়েছে বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, শ্রান্তিবিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি (দেশের অভ্যন্তরে), বহি:বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ প্রায়শই আয়োজিত হয়। এতে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকগণ তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে যুগোপযোগী করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। চিকিৎসকদের প্রার্থীত ছুটি বিষয়ক সেবা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার জন্য এ শাখা হতে সরকারি চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদান করা হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের এইচআর-২ শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি	দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত ছুটি	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	লিয়েন মঞ্জুর	বিশ্বস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা হতে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) নিয়োগ	বহিঃবাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি
৬২৮২	১৪২	৫৬	৩২	৭	১২

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত এইচআর অধিশাখা কর্তৃক বাস্তবায়িত এইচআরডি এর উল্লেখযোগ্য কার্যাদি:

নং	বিবরণ	দিন	অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	ব্যাচ
স্থানীয় প্রশিক্ষণ:				
১.	iBas+ সফটওয়ারের মাধ্যমে বিভাজন	১ দিন	২৯ জন	১
২.	Training on Annual Performance Agreement System (Individual and Institutional)	১ দিন	২২ জন	১
৩.	Training on Annual Performance Agreement	১ দিন	১৯ জন	১
৪.	Human Resource Information System (HRIS)	৭ দিন	১৬৬ জন	৪
		মোট =	**২৩৬**	**৭**
স্থানীয় ওয়ার্কশপ:				
১.	Capacity development of individual and facilities/institutions for individual & institutional performance management	১ দিন	১৭৫ জন	৩
২.	Introduce and scaling up of performance management system with performance appraisal	১ দিন	১৭৭ জন	৩
৩.	Workshop on Address shortage and skill mix, including ratio imbalance task shifting addressing HWF Strategy	১ দিন	৭৫ জন	২
৪.	Operational Plan বাস্তবায়ন কমিটির সভা	১ দিন	৯ জন	১
	মোট =		**৪৩৬**	**৯**
MPH/ EMBA				
১.	Executive MPH/ EMBA কোর্স		১০ জন	
		মোট =	**১০ জন**	
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:				
১.	Training (Short) on Governance and Human Resource of Health	১০ দিন	১১ জন	১
	মোট =		**১১ জন**	**১**
	সর্বমোট		**৬৯৩ জন**	

বর্তমানে Wrold Health Organization (WHO) এবং Save the Children এর কারিগরি সহযোগীতায় Workload Indicator for Staffing Need (WISN) সংক্রান্ত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যা এ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে।

এছাড়া WHO এর কারিগরি সহযোগিতায় Health Labour Market Analysis in Bangladesh সংক্রান্ত আরো একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে যার মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য জনশক্তির ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং সরবরাহ নিরুপন করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- To support availability of a quality and responsive health workforce at all public and private sector health facilities to carry out the mission of the Ministry of Health & Family Welfare, Bangladesh;
- Ensure availability of competent and adequate number of workforces as per health systems need;
- Produce, develop and sustain quality health workforce at all levels by increasing production capacity, improving quality of education and training;
- Recruit, deploy and retain health workforce equitably by rationalizing the recruitment rules, job description and career planning;
- Promote and maintain high standards in health workforce performance through practicing performance management system and monitoring;
- Use Human Resource Information System (HRIS) to support decision making in improving health outcome;

শৃঙ্খলা অধিশাখা :

কর্মপরিধি :

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, নিমিউ, টেমো, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর-এ কর্মরত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত এবং ক্যাডার বহির্ভুত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম ;
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল সম্পর্কিত কার্যাবলী ;
- মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ কর্মকর্তাদের চাকুরী স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, সিলেকশনগ্রেড প্রদান এবং পেনশন মঞ্জুরীর নিমিত্ত শৃংখলামূলক মামলার ছাড়পত্র প্রদান ;
- বিবিধ তদন্ত অনুষ্ঠান ;

কর্ম প্রক্রিয়া :

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ একটি সময়বদ্ধ কার্যক্রম। বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা বা অধিশাখা হতে অভিযোগ পাওয়ার পর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী, তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, অভিযুক্ত কর্তৃক ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান, সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত গ্রহণ, সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর আদেশ জারীর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলার কাজ আপাততঃ শেষ হয়। পরবর্তীতে আপীল বা রিভিউ করা হলে বিধিমতে তা নিষ্পন্ন করা হয়।

যে সকল বিধি, অধ্যাদেশ ও আইনের আওতায় সরকারী কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ঃ

- সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯
- সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯
- সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কনসালটেশন) রেগুলেশনস্, ১৯৭৯
- গণকর্মচারী শৃংখলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০

- দ্য পাবলিক সার্ভেন্টস্ (ডিসমিসাল অন কনভিকশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫
- বি এস আর পার্ট-১ এর ৩৪ ও ৭৩ বিধি নোট-২
- সংবিধান এর ১৩৫ অনুচ্ছেদ

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
২২৩	১০	১৪	৪	২৮	১৯৫

শৃঙ্খলা অধিশাখার ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা :

- অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা;
- অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর হতে নতুন কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করা;
- অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরগুলোতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা টেলিফোনিক যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখা হতে প্রাপ্ত পত্রের আলোকে বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান;
- বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরী এবং দ্রুত বিভাগীয় মামলার ছাড়পত্র প্রদান;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের তথ্য দ্রুত প্রাপ্তি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা শেষে আদেশ ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ

৩.২ জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অন্যতম অনুবিভাগ জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। এ অনুবিভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য অধিশাখা, জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা ও জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা, বিশ্বস্বাস্থ্য অধিশাখা, বিশ্বস্বাস্থ্য-১ ও বিশ্বস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা রয়েছে।

কার্যপরিধি :

- সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ;
- সার্ক কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- বায়োসেফটি, বায়োডাইভারসিটি, বায়োটেকনোলোজি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্প (সমাপ্ত) এবং জাতীয় পুষ্টি সার্ভিসের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলি এবং বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয়-সাধন, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- ব্রেস্টফিডিং কর্মসূচি, ভিটামিন এ, আয়োডিন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ভেজালমুক্ত খাদ্য ইত্যাদিসহ Nutrition Fortification সংক্রান্ত নীতিমালা/আইন/বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- শিশু স্বাস্থ্য, ইমিউনাইজেশন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নোক্ত কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণঃ- ক) ইপিআই খ) ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস ও হেপাটাইটিস-বি গ) আইএমসিআই ঘ) বিসিসি ও আইইসি স্ট্র্যাটেজি ঙ) ইনজেকশন সেফটি চ) গ্যাভি এবং ছ) এআরআই
- মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ :

  ক) পরিবেশগত স্বাস্থ্য খ) ম্যালেরিয়া গ) এনথ্রাক্স ঘ) ডেঙ্গু ঙ) সার্স চ) তামাক নিয়ন্ত্রণ ছ) আর্সেনিক জ) টিবি ঝ) ফাইলেরিয়াসিস ঞ) কৃমি নিধন ট) অন্যান্য Emerging & Re-emerging Diseases এবং ঠ) ডায়রিয়ার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম;
- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন, এইচআইভি/এইডস, এসটিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ও কপিরাইট সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন সুপারিশ, প্রস্তাব ও প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বি-বার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং WHO এর অর্থায়নে পরিচালিত Survey সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;
- মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবের বিদেশে সভা-সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;

জনস্বাস্থ্য অধিশাখা :

জনস্বাস্থ্য অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। এ অধিশাখার অধীনে রয়েছে জনস্বাস্থ্য-১ ও জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা।

জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ❖ "সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৮" খসড়া আইনটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ভেটিং প্রদান করে এ বিভাগে প্রেরণ করেছে। খসড়াটি চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ "আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ আইন, ২০১৭" এর খসড়া সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে পুনরায় ভেটিংয়ের জন্য ১৭ মে ২০১৮ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❖ মাতৃদুগ্ধের বিকল্প শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাতৃদুগ্ধের বিকল্প শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০১৫ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
- ❖ দেশের ইবোলা ভাইরাস এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন :-
  - সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নেতৃত্বে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা;
  - কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ২০ বেডের একটি আলাদা ওয়ার্ড সংরক্ষণ করা;
  - আক্রান্ত দেশ হতে আগত যাত্রীদের বিমান-বন্দরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সিভিল অ্যাভিয়েশন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
  - বিমান-বন্দরে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protection Equipment) ও সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা এবং
  - সকল স্থল-বন্দর, সমুদ্র-বন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদাভাবে মেডিকেল টিম গঠন করা ইত্যাদি।
- ❖ দেশে মার্স ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে সতর্কতামূলক/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যেমন-মার্স-করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক তথ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা, এ সংক্রান্ত একটি লিফলেট তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য পরিচালক, আইইডিসিআরকে অনুরোধ করা, বিভিন্ন বন্দর দিয়ে উট প্রবেশ মুখেই পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা, সৌদি আরব থেকে প্রত্যাগত যাত্রীদের বিমানের মধ্যে মার্স-করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য তথ্য কার্ড বিলি করা ইত্যাদি।
- ❖ প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৮ সনেও দেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালনে সহায়ক হিসাবে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম অফিসের সাথে এ অধিশাখা কাজ করে।

জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

পুষ্টির ক্ষেত্রে :

- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ অনুমোদন;
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনাসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কার্যকর সংলাপ অব্যাহত;
- SAM ও CMAM গাইড-লাইন চূড়ান্ত অনুমোদন;
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা জাতীয় পর্যায়সহ ২৪টি জেলায় ডিসেমিনেশন;
- পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ৫টি ওয়ার্কিং লেভেল প্লাটফর্ম গঠন এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি সমন্বয় কমিটি গঠন;
- জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন;
- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ শক্তিশালী করার জন্য ধারনাপত্র অনুমোদন;

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে :

- জরায়ু মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল (২০১৭-২০২২) অনুমোদন;
- ম্যাটারনাল হেলথ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর Vol-1 ও Vol-2 অনুমোদন;
- প্রসবজনিত ফিস্টুলা সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র (২০১৭-২০২২) অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন;

- জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল (২০১৫-২০৩০)অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন;
- Vaccination Act হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান;

জীব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে :

- জীব প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৭) অনুমোদন
- জীব প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৭) বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ
- জীব প্রযুক্তি বিষয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষকদের ২টি কনসালটেটিভ কর্মশালা অনুষ্ঠান এবং চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে হ্যান্ডস-অন-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান;
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল বায়োটেকনোলজি স্থাপনে প্রক্রিয়া গ্রহণ;
- ৫টি মেডিকেল কলেজে জীব-প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতি বিতরণ;
- বিএসএমএমইউ'র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর যাতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা Centre for Medical Biotechnology-তে গবেষণা করতে পারে;

এসবিসিসি'র ক্ষেত্রে :

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধির নিমিত্ত Comprehensive SBCC Strategy 2016 - বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে SBCC কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটিসহ জেলা/উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন;

এনসিডি'র ক্ষেত্রে :

- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুখাতভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন (২০১৮-২০২৫);
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুখাতভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় সমন্বয় কমিটি (NMNCC) গঠন;
- পানিতে ডুবা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশলের খসড়া চূড়ান্তকরনের প্রক্রিয়া গ্রহণ;

বিশ্বস্বাস্থ্য- ১ শাখা :

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবের বিদেশে সভা-সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদান সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম এ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে এই অধিশাখা।

২০১৭-২০১৮ : অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

বিগত অর্থ-বছরে (জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮) বিশ্বস্বাস্থ্য-১ শাখা মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষা সফর ও বিভিন্ন সভায় যোগদানের নিমিত্ত সর্বমোট ৮২০ (আটশত বিশ)জন কর্মকর্তার অনুকূলে সরকারি আদেশ জারি করেছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। আগামীতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে;
- এইচপিএনএসপি'র আওতাধীন অপারেশনাল প্ল্যানসমূহে বিদেশ প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। উক্ত বিদেশ প্রশিক্ষণসমূহ যাতে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা যায় এবং প্রশিক্ষণের গুণগত মান সমুন্নত রাখা যায় এবং যথাযথ কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা যায় সে লক্ষ্যে প্রতি অর্থ-বছরে একটি বিদেশ প্রশিক্ষণ পঞ্জী বা ট্রেনিং ক্যালেন্ডার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে;
- সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে স্বাস্থ্য সেক্টরে একটি প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরি করা হবে;

বিশ্বস্বাস্থ্য- ২ শাখা :

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বিবার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কার্যক্রম সমন্বয়-সাধন এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। এছাড়া এ অধিশাখা থেকে সম্পাদিত নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে দেশে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার-সভা-কর্মশালা আয়োজন, দেশি ও বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ, Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) এবং Health Matrics Network (HMN) সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- গত ২১-২৬ মে ২০১৮ তারিখ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৭১তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি এর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের যাবতীয় কার্যক্রম এ শাখা হতে সম্পাদন করা হয়;

- WHO এর সাহায্যপুষ্ট Biennium Programme পরিচালনা করা হচ্ছে। এ Biennium Programme এর আওতায় ৪৫ টি স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ডাইরেক্টরদের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আছে। বাইনিয়্যাম প্রোগ্রামের অন্যতম কাজগুলো হলো- Continuum of Care Throughout the Life Course, Surveillance, Prevention and Control of Communicable Disease, Prevention and Control of Major Non Communicable Disease, Sustainable Development and Healthy Environment, Emergency Preparedness, Response and Recovery, Strengthened Health System Partnership for Health Development ;
- ০৭ ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখ **বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস** অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে ;
- ২৮ মে ২০১৮ তারিখ **নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস** যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে ;
- ৩১ মে ২০১৮ তারিখ **বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস** যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে ;
- বাংলাদেশে TB, AIDS & Malaria প্রতিরোধে গ্লোবাল ফান্ডের কার্যক্রমে সার্বিক সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে ;
- বিগত বছর বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলন SEARO সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন যথা :-
  - বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় (SEARO) বিভিন্ন অধিবেশন ;
  - বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কমিটির বিভিন্ন সভা এবং
  - SEARO স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের/ ভিআইপিদের বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় ;
- এ বছর GWCC (Government of Bangladesh and WHO Coordination Committee) – র তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয় (GWCC এর সভাপতি হলেন সচিব, স্বাপকম);
- গ্লোবাল ফান্ড হতে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ ছাড় করা হয় এবং এ বিষয়ে মনিটরিং করা হয়েছে ;
- WHO এর সহায়তায় ইমারজেন্সি হেলথ্ সিকিউরিটি প্ল্যান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা :

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়ন ও অনুদানে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য অধিকতর উপযোগী ও আধুনিক দ্বি-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Biennium Programme) ২০১৪-২০১৫ প্রণয়ন করা হবে;
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইনের অধীনে বিধি প্রণয়ন করা হবে ।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ

৩.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন-১, প্রকল্প বাস্তবায়ন-২, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট, অডিট অধিশাখা এবং বাজেট অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব।

কর্মপরিধি :

- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি ব্যবস্থাপনাসহ এই খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন খাতের অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরি এবং কর্মচারীদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলি;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব বরাদ্দ ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম; সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; ত্রিপক্ষীয় অডিট সাব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ ;
- প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-বিধান;
- MTBF (Mid Term Budgetary Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ছুটি ও প্রেষণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- আইডিএ ঋণ চুক্তির ভিত্তিতে বিশেষ হিসাব পরিচালনা এবং লাইন ডাইরেক্টরগণের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ হিসাব (CONTASA, DOSA, Forex Account etc.) হতে নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ন্যাস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, অর্থ সমন্বয় এবং হিসাব সামঞ্জস্যকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বৈদেশিক সাহায্যের স্থানীয় খরচের অর্থ আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ সংস্থার নিকট হতে পুনর্ভরণের কার্যাবলি এবং পুনর্ভরণ দাবি ও প্রাপ্তির কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থ ব্যয়ের পরবর্তী পুনর্ভরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার নিরীক্ষা দল/প্রতিনিধির নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন এবং সাহায্য প্রাপ্তির সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প/উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ অডিট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক অডিট সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্বব্যাংক চিহ্নিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম এবং ঋণ চুক্তির অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন খাতের অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;

বাস্তবায়ন অধিশাখা :

বাস্তবায়ন অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন যুগ্মসচিব। তাঁর অধীনে রয়েছে বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা ও বাস্তবায়ন-২ শাখা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন -১ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা থেকে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর,পদসংরক্ষণ এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা হতে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা হতে ০৮টি অপারেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট অপারেশনাল প্ল্যানের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল	১৬৫৩০.০০	৭২.৮৫% ৭৫.৮১%
২	এইচআইএস এন্ড ই-হেল্‌থ	৮২৫০.০০	৯৯.৫৮% ৯৯.৫৮%
৩	মেটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলসেন্ট হেলথ	৭০২৮৬.০০	৯৩.৬৪% ৯৭.২৬%
৪	ন্যাশনাল আইকেয়ার	১৪০০.০০	৯৩.৫৭% ৯৩.৫৭%
৫	প্ল্যানিং মনিটরিং এন্ড রিচার্স	১৯৩০.০০	৬২.৪১% ৬৯.৬৫%
৬	অলটারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার	৫০০২.০০	৯৭.৮৯% ৯৭.৮৯%
৭	প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট-হেলথ সার্ভিসেস	১৭১৫৭.০০	৯০.৬৯% ৯১.৩৬%
৮	ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস	১২০০০.০০	৮৩.৫৫% ৮৩.৯৯%

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম :

২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা হতে ০৯টি বিনিয়োগ ও ০১টি টিএ প্রকল্পের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট অপারেশনাল প্ল্যানের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প	২৮.০০	৬৬.১৪% ৯৪.৯৭%
২	৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ (১ম পর্যায়ে ১৫০ শয্যায়)	১০১.০০	৬৮.২৭% ৯৭.৬৭%

৩	স্টাবলিস্টমেন্ট অব শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ	২৫০০.০০	২১.১৩% ৪২.২৫%
৪	Safe Mother promotion : Operation Reasearch on Safe Motherhood and New born Survival	৮৫০.০০	৬৪.৭১% ৯৫.৬৫%
৫	জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জামালপুর নার্সিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প, জামালপুর	৫৫০০.০০	৬৭.৫৪% ৯৯.০৬%
৬	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, পটুয়াখালী।	১০০০০.০০	৬৩.৯৮% ৯৩.৪৯%
৭	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড **হাসপাতাল স্থাপন, ঢাকা**	১২৯৩০.০০	৭৭.৫৩% ৭৭.৫৩%
৮	"স্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেন্স সেন্টার (২য় সংশোধিত)"শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	৫৪৩৭.০০	২৭.৪৮% ৩০.৯০%
৯	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সাতক্ষীরা	৭৫০০.০০	৮৮.০৮% ৮৮.০৮%
১০	এক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা	৭০০.০০	৭৪.৭৪% ৯৯.৭৯%

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রম :

প্রবা-১ অধিশাখা হতে সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে "নরসিংদী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ১৮ জন ১ম ও ২য় শ্রেণির (নন-ক্যাডার) এর পদ নিয়মিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং "ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ইউনিট স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচির" রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১ম শ্রেণির ০৭ (সাত) জন কর্মকর্তার চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন;

প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

- HPNSP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা;
- সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ীকরণের কাজসমূহ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন -২ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা থেকে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা হতে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরুপঃ

২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

২০১৭-১৮ :অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা হতে ১১টি অপারেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট অপারেশনাল প্ল্যানের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে

নং		এডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার (লক্ষ টাকায়)
১.	Physical Facilities Development (PFD)	১৩৫৯৬৫.০০	১৩৪৮৫৬.০৬ ৯৯.১৮%
২.	Health Economics and Financing (HEF)	১৩২১.০০	৫৯৭.২৫ ৫৮.৫৮%
৩.	Improved Financial Management (IMF)	৩০০.০০	১৯২.৩১ ৮২.৭১%
৪.	Human Resource Development (HRD)	৪৫০.০০	১৫৯.১২ ৩৫.৩৬%
৫.	Sector-wide Program Management and Monitoring (SWPMM)	৪৪০.০০	৩৩০.৬১ ৭৫.১৪%
৬.	Strengthening of Drug Administration and Management (SDM)	৫২৭.০০	৪৭৫.০১ ৯০.১৩%
৭.	Community Based Health Care (CBHC)	৭৬৮৭১.০০	৭৩৭৯২.০০ ৯৫.৯৯%
৮.	Lifestyle, Health Education and Promotion (LHEP)	৩০০০.০০	২৮১৫.৮৫ ৯৩.৮৬%
৯.	Tuberculosis-Leprosy and AIDS STD Programme (TB-L & ASP)	২১৪৯০.০০	১৪৮৪৬.০০ ৮৯.৯৫%
১০.	হসপিটাল সার্ভিভেস ম্যানেজমেন্ট	৯১৩০০.০০	৮৭৩৩২.৮৫ ৯৬.৩১%
১১.	কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)	১৯৯২১.০০	২১২১৩.৯৩ ৯৩.৭০%

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম :

২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা হতে ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থছাড়, পদসংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	**প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট** অপারেশনাল প্ল্যানের **নাম**	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১.	এক্সপানশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন শীর্ষক প্রকল্প (জেডিসিএফ)	২০০.০০	
২.	গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড এর তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	২৮৫৬৯.০০	২৫৩৮১.০০ ৮৮.৮৪%
৩.	শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন গোপালগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্প	৬১৮৫.০০	৫৮৪১.১৫ ৯৮.৩৬%
৪.	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	১৮০০.০০	১৮০০.০০ ১০০%
৫.	স্টাবলিশমেন্ট অফ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, কিশোরগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্প	৯০০০.০০	৭৫৫৮.৩৮ ৮৩.৯৮%
৬.	স্টাবলিশম্যান্ট অব ট্রমা সেন্টার এট গোপালগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্প	৪৪৫.০০	৩৬৬.৬৭ ৮২.৬২%
৭.	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প	১৪৫৭২.০০	১৩৭৪৫.৮১ ৯৫.৩০%
৮.	স্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডভান্সড	৫৬০৬.০০	২৬৩৮.০৪

	প্রাকটিস নার্সেস ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প		৮২.০৯%
৯.	শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৩৪৯৬৫.০০	৩৪৩১৫.৫২ ৯৮.১৪%
১০.	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, টাঙ্গাইল	১৯৯১৪.০০	১৪০২২.০৯ ৭০.৪১%
১১.	"শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন" (কম্পোনেন্ট ২: দেশের ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ) শীর্ষক প্রকল্প	৬০০.০০ (জিওবি-৪০)	১৮.৫১ ৬১.৭০%
১২.	কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প	১৮১০৪.০০	১৭৪০৯.৪২ ৯৬.২১%
১৩.	শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ স্থাপন	১৮৯৫৮.০০	১২৩৩৯.০৩ ৬৫.০৯%
১৪.	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, কুষ্টিয়া		প্রকল্পের আরডিপি প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন (বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৭)
১৫.	Establishment of Nursing Institute at Pabna শীর্ষক প্রকল্প		প্রকল্পের আরডিপি প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন (বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৭)
১৬.	Establishment of Universal Nursing Institute" শীর্ষক প্রকল্প		২০১৭-১৮ এডিপি বরাদ্দ পাওয়া গেছে; কার্যক্রম শুরু হয়নি।

চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প ও অপারেশনাল প্ল্যান সমূহের পদসংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

- ইমপ্রুভড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানের ১৫টি পদ সংরক্ষণ।
- হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, (এইচআরএম) অপারেশনাল প্ল্যানের ১২টি পদ সংরক্ষণ।
- হেলথ ইকনোমিক্স এন্ড ফাইনান্সিং অপারেশনাল প্ল্যানের ১২টি পদ সংরক্ষণ।

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সম্পাদিত কার্যক্রম :

প্রবা-২ অধিশাখা হতে সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরি নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিগত অর্থ-বছরগুলিতে ৭টি প্রকল্পের পদ অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে "মাগুরা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ০৬ জন ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার (নন-ক্যাডার) এর পদ নিয়মিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;

প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিশাখার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

- HPNSP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা;
- সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ীকরণের কাজসমূহ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য প্রজেক্ট ফাইন্যান্স সেল (পিএফসি) সৃষ্টি করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একই ধারাবাহিকতায় প্রজেক্ট ফাইনান্স সেলকে ম্যানেজমেন্ট একাউন্টিং ইউনিট (এমএইউ) এ রূপান্তরিত করা হয়। পরবর্তীতে এমএইউকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট (এফএমএইউ) হিসাবে সৃজন করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে HPNSP কর্মসূচিভুক্ত জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত "Improved Financial Management (IFM)" অপারেশনাল প্ল্যান হতে উন্নয়ন খাতে প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ তহবিল ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্যসম্পাদন ও সমন্বয় এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা অধিদপ্তরের আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকারি ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত কমকর্তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ভিশন ও মিশন :

- ভিশন: স্বাস্থ্য সেক্টরে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- মিশন: স্বাস্থ্য সেক্টরে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সাংগঠনিক কাঠামো:

ক্রমিক নং	পদনাম	পদসংখ্যা
১.	পরিচালক	০১
২.	উপ-পরিচালক	০২
৩.	সহকারী পরিচালক	০৩
৪.	অডিট সুপার	০৪
৫.	অডিটর	০৮
৬.	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১
৭.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৪
৮.	অফিস সহায়ক	০৬
	মোট	**২৯**

বিদ্যমান জনবল:

মন্ত্রণালয়	বিভাগ/অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	শূন্য পদ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ক) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট(এফএমএইউ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৯	১৩	১৬

নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

- ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অপারেশন প্ল্যানের আওতায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ৩টি ক্যাটাগরির ৭ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (আইএফএম) এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

- উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত ঋণ চুক্তিসমুহের বিপরীতে প্রতিশ্রুত অর্থ যথাসময়ে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে আহরণের কার্যাদি সম্পাদন যেমন: Withdrawan application দাখিল, অর্থ উত্তোলন ও বিশেষ হিসাবে জমাকরণ ইত্যাদি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়করণ;

- বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদির বিশ্লেষণ এবং প্রযোজ্য প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন কর্মসূচিসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যোগাযোগ সমন্বয় এবং কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতাকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক বিধিবিধান সম্পর্কে স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ হিসাব হতে প্রদানকৃত অর্থের খরচের বিবরণী/IUFRs সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি/ অফিস কর্তৃপক্ষের নিকট হতে যথাসময়ে সংগ্রহপূর্বক দ্রুত অগ্রিম সমন্বয় ও সার্বিকভাবে হিসাবের সঙ্গতি সাধন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন এবং পূনর্ভরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ (SWAp) এর আওতায় বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ/ রিভিউ টিম ও চাহিদা অনুযায়ী হিসাবের সার্বিক তথ্যাদি নিরূপন ও বিশ্লেষণ;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং মিশন চলাকালীন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাদল কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অফিসের বিভিন্ন অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠা সংস্থার সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি এবং এ বিষয়ে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত, আদেশ ও নির্দেশনা প্রদান ও বাস্তবায়ন।

২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৭- ২০১৮ অর্থ-বছরে প্রাপ্ত উন্নয়ন খাতের ১৬২ টি এবং রাজস্ব খাতের ১৩০টি সর্বমোট ২৯২টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের ১৪২টি এবং ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে অডিট আপত্তি প্রাপ্তি ৪০৯টি সর্বমোট ৫৫১টি। সে হিসাবে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার ৫৩% ।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
৩০০.০০	২৩২.৫০	১৯২.৩২	৬৪.১১	৮২.৭২

প্রশিক্ষণ :

২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকারি ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত ২০০ জনবলের প্রশিক্ষণ লক্ষমাত্রা ছিল। যার মধ্যে ১০৩ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ ৭২% অর্জন হয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য লক্ষমাত্রা ছিল ৪ জনবল। যার মধ্যে ৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০০% অর্জন হয়েছে।

গাড়ী ক্রয় :

অডিট অধিদপ্তরসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় এবং আর্থিক সুশাসন উন্নতকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য ২০১৭-১৮ : অর্থ-বছরে একটি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্পের তালিকা : ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (আইএফএম) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

আগামী দিনের পরিকল্পনা :

- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট পুনর্গঠনের পর সৃষ্টপদ ও শূন্যপদে জনবল নিয়োগ করা হবে;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী আর্থিক সুশাসন অধিকতর উন্নয়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) তৈরি করা হবে;

- সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা অধিদপ্তর/পরিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রমে সমন্বয় জোরদার এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা আপত্তি হ্রাসের উদ্দেশ্যে কোর অডিট টিম কর্তৃক প্রতিকারমূলক নিরীক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- Health Sector Support Project (HSSP) ঋণ চুক্তি নং- আইডিএ ৬১২৭ বিডি'র Schedule 2, Section III B1(b) অনুসারে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে Disbursement Link Results (DLRS) ২.১, ৫.১ এবং ১৫.১ অর্জিত হওয়ায় XDR ২৪,৬২৯,৭৭৫.০০ (এক্সডিআর চব্বিশ মিলিয়ন ছয়শত ঊনত্রিশ হাজার সাতশত পচাঁত্তর) এবং DLRS ৩.১, ৯.১, ১১.১, ১২.১, ১২.২, ১৩.১ এবং ১৪.১ অর্জিত হওয়ায় XDR ২০,৬০০,২৬৫.০০ (এক্সডিআর বিশ মিলিয়ন ছয়শত হাজার দুইশত পয়ষট্টি) সর্বমোট XDR ৪৫,২৩০,০৪০.০০ (এক্সডিআর পয়ঁতাল্লিশ মিলিয়ন দুইশত ত্রিশ হাজার চল্লিশ) বিশ্বব্যাংকের নিকট হতে পুনর্ভরণ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

- JICA এর সাথে সম্পাদিত, Neonatal and Child Health Improvement Project (Phase-1), HPNSDP, Loan Agreement No. BD P68 এর আওতায় JPY ৫,০৪০.০০ (পাঁচ হাজার চল্লিশ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন) এবং Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) and Health Sector Improvement Project, Loan Agreement No. BD P83 এর আওতায় JPY ২,৭৩৪.৪৭ (দুই হাজার সাতশত চৌত্রিশ পয়েন্ট ৪৭ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন) সর্বমোট JPY ৭,৭৭৪.৪৭ (সাত হাজার সাতশত চুয়াত্তর পয়েন্ট ৪৭ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন) JICA এর নিকট হতে পুনর্ভরণ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন ও আইন অনুবিভাগ

৩.৪ ঔষধ প্রশাসন ও আইন অনুবিভাগ :

এ অনুবিভাগটি ঔষধ প্রশাসন-১, ২, নীতি শাখা ও আইন অধিশাখার (শাখা-১ ও ২) সমন্বয়ে গঠিত। একজন অতিরিক্ত সচিব এ অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন।

ঔষধ প্রশাসন ও আইন অনুবিভাগের কার্যাবলি :

- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- মেডিকেল যন্ত্রপাতি রেজিস্ট্রেশন গাইডলাইন বাংলাদেশ-২০১৫;
- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালনা সহ প্রশাসনিক কার্যাবলি;
- শাখা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বিভাগ/ অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম / জারীকৃত নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম / জারীকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট (উভয় বিভাগ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসহ সকল সকল আদালতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পক্ষে বিপক্ষে দায়েরকৃত সর্বপ্রকার মামলায় এ বিভাগের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন অধিশাখা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে;
- আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য ঔষধের তালিকা প্রণয়ন, মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণসহ এতদসম্পর্কিত যাবতীয় ও কার্যাবলি;
- ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিও সহ ঔষধ সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলি;

ঔষধ প্রশাসন ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ০৫ (পাঁচ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্চতর পদে পদোন্নতি/চাকুরি স্থায়ী/ছুটি/পেনশন প্রদান করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভুটানে প্রায় ২০ কোটি টাকার ঔষধ অনুদান হিসেবে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- পূর্বতন ঔষধ আইন, ১৯৪০ ও ড্রাগ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে "ঔষধ আইন, ২০১৮" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ইপিআই কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মেডিকেল ডিভাইস ক্রয়ের নিমিত্ত JMI এর AD সিরিঞ্জ ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- ভারত ও আফগানিস্তানের সাথে MOU চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে মাতৃমৃত্যু হার কমানোর লক্ষ্যে SMC এর মাধ্যমে মায়েদের জন্য প্রয়োজনীয় (০৭টি) ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।
- সৌদি আরব, ইরান, ইরাক ও শ্রীলংকায় নতুন ঔষধ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বায়োসিমিলার গাইডলাইন ও মেডিকেল ডিভাইস গাইডলাইন প্রণয়নের ফলে WHO স্পেসিফিকেশন প্রাপ্তি সহ বিদেশে ঔষধ রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
- ঔষধ প্রশাসন সংক্রান্ত সকল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- ঔষধ সংক্রান্ত দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মেলা/সভা/সেমিনার করার জন্য উদ্যোক্তাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে WHO স্পেসিফিকেশন প্রাপ্তিসহ বিদেশে ঔষধ রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ।
- বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- মানব দেহে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এর ভয়াবহতা প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- রোহিংগাদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়া এবং রেডক্রিসেন্ট কর্তৃক অনুদান প্রদত্ত ঔষধ রোহিংগাদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ।
- রেজিস্ট্রেশনবিহীন কোন মেডিকেল ডিভাইস বা ঔষধ দেশে আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠনে অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- যুব সমাজকে মাদকের হাত থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সিলডেনাফিল সাইট্রেট জাতীয় ঔষধ উৎপাদন, বাজারজাত ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আইন ও নীতি অধিশাখার কার্যাবলি :

সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগ, প্রশাসনিক ও আপীলেট ট্রাইব্যুনাল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সম্পর্কিত সকল মামলা সংক্রান্ত বিষয় আইন অধিশাখা সম্পাদন করে। সরকারের পক্ষে মামলা/আপিল দায়ের এবং মামলার জবাব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং শাখা থেকে জবাব সংগ্রহ করে আদালতে উপস্থাপনার নিমিত্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক সকল আইনি প্রক্রিয়া নিস্পন্ন করে থাকে এই অধিশাখা।

আইন অধিশাখার ২০১৭-২০১৮ :অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৭-৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
	রিট - ৭৫(পঁচাত্তর)টি		(রিট, এটি,এ.এটি, দেওয়ানী প্রভৃতি) ৯৫(পঁচানব্বই)টি	০৩(তিন)টি

আইন অধিশাখার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- বিভিন্ন আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলাসমূহের বিধি মোতাবেক জরুরীভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- আইন সেল গঠনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে মামলাসমূহ নিস্পন্ন করা হবে;
- অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগপূর্বক মামলাসমূহের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহপূর্বক সকল মামলাসমূহের ডাটাবেজ তৈরি করা হবে;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে মামলাসমূহের তথ্যাবলি সংরক্ষণ করা হবে;

বাজেট অনুবিভাগ

৩.৫ বাজেট অনুবিভাগ :

এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। বাজেট অধিশাখা ১, ২, ৩ নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত।

কর্মপরিধি :

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর এমবিএফ বা বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) এর সকল সভার ইনপুট ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থার বাজেট ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত
  প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে সভা আহবান;
- মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অংশ প্রস্তুতকরণ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্যউপাত্ত প্রস্তুতকরণ;
- বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং কর ব্যতীত রাজস্ব প্রাপ্তির আইটেমসমূহের বিদ্যমান রেইট সংক্রান্ত তথ্য অবহিতকরণ;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ভারী যন্ত্রপাতি ও এমএসআর ক্রয়/সংগ্রহের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পেনশন/ আনুতোষিকের আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের গৃহনির্মাণ, গৃহ মেরামত, মটরসাইকেল, মটরগাড়ী ও কম্পিউটার ক্রয়ের ঋণ মঞ্জুরী এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জিপিএফ এর অগ্রিম উত্তোলন ও মৃত কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ভ্রমণ/চিকিৎসাজনিত অর্থ ছাড়করণের কার্যক্রম সম্পাদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা(ডিডিও) নিয়োগ;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ, পুনঃউপযোজন এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অর্থ ছাড়করণ;
- মেয়াদ উত্তীর্ণ চেকের পরিবর্তে নতুন চেক ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিয়মিত আর্থিক অনুদান বরাদ্দের কার্যক্রম;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত খরচের ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ;

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

- ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ৯,১২৬.০০ কোটি টাকা সচিবালয়সহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্নাতকোত্তর ও বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের মাধ্যমে বাজেট প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে;
- ০১-০৭-২০১৭ তারিখ হতে ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৫২৪টি পেনশন নিবন্ধন করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- (২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ১৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গৃহনির্মাণ ও মেরামত বাবদ ৩.০০ কোটি টাকা, ২৪ জনকে কম্পিউটার ঋণ বাবদ ৪০,০০ লক্ষ টাকা এবং ১৩৬ জনকে মটরগাড়ী ঋণ বাবদ ১.৮০ কোটি টাকা অগ্রিম ঋণ প্রদান করা হয়েছে;

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- অর্থবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক ব্যয়সীমার আলোকে যুক্তিসংগতভাবে বাজেট প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ।

হাসপাতাল অনুবিভাগ

৩.৬ হাসপাতাল অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের হাসপাতাল অণুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে সরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা-১, সরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা-২, বেসরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা, বেসরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা ও মনিটরিং সেল অধিশাখা রয়েছে।

কর্মপরিধি :

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- হাসপাতাল সেবার মানোন্নয়নে আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি, আইন, বিধি প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- দুর্যোগকালীন, দুর্যোগ পরবর্তি ও আপদকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম তদারকি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- হাসপাতাল বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি, Public Private Partnership (PPP) ও স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন, কার্যক্রম মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্বশাসিত/দেশি এবং বিদেশি যৌথ উদ্যোগে (বিদেশি বিনিয়োগে) নির্মিত ও পরিচালিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশি চিকিৎসকদের বাংলাদেশে আগমন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনোস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাদকাসক্তি নিরাময় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেডিকেল বোর্ড ও পোস্ট মর্টেম বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হজ্জ ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্ব ইজতেমাসহ বিভিন্ন সমাবেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
- স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বৈদেশিক ও সরকারি নিয়মিত এবং এককালীন অনুদান মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা নিরূপণ, সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতরণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে নীতি নির্ধারণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- জেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দাতা সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়সাধন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচির আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
- প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনুরূপ কোন জনগোষ্ঠির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা বাস্তবায়ন;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ সকল কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে সম্পন্নের বিষয়ে তদারকি ও সমন্বয়;

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগোত্তর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল-১ অধিশাখা হতে ঔষধ সামগ্রী ও মেডিকেল টিম প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে ভবন ধ্বসসহ, ডায়রিয়া, ডেংগু, এজমাসহ অন্যান্য বিষয়ে জনগণকে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শনসহ আকস্মিক পরিদর্শন এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় । এছাড়া এই অধিশাখায় বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

❖ **আইন/নীতিমালা/বিধিমালা সংক্রান্ত :**

- "মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮" ও এতদসংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন : মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক গত ০৯-০১-২০১৮ তারিখের অধিবেশনে ''মানবদেহে অঙ্গ প্রতঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) বিল, ২০১৮ পাশ করা হয়েছে। উক্ত আইন সংশ্লিষ্ট বিধিমালার উপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করা হয়েছে।
- 'The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)' রহিতক্রমে মানসিক স্বাস্থ্য আইন প্রণয়ন: ''The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)' রহিতক্রমে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮' গত ৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করে ।
- ''দি মেডিকেল প্রাকটিস এন্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস এন্ড ল্যাবরেটরীজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ বাতিল করে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন, ২০০৪ প্রণয়ন: The Medical Practice Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 (১৯৮৪ সালের সংশোধিত) রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় একটি হালনাগাদ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন' এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

❖ **রাজস্ব খাতে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি :**

- ১০টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করে রাজস্ব খাতে সেবা চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি হাসপাতালকে ১৫০ শয্যা হতে ২০০ শয্যায় উন্নীত করে রাজস্ব খাতে সেবা চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৩৫০ শয্যাবিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০০ শয্যা হতে ৪৫০ শয্যায় উন্নীত করে রাজস্ব খাতে সেবা চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় নাক, কান, গলা ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ২০ শয্যা হতে ১২০ শয্যায় উন্নীত করে রাজস্ব খাতে সেবা চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

❖ **অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ:** রাজস্ব খাতের অর্থ দ্বারা সংগৃহীত ৯৮টি অ্যাম্বুলেন্স দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে।

❖ **মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও মেরামত:** ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত ২৬০ কোটি টাকা দ্বারা মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে সিএমএসডির অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে মেডিকেল যন্ত্রপতি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ খাতে ৩০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

❖ **এমএসআর সামগ্রী সংগ্রহের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান:** দেশের সরকারি হাসপাতালসমূহে ঔষধ ও অন্যান্য এমএসআর সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাসপাতালের বেড অকুপেন্সীর ভিত্তিতে সর্বমোট ২২২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

- মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ, পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- ভবিষ্যতে ব্যয় মঞ্জুরিসহ অন্যান্য সরকারি আদেশ অনলাইনে প্রদান করা হবে।
- দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তি জরুরি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও মেডিকেল টিম প্রেরণ অব্যাহত রাখা হবে।

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ :

হাসপাতাল-২ শাখা থেকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া হাসপাতালের স্বায়ত্বশাসন, হাপাতালের অন্ত:বিভাগ, বহির্বিভাগ চালুর অনুমতিদান, ইউজার ফি নির্ধারণ, এমএসআর ক্রয় সংক্রান্ত বাজেট বিভাজনসহ বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও মনিটরিং এবং হাসপাতাল উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধী, প্রবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক এবং অনরুপ জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অধিশাখার কার্যক্রমভুক্ত বিষয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে হাসপাতাল-২ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

আইন, বিধি ও নীতি সম্পর্কিত কার্যাবলির অগ্রগতি :

ক্রঃনং	বিষয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	"সড়ক দূর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা, ২০১৮"	মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক মহাসড়ক নির্মানে কারিগরি ত্রুটি, যানবাহন চলাচলে অনিয়ম, চালকের অদক্ষতা, সড়ক মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত হাটবাজার ও স্থাপনা, অবৈধ ও অযান্ত্রিক যানবাহনের উপস্থিতি, জনসচেতনতার অভাব ও সড়ক-মহাসড়কে চলাচল উপযোগী নিরাপদ যানবাহনের অভাবে নাগরিকগণ প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। এ সকল দুর্ঘটনা আহত ব্যক্তি যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, বিকলাঙ্গ বা পঙ্গুত্ব বরণ করেন এমনকি তাদের মৃত্যুর আশংকাও থাকে। এ প্রেক্ষিতে "জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা, ২০১৮" সংশোধন করা হয়েছে।
২	হজযাত্রী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন	হজ ইসলামের অন্যতম মূল স্তম্ভ। প্রতিবছর অসংখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমণ করেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'হজ ও ওমরা নীতি' অনুযায়ী হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের দায়িত্ব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। হজযাত্রীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা দল গঠন ও সুষ্ঠু চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হজযাত্রী স্বাস্থ্য সেবা নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
৩	বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল, ঢাকার নাম পরিবর্তন করা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (MOU) এর ১.০ শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল, ঢাকার নাম পরিবর্তন করে "রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল ঢাকা" নামকরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত ও জারি করা হবে।

বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ ও ২ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা- ১ ও ২ অধিশাখার সম্পাদিত কার্যাবলি :

- দেশের বিভিন্ন বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এন.জি.ও)-দের মধ্যে স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭৭৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৫,০২,৫০,০০০/-(পাঁচ কোটি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- ৩৯টি স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অনুদান হিসেবে ১৬৬,৪০,০০,০০০/- (একশত ছেষট্টি কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- ঢাকা শিশু হাসপাতাল আইনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন অনুবিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস টিকে 'গ' শ্রেণি হতে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীতকরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইন-২০১৮ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অনুবিভাগ

৩.৭ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগ থেকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়। এ অনুবিভাগ নার্সিং সেবা-১, নার্সিং সেবা-২ অধিশাখা নিয়ে গঠিত। এ অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব।

কর্মপরিধি :

- নার্সিং সার্ভিসের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রেষণ, বদলিসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- নিয়োগ বিধিমালাসহ নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন আইন/বিধি প্রণয়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, পর্যালোচনা, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং/মিডওয়াইফারি কর্মকর্তাদের বিপিএসসির সুপারিশের আলোকে নব-নিয়োগ/পদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির পদে নিয়োগ/পদায়ন/বদলি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহে অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক নিয়োগ/পদায়ন/বদলি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং সেবার মানোন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণসহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের সাথে সমন্বয়সাধন;
- দেশে/বিদেশে শিক্ষাসফর, সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি/নার্সিং কর্মকর্তা প্রেরণ বিষয়ক কার্যক্রম;
- হজ্জ প্রশাসনিক টিমে নার্সদের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং প্রেরণ;
- নার্সিং কলেজের পদ সৃজন, পদ পূরণ, সংরক্ষণ ও স্থানান্তর বিষয়ক সাংগঠনিক কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (Development Partner) এর সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- নার্সিং সার্ভিসের সকল ধরনের প্রশ্নের জবাব ও তথ্যাদি জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে প্রেরণ;
- নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউটের নার্সিং কোর্সসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রম;
- শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

নার্সিং সেবা-১ ও নার্সিং সেবা-২ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- দেশের ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ১৩১২টি ইউনিয়ন সাব সেন্টারের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছর থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছর পর্যন্ত সৃজনযোগ্য ২,৯৯৬টি মিডওয়াইফ পদের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য ৬০০টি মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজিত পদের বিপরীতে ৫৯৩ জন মিডওয়াইফ পদায়ন করা হয়েছে;
- দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শুন্য এবং নবসৃজনকৃত পদের মধ্যে ৫১২৮টি সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে নিয়োগের সুপারিশের জন্য চাহিদাসহ প্রস্তাব বিপিএসসি'তে প্রেরণ করা হয়েছে (নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান)।
- নার্সিং সার্ভিসের কর্মকর্তাদের নিজ বেতনে (ভারপ্রাপ্ত) পদোন্নতি, প্রেষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নার্সিং কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণির পদে পদোন্নতির জন্য জেষ্ঠ্যতা তালিকার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/নার্সিং কর্মকর্তাদের প্রেরণ করা হচ্ছে;
- নার্সিং সার্ভিসের সকল ধরণের প্রশ্নের জবাব ও তথ্যাদি জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে প্রেরণ করা হচ্ছে;

উন্নয়ন অনুবিভাগ

৩.৮ উন্নয়ন অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে রয়েছে ০২ টি অধিশাখা এবং ০৫ টি শাখা। এ অনুবিভাগের ০২টি অধিশাখা যথাক্রমে- ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা এবং উন্নয়ন অধিশাখা; ০৫টি শাখা যথাক্রমে নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রয় ও সংগ্রহ-১ ও ২ এবং সিবিএমই শাখা রয়েছে।

উন্নয়ন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- জাতীয় সংসদে নির্মাণ ও সংগ্রহ সংক্রান্ত উত্থাপিত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
- **PPA-2006** ও **PPR-2008** এর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের উন্নয়ন খাতের সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- **PPA-2006** ও **PPR-2008** এর আওতায় বিভিন্ন দরপত্র মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন, গঠিত কমিটিসমূহের সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক/আর্থিক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ;
- স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য স্থাপনার সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক/প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পরামর্শক নিয়োগ এবং পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত বিষয় প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদন;
- সারাদেশে স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ;
- **Capacity Building Monitoring and Evaluation** সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;
- **PLMC** - এর কার্যক্রম সম্পাদনে দেশি ও বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ ও তাদের কার্যক্রম সমন্বয়;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তদারকি ও সমন্বয়।

উন্নয়ন অধিশাখা :

উন্নয়ন অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব। এ অধিশাখা নির্মাণ শাখা ও মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ শাখা নিয়ে গঠিত।

নির্মাণ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সম্পাদিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলি :

- Conversion of BSMMU in to Center of Excellence (2nd Phase) (January'10-December'16);
- Establishment of Faridpur Medical College and Hospital (January'13- december'18);
- Establishment of Shaheed Sayed Nazrul Islam Medical College and Hospital, Kishorganj (July'12-Dec'17);
- Establishment of National centre for cervical & breast cancer screening & training at BSMMU;
- Establishment of Institute for Paediatric Neuro disorder & autism in BSMMU;
- Upgradation of District Hospital from 50/100/200 bed to 250 bed:
    - Sunamgonj (50 to 250), Hobigonj (100 to 250), Munshigonj (50 to 250), Magura (100 to 250);
- Vertical Extension of 4th and 5th floor of Center For Medical Education Building at Mohakhali and renovation of CME existing building (Ground, 1st & 2nd floor) including main road and main gate;

- Construction of Male and Female student hostel at Nine Medical Colleges;
- শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, গোপালগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্পের একাডেমিক ভবন, হোস্টেল ভবন (মহিলা, পুরুষ), সিঙ্গেল ডক্টরস্ একোমোডেশন ভবন (মহিলা ও পুরুষ), স্টাফ নার্সেস ডরমিটরি ভবন, জরুরি স্টাফ ডরমিটরি, ইন্টার্নি ডক্টরস্ ডরমিটরি (মহিলা ও পুরুষ) ভবন, আবাসিক ভবন (পরিচালক, উপপরিচালক, চিফ মেট্রন, শিক্ষক), আবাসিক ভবন (অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক) নির্মাণ;
- সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ কাজের (৩টি প্যাকেজ) কোয়ার্টার-৬টি, একাডেমিক ভবন, হোস্টেল ভবন নির্মাণ;
- স্বাস্থ্য ভবন, মহাখালী, ঢাকা (২য় পর্যায়) নির্মাণ;
- ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ;
- ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ;
- ৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণ;
- ৪টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ;
- ২টি ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ;
- ৪টি জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ;
- ২টি নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ;
- ২টি মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাট্স) নির্মাণ;
- ১১টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ;
- ১৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নীতকরণ ও নবরূপায়ন;
- ১০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ;
- ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (পঃ পঃ) অফিস স্টোর বর্ধিতকরণ;
- ৯৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার এবং ৯৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ;

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা :

- ❖ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অধ্যায়ে দেখুন (পৃষ্ঠা নং---)
- ❖ গণপূর্ত অধিদপ্তর অধ্যায়ে দেখুন (পৃষ্ঠা নং----)

চলমান প্রকল্পের তালিকা :

- ❖ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অধ্যায়ে দেখুন (পৃষ্ঠা নং---)
- ❖ গণপূর্ত অধিদপ্তর অধ্যায়ে দেখুন (পৃষ্ঠা নং---)

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার তথা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে স্বাস্থ্য খাতে গত ৯ বছরে প্রভূত উন্নয়নসাধন করেছে। স্বাস্থ্য খাতকে আরও এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রাম এর (৪র্থ এইচপিএনএসপি) ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে মানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মানউন্নীতকরণ, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১১৬৭৬২৬.০১ লক্ষ (১১৬৭৬ কোটি ২৬.০১ লক্ষ) টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি'২০১৭ হতে জুন'২০২২ পর্যন্ত। উক্ত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

- ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ-১০টি
- ৩১ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ-০২টি
- ২০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ-০৫টি
- ১০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ-৫৯টি
- ২০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ-০১টি
- ১০০ শয্যার শিশু হাসপাতাল নির্মাণ-০২টি
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ ২০০টি
- ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ-১০টি
- মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল(ম্যাটস) নির্মাণ-০৮টি
- পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এফডব্লিউভিটিআই)-০৫টি
- নার্সিং কলেজ নির্মাণ-০৪টি
- নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ-০২টি
- নিপোর্ট ভবন নির্মাণ - ০১ টি

- আইপিএইচএন ভবন নির্মাণ - ০১টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) ভবন নির্মাণ - ০১টি
- জেনারেল হাসপাতাল এবং ট্রমা সেন্টার নির্মাণ - ০২টি
- কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ - ১০২৯ টি
- বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্য অফিস নির্মাণ - ০২ টি
- বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ-০১টি
- উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ-৩০টি
- উপজেলা স্টোরসহ পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস নির্মাণ-১০০টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর সার্কেল অফিস ও বিভাগীয় অফিস নির্মাণ-০১টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর সার্কেল অফিস ও বিভাগীয় অফিস সম্প্রসারণ -০২টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর বিভাগীয় অফিস নির্মাণ-০৩টি
- স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর সহকারী প্রকৌশলীর অফিস নির্মাণ-০২টি
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৪৯৫টি
- কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ডরমেটরি নির্মাণ- ০১টি
- কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিট নির্মাণ-০১টি
- রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিট নির্মাণ-০১টি
- সিভিল সার্জনের অফিস নির্মাণ-০৯টি
- শিশু হাসপাতাল নির্মাণ-০৫টি
- জাতীয় রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্র নির্মাণ-০১টি
- কুড়িগ্রাম জেলায় বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ-০১টি
- ঢাকা ফিজিওথেরাপি কলেজ নির্মাণ-১টি
- পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের আঞ্চলিক পণ্যাগার -০১টি এবং কেন্দ্রীয় পণ্যাগার-০১টি
- কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃনির্মাণ -২০০০টি
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ -১০০টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পুনঃনির্মাণ-২০টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রিমডেলিং এবং সংস্কার কাজ-৩৪টি
- বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও নবরূপায়নের কাজ ১৩৬টি
- বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামোর মেরামত কাজ ৮০০০টি
- আঞ্চলিক পন্যাগারের রিমডেলিং কাজ-২১টি
- মহাখালীস্থ স্বাস্থ্য ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ-০১টি
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ কাজ-৫০টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ২০/৩১ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ-৪৫টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ-০৫টি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ-০৪টি
- এফডব্লিউভিটিআই উন্নীতকরণ-০৭টি
- জেলা হাসপাতালকে ১০০ হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ-৩৫টি
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে উন্নীতকরণ-০৮টি
- মেডিকেল কলেজকে উন্নীতকরণ-০৮টি
- মেডিকেল হাসপাতালের পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ-০৩টি
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাডেমিক ভবন নির্মাণ-০২টি
- বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট/হাসপাতাল-১৩টি
- সাভারস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ ম্যানেজমেন্ট-০১টি
- এইচপিএনএসডিপি এর অবশিষ্ট কাজ-৬১০টি

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা :

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ৭২৩২.৮২ (বাহাত্তর কোটি বত্রিশ লক্ষ বিরাশি হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ১৫৬৯টি মেরামত ও সংস্কার কাজের অনুকূলে ৭২৩২.৮২ (বাহাত্তর কোটি বত্রিশ লক্ষ বিরাশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়;

- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ১৪৪০০.০০ লক্ষ (একশত চুয়াল্লিশ কোটি) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ২২৬৫টি মেরামত ও সংস্কার কাজের অনুকূলে ১৪১৫৯.৭৫ (একশত একচল্লিশ কোটি উনষাট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা :

এ অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন যুগ্মসচিব। ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এবং সিবিএমই শাখা নিয়ে এ অধিশাখা গঠিত।

ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের যাবতীয় ক্রয় ও সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্ব এই শাখার কাজ। ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা এইচএনএসডিপি এর আওতাধীন ১৯টি Operational Plan এর ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান খাতের সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহে ADP বরাদ্দের আওতায় প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৯টি ওপির জিওবি (উন্নয়ন) এবং আরপিএ (জিওবি) খাতের প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (গুডস/সার্ভিসেস/প্রশিক্ষণ) এর প্রশাসনিক অনুমোদন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র/ সেবা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- ইডিসিএল গোপালগঞ্জ তৃতীয় শাখা কারখানা স্থাপন প্রকল্পের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- স্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের ৪৯০২.৫০ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ রিসার্চ এন্ড হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের ৭৯২৭.৮৮ লক্ষ (উনআশি কোটি সাতাশ লক্ষ আটাশি হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রকল্পের জন্য ৫৬৬৩.২৭ লক্ষ (ছাপ্পান্ন কোটি তেষট্টি লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রকল্পের জন্য ১৫৫২.০০ লক্ষ (পনের কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প, মানিকগঞ্জ এর জন্য ৬৬৮৯.৬৫ লক্ষ (ছেষট্টি কোটি উননব্বই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের ২৬৬৩.০০ লক্ষ (ছাব্বিশ কোটি তেষট্টি লক্ষ) টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-এইচএসএম-১৬০৩ এর মাধ্যমে ২১৯৫.৬৩ লক্ষ (একুশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ তেষট্টি হাজার) টাকার এমআরআই মেশিন ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-এইচএসএম-১৬০২ এর মাধ্যমে ৩৪৮৬.১২ লক্ষ (চৌত্রিশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ বার হাজার) টাকার সিটি স্ক্যান মেশিন ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-জি-১৭০২ এর মাধ্যমে ২১৫৮.৯৪ লক্ষ (একুশ কোটি আটান্ন লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকার ডেলটামেথরিন ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-এইচএসএম-১৭১৮ এর মাধ্যমে ২১১২.৫২ লক্ষ (একুশ কোটি বার লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকার লেপারস্কোপ মেশিন ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-এইচএসএম-১৭০৬ এর মাধ্যমে ২৬৯৪.১৮ লক্ষ (ছাব্বিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ আঠার হাজার) টাকার এনালাইজার ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;
- সিএমএসডির প্যাকেজ নং-জি-১৭৪২ এর লট-১ এর মাধ্যমে ৩৪৪২.৫৪ লক্ষ (চৌত্রিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) টাকার অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের আর্থিক ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান;

সিবিএমই শাখা (নবসৃষ্ট শাখা)

সিবিএমই শাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- এপিসমূহের বাস্তবসম্মত অ্যাসেসমেন্ট এর লক্ষ্যে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করা ও সমন্বয় করা;
- অনলাইন প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও ট্রাকিং সিস্টেম (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল/প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল) পরিবীক্ষণ করা ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নিকট হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ ও সমন্বয় সাধন করা;
- প্রোডাক্ট ক্যাটালগ তৈরি এবং হালনাগাদকরণ;
- বায়োমেডিকেল ইকুইপমেন্টসহ মূল চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ের জন্য স্পেসিফিকেশন তৈরি ও হালনাগাদ এর নিমিত্ত নিমিউ এর সাথে সমন্বয় সাধন;
- প্রতিবেদন পেশ ও মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে ক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য একটি মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য একটি কম্প্রিহেনসিভ বায়োমেডিকেল ইকুইপমেন্ট ক্রয়, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা তৈরির কাজ সমন্বয় করা;
- ক্রয় ব্যবস্থাপনার জন্য ক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত টেকনিক্যাল পরামর্শ এবং সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রগুলো সমন্বয় করা;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ক্রয় ব্যবস্থাপনার কৌশলগত পরিল্পনার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ও মিটিগেশন পরিমাপকের উপাদানগুলো নিশ্চিত করা;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জন্য পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টনার (ডিপি) এর নির্দেশনা মোতাবেক সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত বিবিধ ম্যানুয়াল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- পণ্য, কাজ, সেবা ও ই-জিপি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও কারিকুলাম তৈরি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্টক-আউট এড়ানোর উদ্দেশ্যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পের্টিাল এর লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন এবং ক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত সংশোধন কাজ পরিবীক্ষণ করা;
- অধিদপ্তর ও ক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী অকেজো ও বাতিল দ্রব্যাদি নিষ্পতির সমন্বয়সাধন করা;
- কনডেমনেশন গাইড লাইন প্রস্তুতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;
- পিএলএমসি'র মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

৩.৯ পরিকল্পনা অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ ১ (এক) জন যুগ্ম-প্রধান অনুবিভাগ প্রধান হিসেবে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন। তার অধীন ১(এক) জন উপপ্রধান ও ৬(ছয়)টি শাখায় ৬(ছয়)জন কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন।

অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণসহ উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির পরিকল্পনা দলিল (PIP) প্রণয়ন, অনুমোদন ও সংশোধন প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- বৈদেশিক সহায়তা/প্রকল্প সাহায্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- দীর্ঘ মেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচিভুক্ত (২০১৭-২০২২) অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ অনুমোদন/সংশোধনের নিমিত্ত স্টিয়ারিং কমিটি সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মধ্য-মেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)-এর কৌশলগত অংশ/এমটিবিএফসহ উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপন প্রস্তুতকরণ;
- ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- কর্মসূচি/প্রকল্প দলিলাদি অনুমোদনের নিমিত্ত পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;
- বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ;
- পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি/ প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তথ্য প্রদান;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা মিশনের সাথে মতবিনিময়, সমন্বয়, সমঝোতা, চুক্তি বিনিময় ও স্বাক্ষর বিষয়ক কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে এইচপিএন সেক্টরের রিফর্ম বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদানুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, রোডম্যাপ ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান ও সমন্বয় সাধন;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ব্যাপারে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন;
- বিশেষ প্রকল্প/উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের নিমিত্ত মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ;
- NEC এর ECNEC সভায় গৃহীত স্বাস্থ্য সেবা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমন্বয়মূলক কার্যাবলী;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১৭-২০২২) এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভায় (পিইসি/আন্তঃমন্ত্রণালয়, SPEC) যোগদান ও মতামত প্রদান;
- সেক্টরওয়াইড ম্যানেজম্যান্ট (SWPMM) শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বাংলাদেশ সরকার এবং আইডিএ'র সঙ্গে সম্পাদিত ডেভেলপমেন্ট ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট (ডিসিএ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য,জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির Six-monthly progress Report (SMPR) এবং Annual Program Implementation Report (APIR) প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ সরকার এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (২০১৭-২০২২) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে Annual Program Review (APR) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Program Management and Monitoring and Unit (PMMU) এর কার্যাবলী সমন্বয়;
- প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যাবলী;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগীতা প্রদান;
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৮টি প্রকল্প অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত ৫ টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

- এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিত হয়েছে এবং সার্বিকভাবে বাস্তবায়নের হার ৯০.২৩%।
- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের 4th HPNSP- এর Six- monthly Program Report প্রণয়ন করা হয়েছে এবং Annual Program Implement Report (APIR) এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্বব্যাংকের ৫০মিলিয়নের একটি অনুদান সহায়তায় রোহিঙ্গাদের জন্য HNP সেবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণের লক্ষ্যে LCG Working Group (Health) গঠন করা হয়েছে।
- নগর স্বাস্থ্য ব্যাবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা :

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	**ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৮)**

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত চলমান অপারেশনাল প্ল্যান ও প্রকল্পের তালিকা :

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি):	
1. Sector-Wide Program Management and Monitoring (SWPMM)	11. Strengthening of Drug Administration and Management (SDAM)
2. Health Economics and Financing (HEF)	12. Human Resource Development (HRD)
3. Physical Facilities Development (PFD)	13. Improved Financial Management (IFM)
4. Planning, Monitoring and Research (PMR)	14. Health Information Systems and e-Health (HIS & e-Health)
5. Procurement, Storage and Supplies Management-HS (PSSM-HS)	15. Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health (MNCAH
6. National Nutrition Services (NNS)	16. Communicable Diseases Control (CDC)
7. TB-Leprosy & AIDS/STD Programme (TBL & ASP)	17. Non-Communicable Diseases Control (NCDC
8. National Eye Care (NEC)	18. Community Based Health Care (CBHC)
9. Hospital Services Management (HSM)	19. Life Style and Health Education & Promotion (LHEP)
10. Alternative Medical Care (AMC)	
প্রকল্পের তালিকা :	
১. জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (২৫০ শয্যাবিশিষ্ট) ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১৫. জাতীয় ক্যান্সার ইনসটিটিউট ও হাসপাতাল (৫০ শয্যাবিশিষ্ট)কে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
২. অ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (২য় সংশোধিত)	১৬. ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
৩. সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১৭. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিড ডিজিজেজ রিসার্স এন্ড হসপিটাল
৪. শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট (১ম সংশোধিত)	১৮. কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন
৫. শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, কিশোরগঞ্জ (২য় সংশোধিত)	১৯. অ্যাক্সটেনশন অব শহীদ শেখ আবু নাসের অ্যাসপেশিয়ালাইজড হসপিটাল, খুলনা
৬. অ্যাস্টাবলিসমেন্ট অব ট্রমা সেন্টার অ্যাট গোপালগঞ্জ	২০. জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)
৭. অ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ	২১. শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ও প্ল্যাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট
৮. মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (২৫০ শয্যা বিশিষ্ট) এবং	২২. শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ৫০০শয্যার

ট্রমা সেন্টার, মানিকগঞ্জ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, সিরাজগঞ্জ।
৯. শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত)	২৩. জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জামালপুর নার্সিং কলেজ স্থাপন
১০. পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন	২৪. শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন কম্পোনেন্ট ২: দেশের ৮টি বিভাগে অবস্থিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ও ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প
১১. আই হেলথ প্রোমোশন এন্ড প্রিভেনশন অব ব্লাইন্ডনেস ইন সিলেকটেড এরিয়াস অব বাংলাদেশ	২৫. অ্যাস্টাবলিসমেন্ট অব নার্সিং ইনস্টিটিউট অব পাবনা
১২. ইস্টাবলিশমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড প্র্যাকটিস নার্সেস ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)।	২৬. ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন
১৩. গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৭. এক্সপানশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভড অব নার্সিং এডুকেশন (১ম সংশোধিত)
১৪. সেইফ মাদারহুড প্রোমোশন অপারেশনস রিসার্চ অন সেইফ মাদারহুড এন্ড নিউবর্ন সার্ভাইভাল	২৮. স্ট্রেদেনিং পাবলিক হেলথ অ্যাকশনস ফর ইমারর্জিং ইনফেকটিয়ার্স ইভেন্টস ইন বাংলাদেশ

অটিজম সেল

অটিজম স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক সেলের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের অগ্রগতি :

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি ও জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন :

বাংলাদেশে অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা নিরসনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা কার্যকরণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে চেয়ারম্যান করে ২৯/০৭/২০১২ তারিখে ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সমন্বয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বর্তমানে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কমিটি পুনর্গঠন করে ১১ সদস্য করা হয়েছে। এ পর্যন্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যাবলী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ২৯/০৭/২০১২ তারিখে সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে সভাপতি করে ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয় যা ২০১৭ সালে পুনর্গঠন করে ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট করা হয়েছে।

অটিজম বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন :

২০১১ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক ১ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়। Autism Speaks এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দেশি ও বিদেশি এক হাজারেরও অধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে এ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সের সাফল্য দেশে এবং বিদেশে Autism Spectrum Disorder সম্পর্কিত ব্যাপক কর্ম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

“অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল” গঠন :

অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনায় এ সংক্রান্ত কার্যাদি দ্রুততার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ২২/০৫/২০১৪ তারিখে সাময়িকভাবে “অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল” গঠন করা হয়। বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা বিভোগের আওতায় স্থায়ীভাবে অটিজম সেল সৃষ্টির প্রস্তাব জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথা-সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্টগণ কাজ করছেন। অটিজম সেলের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে প্রতি সপ্তাহের সোমবার এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে ফোকাল পয়েন্টগণ সভা করছেন। সাপ্তাহিক সভায় ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান (২০১৬-২০২১) এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের করণীয় অংশ চিহ্নিতকরণ, পৃথকীকরণ করা হযেছে। মাঠ পর্যাযে সম্পাদনযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) প্রতিষ্ঠা :

শিশুদের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যার চিকিৎসা সেবা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জানুয়ারী, ২০১৫ তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ইপনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- অটিজম রোগ শনাক্তকরণ, ব্যবস্থাপত্র প্রদান
- ডাক্তার, নার্স, অভিভাবক, পিতামাতা ও অটিজম কার্যক্রম সংশ্লিষ্টদের অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- সচেতনতামূলক কার্যক্রম
- অটিজম শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্কুল পরিচালনা (৩০ জন)
- অটিজম বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ে গবেষণা /পাইলট স্টাডি :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প , নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল অপারেশনাল প্ল্যান এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এর মাধ্যমে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ বিষয়ে ৭টি বিভাগের ৭টি উপজেলায় এবং ঢাকা শহরের ৫টি আরবান এরিয়ায় ০-৯ বছরের ৭২৮০ জন শিশুকে সার্ভে করা হয়েছে। সার্ভের ফলাফল – Autism Spectrum Disorder (ASD) এর প্রিভালেন্স ০.১৫% (৩% শতাংশ ঢাকা শহরে এবং পল্লী এলাকায় ০.০৭%)। সার্ভের ফলাফল প্রকাশ ১৬ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৫;

শিশু বিকাশ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম

ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ দেশের ১৫ টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চলমান রয়েছে।যার মাধ্যমে অটিজম ও অন্যান্য নিউরোডেভলপমেন্টাল সমস্যা যুক্ত শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। আরও ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ০৯টি জেলা সদর হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ০১ জন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন শিশু মনোবিজ্ঞানী, ০১ জন শিশু বিকাশ থেরাপিস্ট এবং ০২ জন সহযোগী কর্মচারী দায়িত্বরত আছে।

Rehabilitation Council of Bangladesh সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন

অটিজম এবং এনডিডি সমস্যাযুক্তদের সেবা প্রদানকারী অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, স্পীচ থেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্টদের কার্যক্রমকে আইনগত ভিত্তি প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে Rehabilitation Council of Bangladesh সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের কাজ জাতীয় স্টীয়ারিং কমিটির মাধ্যমে হাতে নেয়া হয়েছে।

জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন

Institute for Community Inclusion (ICI), University of Massachusetts, Boston এবং সূচনা ফাউন্ডেশন এর কারিগরি সহযোগিতায় এবং ডিএফআইডি'র (JDTF) আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক National Strategic Plan for and Neurodevelopmental Disorders(2016-2021) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির মাননীয় চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন জাতীয় কৌশলপত্র প্রকাশনা উপলক্ষে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং National Strategic Plan for and Neurodevelopmental Disorders(2016-2021) অবহিতকরণ করা হয়। এই জাতীয় কৌশল পত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন এর "WHO Excellence Award" ও "Distinguished Alumni Award" গ্রহণ :

"67th Session of Regional Committee of WHO South East Asia" অনুষ্ঠানে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ করে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা নিরসনে অসামান্য অবদান রাখার জন্য জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে "WHO Excellence Award" প্রদান করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য সেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত ব্যারি ইউনিভার্সিটি কর্তৃক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে "Distinguished Alumni Award" প্রদান করে।

ফাস্ট ট্রাক সার্ভিস ও মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ :

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক ব্যক্তিদের ফাস্ট ট্রাক সার্ভিস দেওয়ার জন্য সকল সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল হাসপাতালে কার্যক্রম চালুর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। দেশের মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

World Health Assembly-তে Side Event এর আয়োজন :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিগত ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে পরপর ০৩ (তিন) বছর ধরে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৬৬, ৬৭ এবং ৬৮তম World Health Assembly-তে অটিজমের উপর Side Event এর আয়োজন করে আসছে। Comprehensive and Co-ordinated Efforts for the Management on Autism Spectrum Disorders (ASDS) শীর্ষক এজেন্ডাটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৩৩ তম Executive Board সভায় গৃহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Executive Board সভায় এজেন্ডাটি গ্রহণের বিষয়ে জেনেভাস্থ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর ব্যক্তিগত উদ্যোগ এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। গত ২৩ মে, ২০১৪ তারিখ জেনেভায় অনুষ্ঠিত 67th World Health Assembly-তে উক্ত Comprehensive and Co-ordinated Efforts for the Management on Autism Spectrum Disorders (ASDS) শীর্ষক এজেন্ডাটি স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ ১৯২ টি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত ঐতিহাসিক রেজুলেশনটি অটিজমকে global health priority হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

SEARO Conference, 2014 –এ অটিজমের উপর সাইড ইভেন্টের আয়োজন :

গত ৮-১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে প্যান প্যাসিফিক হোটেল সোনারগাঁও তে "67th Session of Regional Committee of WHO South East Asia" এবং "32nd Health Ministers Meeting" অনুষ্ঠিত সভা চলাকালে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

তারিখ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে "Global Initiative on Autism" নামক একটি সাইড ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল-যেখানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক অফিসের আঞ্চলিক পরিচালক ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিং উপস্থিত ছিলেন।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অটিজম অন্তর্ভুক্তিকরণ :

বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বাস্থ্য সেক্টরে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশ জনিত সমস্যা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ভূটানে অটিজম ও স্নায়ু বিষয়ক সমস্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন :

গত ১৯-২১ এপ্রিল ২০১৭ তিন দিন ব্যাপি ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভূটানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং WHO'র আয়োজনে International Conference on Autism and Neurodevelopmental Disorders 2017 অনুষ্ঠিত হয়। Shuchona Foundation, Bangladesh এবং Ability Bhutan Society, Bhutan এ কনফারেন্স এর Technical Support প্রদান করে। অটিজম সেল সম্মেলনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেছে। সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে Chairperson করে Executive Committee, অধ্যাপক ড. প্রাণ গোপাল দত্তকে আহ্বায়ক করে Organizing Committee এবং সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে Chairperson করে Technical/Scientific Review Committee গঠন করা হয়েছিল। Shuchona Foundation, Bangladesh এ কনফারেন্স এর Technical and Scientific Support প্রদান করেছে। ২০৯ জন বিদেশি এবং ৫০ (প্রায়) জন ভুটানের অংশ গ্রহণকারী সম্মেলনে যোগদান করেন। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে থিম্পু ঘোষণা গৃহিত হয়।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের জন্য পরিপত্র জারীকরণ :

অটিজম ও এনডিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথা-সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্টগণ কাজ করছেন। অটিজম সেলের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে প্রতি সপ্তাহের সোমবার এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে ফোকাল পয়েন্টগণ সভা করছেন। সাপ্তাহিক সভায় ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান (২০১৬-২০২১) এর আলোকেসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের করনীয় অংশ চিহ্নিতকরণ, পৃথকীকরণ করা হযেছে। সাপ্তাহিক সভার কার্যক্রমের ফলেই মাঠ পর্যাযে সম্পাদনযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিপত্র জারী করা সম্ভব হয়েছে।

ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান ফর নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস্ ২০১৬-২০২১ বাস্তবায়ন ও কেরাণীগঞ্জের পাইলট প্রোগ্রাম :

ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ঢাকার কেরাণীগঞ্জে একটি পাইলট প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছে। পাঁচটি কোর মন্ত্রণালয়/বিভাগ যৌথভাবে এটি সমন্বয় করছে এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অটিজমসেলসহ পাঁচটি কোর মন্ত্রণালয়/বিভাগের ফোকাল পয়েন্টগণ প্রতি সাপ্তাহিক সভায় এ বিষয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে। পাইলট প্রোগ্রামের জন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি একদিনের একটি কর্মশালা গত ২৬ আগস্ট,২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পর ১১/১০/২০১৭ তারিখে জেলা এনডিডি কমিটির সভা এবং ২৬/১০/২০১৭ তারিখ উপজেলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার সভায় কেরাণীগঞ্জের মাননীয় সংসদ সদস্য, এনডিডি ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন, অটিজম সেলের মহাপরিচালক, ঢাকার জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ,কোর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ফোকাল পয়েন্ট অটিজম সেলের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। গত ৩-৫ ডিসেম্বর ২০১৭ কেরাণীগঞ্জের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যার উপর একটি প্রশিক্ষণ বঙ্গবন্ধু শেখ মেডিকেল কলেজের ইপনায় দেওয়া হয়েছে যাতে পাইলট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা যায়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে উপকারভোগী পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছেঃ

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইসিডি ও এনডিডি বিষয়ে ১৮টি (৩৬ টির মধ্যে) ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা
- মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের ইসিডি ও এনডিডি বিষয়ে এক ব্যাচে ২ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

- অটিজম ও এনডিডি শিশুকে চিহ্নিত করতে মাঠ পর্যায়ে ৩টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। (মোট এনডিডি ২২৩ - সেরিব্রাল পলিসি ৫৭, এপিলেপসিসহ সেরিব্রাল পলিসি ৪৬, অটিজম ৪২, ডাউন সিনড্রোম ২৩, এপিলেপসি ১৩, Mental Reterdation ২২, অন্যান্য ২০)
- অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্য সম্পন্নদের বিশেষ স্বাস্থ্য কার্ড। (মোট ২৮১- CP with Epilepsy ১৩২, Epilepsy ১৭, অটিজম ৪৫, ডাউন সিন্ড্রোম ৩০, Mental Retardation ৩১, অন্যদের ২৬)
- প্রতি শনিবার সাপ্তাহিক "সাপ্তাহিক শিশু বিকাশ ক্লিনিক"
- ইসিডি বিষয়ে জানানোর জন্য গর্ভবতী মায়ের রেগুলেটার রেজিস্ট্রেশন চলমান

wØZxq Aa¨vq

4. ¯v¯¨ †mev wefv‡Mi Awa`ßi/সংস্থাmgn

৪. ১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

fwgKv :

¯v¯¨ Awa`ßi, ¯v¯¨ †mev wefv‡Mi Aaxb wbevnx I wbqšYKvix ms¯vmg‡ni g‡a¨ Ab¨Zg| ¯v¯¨ Awa`ß‡ii cavb KvR wPwKrmv wkÿv ও ¯v¯¨ Rbkw³ Dbqb e¨e¯vcbv Ges me¯Í‡ii ¯v¯¨‡mev wbwðZKiY| G Qvov ¯v¯¨ Awa`ßi c‡qvR‡b gšYvjq‡K ¯v¯¨ †mev m¤úwKZ w`K wb‡`kbv cYq‡b KwiMix mn‡hwMZv I c`vb K‡i _v‡K| ms¯wU ¯vaxbZvce 1958 mv‡j ¯v¯¨ cwi`ßi bv‡g ¯wcZ nq hv 1980 mv‡j ¯v¯¨ Awa`ß‡ii DbxZ nq| gnvcwiPvjK ¯v¯¨ Awa`ß‡ii cavb wn‡m‡e `wqZ cvjb K‡ib Ges Zv‡K `B Rb AwZwi³ gnvcwiPvjK mnvqZv c`vb K‡ib| G Qvov cwiPvjK, Dc-cwiPvjK, mnKvix cwiPvjKmn Ab¨vb¨ KgKZv-KgPvixe›` KgiZ Av‡Qb| mKj †gwW‡Kj K‡jR, nvmcvZvj I wefvMxq ¯v¯¨ Kvhvj‡q cwiPvjKMY cavb wbevnx KgKZvi `wqZ cvjb K‡ib| cwZwU †Rjvq wmwfj mvRb Ges Dc‡Rjvmg‡n Dc‡Rjv ¯v¯¨ I cwievi cwiKíbv KgKZv wbevnx cavb wn‡m‡e `wqZ cvjb K‡ib|

ms¯vi j ÿ¨ I D‡Ïk¨

- ¯v¯¨‡mev msµvšÍ h‡Mvc‡hvMx bwZgvjv cYq‡b ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gšYvjq‡K mn‡hwMZv Kiv Ges bwZgvjv ev¯Íevqb Kiv;
- ¯v¯¨ I cwó †mev c`vb Ges RbM‡Yi cZ¨wkZ †mevi cwiwa m¤úmviY Kiv;
- ¯v¯¨ I wPwKrmv mweaw`mn Rb¯v¯¨ Dbqb Ges wewfb msµvgK I AmsµvgK e¨wa cwZ‡iva I cwZKvi Kiv;
- RbmsL¨v wbqš‡Y wPwKrmv wkÿv Ges ¯v¯¨ welqK M‡elYv I cwkÿY cwiPwjZ Kiv;
- wkï I gvZ ¯v¯¨ †mev, m¤úmwiZ wUKv`vb KgmwP, weKí wPwKrmv c×wZ Ges cwó Dbqb KgmwP ev¯Íevqb Kiv;
- ¯v¯¨ m¤úKxq mKj ¯vbxq ms¯vi mv‡_ †hvMv‡hvM ¯vcb Kiv;
- ‡h †Kvb cvKwZK `‡hv‡M Zvr ÿwYKfv‡e Riæwi ¯v¯¨ †mev c`vb wbwðZ Kiv;
- bZb AwefZ, cbiv Avwef Z I Ab¨vb¨ msµvgK e¨wa cwZ‡iva I cwZKvi Kiv;
- mn¯vã Dbqb jÿ¨gvÎvi Am¤úY KvR mgvß Kiv Ges cieZx †UKmB Dbqb jÿ¨gvÎv AR‡bi wbwg‡Ë `ÿ ¯v¯¨ Rbkw³ MVb Kiv;
- MnxZv †Kw›`K †mev`vb I mevi Rb¨ m¯v¯¨ wbwðZKi‡Y AMYx fwgKv cvjb Kiv|

¯v¯¨ Awa`ß‡ii Aaxb Rbej :

†kYx	†gvU c`	ciYKZ c` gwnjv	ciYKZ ciæl c`	†gvU ciYKZ c`	ïb¨ c`
c_g †kYx	26098	14046	7063	21109	4989
wØZxq †kYx	933	545	57	602	331
ZZxq †kYx	51129	25464	11354	36818	14311
PZ_ kYx	24816	12380	4196	16576	8240
†gvU	102976	52435	22670	75105	27871

ms¯vi Kvhvewj :

- mvavi Y ¯v¯¨†mev c`vb I ¯v¯¨‡mevi gv‡bvbq‡b nvmcvZvj I ¯v¯¨‡mev cwZôvbwfwËK Kvhµg cwiPvjbv, AvaywbKvqb I m¤úmviY;
- gvZ I wkï ¯v‡¯¨i Dbqb;
- Riæwi cmwZ †mev Kvhµg;
- m¤úmwiZ wUKv`vb KgmwP MnY, ev¯Íevqb, Ae¨vnZ ivLv Ges AvIZv m¤úmviY;
- KwgDwbwU wKwbK Kvhµg ev¯Íevqb;
- msµvgK I Amsµvg K e¨wa Ges Rjevq cwieZbRwbZ bZb Awefz †ivM wbqšY;
- wbivc` Lv`¨, Lv‡`¨i gvb wbaviY I cwó wbwðZKiY;
- wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡ÿ¨ ¯v¯¨ Z_¨ e¨e¯v I B-‡nj_ KgmwP ev¯Íevqb;
- wPwKrmv wkÿv I ¯v¯¨ Rbkw³ Dbqbgj K Kvhµg;
- Rbej wb‡qvM msµvšÍ Kvhµg;
- ¯v¯¨ Dbqb I msiÿ‡Y Rbmvavi‡Yi m‡PZbZv ew×i c`‡ÿc MnY;
- wPwKrmv M‡elYv Kvhµgv MnY I Dbqb;
- ‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbqb;
- ¯v¯¨ cwiw¯wZ Dbq‡b cKímg‡ni ev¯Íevqb;
- mvavi Y wPwKrmvi cvkvcwk weKí wPwKrmv c×wZi Dbqb;
- wPwKrmv eR¨ e¨e¯vcbvi Dbqb;
- we‡klwqZ ¯v¯¨‡mev c`vb;
- ¯v¯¨ ev Z`mswkøó †mev c`vb msµvšÍ cwiKíbv cYq‡b ¯v¯¨ gšYvjq I Ab¨vb¨ gšYvjq‡K mnvqZv c`vb Kiv|
- ‡UKmB Dbqb jÿ¨gvÎv AR‡b c‡qvRbxq c`‡ÿc MnY|

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

4. 1. 1 KwgDwbwU †eBRW †nj_ †Kqvi (wmweGBPwm)

fwgKv :

eZgv‡b we‡k¦ †UKmB Dbqb Afxô AR‡bi Kvh©µg Pj‡Q| evsjv‡`‡k 4\_ ¯^v¯’¨, RbmsL¨v I cywó Dbqb KgmwP (4\_ GBPwcGbGmwc) Rvbqvwi 2017 n‡Z Rb 2022 Bs †gqv‡` ev¯Íevqbvaxb| mn¯ªvã Dbqb j¶¨gvÎv (GgwWwR) AR‡b Ae`vb ivLvi b¨vq 2030 mv‡ji g‡a¨ †UKmB Dbqb Afxô (GmwWwR) AR‡bI KwgDwbwU †eBRW †nj\_ †Kqvi (wmweGBPwm) Ae`vb ivL‡e| 4_ GBPwcGbGmwcÔi AvIZvq KwgDwbwU †eBRW †nj_ †Kqvi (wmweGBPwm) Acv‡ikb cøv‡bi Kvh©µg m¤úmwiZ n‡q‡Q| Le ms‡¶‡c ej‡Z †M‡j GB Kvh©µ‡gi g‡a¨ Aš—f©³ Av‡Q KwgDwbwU wKwbK Kvh©µg (eZgvb miKv‡ii AMÖwaKvi Kvh©µg) Ges mv‡eK AZ¨vek¨Kxq †mev (BGmwW)|

w**fkb :** 2030 mv‡ji g‡a¨ me eq‡mi mevi Rb¨ m¯^v¯’¨ I Kj¨vY wbwðZ Kiv|

w**gkb :** cv_wgK ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’v kw³kvjx I †UKmB Kivi gva¨‡g RbM‡Yi g‡a¨ gvbm¤§Z cv_wgK ¯^v¯’¨ †mev mnRjf¨, mnRMg¨ Ges †mevi cwicY e¨envi wbwðZ Kiv|

mvaviY D‡Ïk¨ : RbM‡Yi wbKU gvbm¤§Z cv_wgK ¯^v¯’¨ †mev mnRjf¨, mnRMg¨ Ges †mevi cwicY e¨envi wbwðZ K‡i wbwÏó mg‡qi g‡a¨ me eq‡mi mKj gvb‡li Rb¨ m¯^v¯’¨ I Kj¨vY wbwðZ Kiv|

wmweGBPwm Gi hveZxq Kvh©µg wb¤œewY©Z K‡¤úv‡b›Umg‡ni gva¨‡g ev¯ÍewqZ n‡"Q :

- KwgDwbwU wKwb‡Ki gva¨‡g †nj_ AvDUKvg cwigvc (Lvbv wfwËK Z_¨ msMn I †nj_ KvW weZiY)
- KwgDwbwU wKwb‡K ÷wds I mcvwifkb
- KwgDwbwUi AskMnY I m¤ú³Zv
- ‡idv‡ij e¨e¯’v
- ‡UKmB cwZôwbKxKiY
- Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ e¨e¯’v I †idv‡ij e¨e¯’v †Rvi`viKiY
- ‡gwW‡Kj eR¨ e¨e¯’vcbv
- UvBevj †nj_ KgmwP
- Avievb †nj_ KgmwP

we`¨gvb Rbej :

KwgDwbwU †eBRW †nj_ †Kqvi Gi cavb Kvhvj‡q 18 Rb KgKZv I 34 Rb KgPvix (6 Rb AvDU‡mwmsmn) KgiZ Av‡Q| gvV chv‡q wmweGBPwmÔi wbqšYvaxb Dbqb LvZf³ ¯v¯¨ cwZôvbmg‡n 2 Rb KgKZv I 29 Rb KgPvix Ges KwgDwbwU wKwbK chv‡q 12,833 Rb wmGBPwmwc KgiZ Av‡Q|
Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡cø‡· 490 Rb MvoxPvjK AvDU‡mwms‡qi gva¨‡g wb‡qvM c`vb Kiv n‡q‡Q Ges KgiZ Av‡Q|

gvbbxq cavbgšx KZK c‡`q f‡qR Kj

gvbbxq cavbgšxi KwgDwbwU wKwbK wfwRU

2017-18 A_ eQ‡i wmweGBPwm Gi AvIZvq m¤úwK`Z Kvhµ‡gi K‡¤úv‡bvU wfwËK D‡jøL‡hvM¨ AMMwZ :

- **†gRwis †nj_ AvDUKvg :**
  KwgDwbwU wKwb‡K †mevi mgZv I h_vh_ e¨envi wbiæc‡Yi Rb¨ (Kg GjvKvi cwZwU Lvbvi cwZwU m`‡m¨i Z_¨w` msMn I KwgDwbwU wKwb‡Ki c`Ë †mevmg‡ni Z_¨w` hvPvB Gi gva¨‡g) ¯v¯¨ KvW I Z_¨ msM‡ni dg PovšÍ Kiv n‡q‡Q Ges cvBjU wfwË‡Z 200 KwgDwbwU wKwb‡Ki Kg GjvKvi Z_¨w` msMn Kiv n‡q‡Q|

- **KwgDwbwU wKwb‡Ki ÷wds I mcviwfkb :**
  - 1156wU kb¨c‡` wmGBPwmwc wb‡qv‡Mi wbwgË wjwLZ cixÿv BwZg‡a¨ m¤úb n‡q‡Q Ges Le kxNB wb‡qvM m¤úb n‡e|
  - Dc‡Rjv ¯v¯¨ I cwievi cwiKíbv KgKZvi MvoxA¨v¤‡jÝ Pvjv‡bvi Rb¨ AvDU‡mwms Gi gva¨‡g 490 Rb MwoPvjK wb‡qvM Kiv n‡q‡Q|
  - KwgDwbwU wKwb‡K †mevi gvb e×i Rb¨ wek¯v¯¨ ms¯vi mnvqZvq †UKwbK¨vj mcviwfkb †PKwj÷ cYqb Ges mKj wefvM, †Rjv I Dc‡Rjv chv‡qi wPwKrmK KgKZv‡`i Iwi‡qb‡Ukb †`qv n‡q‡Q| G †PKwj÷wU e¨eüZ n‡"Q Ges †m Abhvqx cavb Kvhvj‡q Z_¨w` Avm‡Q I chv‡jvPbv‡šÍ c‡qvRbxq c`‡ÿc MnY Kiv n‡"Q| RvZxq chv‡q KwgDwbwU wKwbK Kvhµg mcviwfkb I gwbUwis Kiv nq Ges GwU Pjgvb Av‡Q|
  - GQvov c_gwwii ZËveavqKMY Zv‡`i Rb¨ bawiZ †PKwj÷ e¨envi K‡i KwgDwbwU wKwbK gwbUwis I mcviwfkb Ki‡Q|

gnvcwiPvjK, ¯v¯¨ Awa`ßi Ges jvBb WvB‡i±i, wmweGBPwm Gi KwgDwbwU wKwbK cwi`kb

➢ **KwgDwbwU Gb‡MR‡g›U :**

¯'vbxq miKvi cwZwbwa‡`i gva¨‡g RbM‡Yi m¤ú³Zv ewׄi Rb¨ ¯'vbxq miKvi cwZwbwa- BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb I m`m¨‡`i cwk¶Y †`qv n‡q‡Q| 266 wU Dc‡Rjvq GwU m¤úbœ n‡q‡Q| G‡Z Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv wbevnx KgKZv I Dc‡Rjv fvBm †Pqvig¨vb‡`i m¤ú³ Kiv n‡q‡Q|

➢ **gwë cvicvm †nj_ f jvbwUqvi wb‡qwRZKiY :**

- KwgDwbwU wKwb‡Ki Kvh¨µg AwaKZi †eMevb Kiv, hviv †mev wb‡Z Avm‡Q bv/hviv wPwKrmv m¤úY Ki‡Qb bv/ WcAvDU/ d‡jvAv‡c Avm‡Qb bv Zv‡`i‡K †mev Mn‡Y DØ×Kivi Rb¨ m¤úwK`Z Kv‡Ri wfwË‡Z m¤§vbx c`vb Kiv n‡e g‡g gwë cvicvm †nj\_ f jw›Uqvi wb‡qwRZKiY bxwZgvjv m¤wjZ cwiPvjb mnwqKv Povš Í Kiv n‡q‡Q Ges g`Y Kiv n‡q‡Q|
- RbM‡Yi ¯^v¯'¨ m‡PZbZv I m¤ú³Zv ewׄi Rb¨ wewfbœ AvB,B,wm mvgMx cYqb, g`Y I mieivn Kiv n‡q‡Q| †m¸wj me¯Í‡ii RbM‡Yi m‡PZbZv I AskMnY ewׄ‡Z wbqwgZ e¨eüZ n‡"Q| mvgMxmgn: ‡ewkl I, wbDR‡jUvi, wUwf¯úU, WK‡g›Uvix, K¨v‡jÛvi, †bvUeB, †mvbvjx Av‡jv dvmKvW, wewfbœ ai‡bi †cv÷vi, †dvìvi, BZ¨vw`|
- A‡c¶vKZ `Mg I wew"Qb GjvKvq KwgDwbwU wKwbK wN‡i mvgwRK Av‡›`vjb wnmv‡e M‡o †Zvjvi j‡¶¨ ev¯Íevwq Kvh¨µg mgn : K¨v‡¤úBb, †cv÷vi, wjd‡jU, dvmKvW, wUwf ¯úU Gi e¨envi, KwgDwbwU Mæc, KwgDwbwU mv‡cvU Mæc, ¯'vbxq miKvi cwZwbwa‡`i AwaKZi m¤ú³Zv BZ¨vw`| D‡jøL¨ †h, Ab¨ mKj GjvKvq BwZc‡e GwU m¤úbœ Kiv n‡q‡Q Ges †m mKj GjvKvq BwZg‡a¨ KwgDwbwU wN‡i mvgwRK Av‡›`vjb M‡o D‡V‡Q|

➢ **†idv‡ij wm‡÷g :**

†idv‡ij wel‡q bxwZgvjv I cwk ÿY mnwqKv cYqb Kiv n‡q‡Q | GwU AbmiYceK KwgDwbwU wKwbK n‡Z Riæix I RwUj †ivMx‡`i D"PZi chv‡q †idvi Kiv n‡"Q we‡kl Z : `xN †gqv`x AmsµvgK †ivMx (D"Pi³Pvc, Wvqv‡ewUm)|

➢ **mvm‡UBwbs Bbw÷wUDjvB‡Rkb :**

- KwgDwbwU wKwbK¸wj hv‡Z gvbm¤§Z †mev c`vbmn môfv‡e cwiPwjZ nq Zvi Rb¨ c‡qvRbxq I wbiew"Qb Jla, GgGmAvi Ges Ab¨vb¨ mKj mvgMxi mieivn wbwðZ Kiv n‡q‡Q| 2017-18 A\_eQ‡i PvjKZ KwgDwbwU wKwb‡Ki msL¨v `wo‡q‡Q 13539 wU|
- KwgDwbwU †eBRW †nj_ †Kqv‡ii Kvh¨µg Avievb †nj_ I UvBevj †nj_mn †`ke¨vcx (KwgDwbwU wKwb‡K †_‡K Dc‡Rjv ¯^v¯'¨ Kg‡cø·) we¯ÍZ| G wekvj KgKvÛ cwiPvjbvi Rb¨ jvBb WvB‡i±i, †cvMvg g¨v‡bRvi, †WcwU †cvMvg g¨v‡bRvi I Ab¨vb¨ KgKZvmn wecj msL¨K KgKZv/KgPwi cavb Kvhvj‡q KgiZ Av‡Qb| GKB mv‡_ Ab¨vb¨ mnvqK KgKvÛ I Pjgvb, ZvB cavb Kvhvj‡q AeKvVv‡gv ms¯«vi Ges ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q|
- ¯'vbxq D‡`¨v‡M A‡bK KwgDwbwU wKwb‡K gwUfivU, iv¯Ív wbgvY, AvmeveecÎ µq, miÄvgw`, ˆe`¨wZK wej cwi‡kva BZ¨vw` m¤úbœ n‡q‡Q|
- BwZg‡a¨ wmsnfvM KwgDwbwU wKwbK ¯'vbxq Znwej MVb K‡i‡Q Ges Gi gva¨‡g KwgDwbwU Mæc KZK KwgDwbwU wKwb‡Ki †QvULv‡Uv †givgZ, cwi¯«vi cwi"QbZv I wbivcËv wbwðZ Kiv n‡q‡Q|
- Dc‡Rjv ¯^v¯'¨ I cwievi cwiKíbv KgKZv eivei Riæix c‡qvRb wgUv‡bvi Rb¨ A_ eivÏ c`vb Kiv nq|

➢ **Dc‡Rjv †nj_ wm‡÷g I †idv‡ij :**

- Dc‡Rjv ¯^v¯'¨ Kg‡cø‡· hšcwZ, miÄvgw`, GgGmAvi BZ¨vw` mieivn Kiv n‡q‡Q| †hgb : G·‡i †gwkb-112, AvjUvm‡bvMvg-115, BwmwR †gwkb-115, G¨v‡bm‡_wkqv †gwkb-26, A‡Uv G¨vbvjvBRvi-49, †Kv‡jv‡iwgUvi-40, A‡Uv‡Kf-100, nUGqvi †÷wijvBRvi-40, eøvW e¨vsK †iwdRv‡iUi-70, AvBwcGm-90, †W›Uvj BDwbU-100, Aw·‡Rb wmwjÛvi-200, B‡jwUK mvKkvj ‡gwkb-100, †bejvBRvi †gwkb-400, Aw·‡Rb ‡dwgUvi-200, _v‡gwgUvi-400, 415 Dc‡Rjv ¯^v¯'¨ Kg‡cø‡· GgGmAvi 28 AvB‡Ug Ges Av‡mwbK g³ cwbi Rb¨ 100wU Dc‡Rjv ¯^v¯'¨ Kg‡cø‡· 1000 wU m‡bwdëvi mieivn Kiv n‡q‡Q|
- Dc‡Rjv ¯^v¯'¨ Kg‡cø‡· KvV I w÷‡ji AvmeveecÎ mieivn : 26 wU Dc‡Rjv ¯^v¯'¨ Kg‡cø‡· 30 iK‡gi c‡qvRbxq AvmeveecÎ mieivn Kiv n‡q‡Q|
- Dc‡Rjvq wewfbœ ai‡bi DbqbLvZf³ cwZôvbmg‡n KgiZ 31 Rb Rbe‡ji †eZb-fvZvw` c`vb Kiv n‡q‡Q|

- 40 wU Dc‡Rjv ¯^v¯' Kg‡cø‡· 12 cKvi j¨ve‡iUwi hšcvwZ I miÄvgvw` mieivn Kiv n‡q‡Q †hgb: evB‡bvKjvi gvB‡µv‡¯‹vc, eøvW †Wv‡bkvb ‡Pqvi, eøvW Kv‡jKkvb gwbUi, †cøU‡jU BbK‡eUvi, †mw›UwdDR †gwkb, WvBs I‡fb, IqvUvi ev_ BZ¨w`|
- **wmm‡qkb G¨vbvjvBwmm :** Dc‡Rjv ¯^v¯' Kg‡cø· I KwgDwbwU wKwbK wel‡q ¶` bgbwfwËK 6wU mv‡f m¤úb Kiv n‡q‡Q| †hgb- e¨e¯'vcbv, Rbmšwó, KwgDwbwU Mæc I KwgDwbwU mv‡cvU Mæ‡ci KvhKwiZv, †idv‡ij e¨e¯'v I AeKvVv‡gvMZ Ae¯'v|
- Dc‡Rjvi ¯^v¯' AeKvVv‡gvmg‡ni gwbUwis wel‡q GgAvBGm, ¯^v¯' Awa`ßi KZK GKwU mdUIq¨vi cYqb Kiv n‡q‡Q Ges GwU e¨eüZ n‡"Q|
- Dc‡Rjv ¯^v¯' Kg‡cø‡·i Rb¨ Av`k cwiPvjb c×wZ (GmIwc) 10,000; †idv‡ij MvBW jvBb 15,000; †gwW‡Kj eR¨ e¨e¯'vcbv MvBW 3,300 Ges KwgDwbwU wKwb‡K e¨env‡ii Rb¨ 13 iK‡gi †iwR÷vi m¤wjZ 16,166 KvUb †iwR÷vi g`Y I mieivn Kiv n‡q‡Q|
- cavb Kvhvj‡qi Rb¨ c‡qvRbxq msL¨K Kw¤úDUvi I AvbIwx½K miÄvgvw` I †÷kbvwi mvgMx msMn Kiv n‡q‡Q|
- 423 wU Dc‡Rjv ¯^v¯' Kg‡cø‡· 42 cKvi Jla I GgGmAvi mvgMx mieivn Kiv n‡q‡Q|
- mcvivwfkb I gwbUwis Kvhµg †Rvi`vi Kivi j‡¶¨ Dc‡Rjv ¯^v¯' I cwievi cwiKíbv KgKZv‡`i Rb¨ 98 wU Rxc MvoxmsMn Kiv n‡q‡Q Ges Le kxNB †m¸wj weZiY Kiv n‡e|
- Riæix †ivMx cwien‡Yi wbwg‡Ë 40wU mvaviY A¨v¤^‡jÝ I 10wU †bŠ-A¨v¤^‡jÝ msMn Kiv n‡q‡Q| G¸wj Le kxNB weZiY Kiv n‡e|
- 64wU জেলার ৬৪ Dc‡Rjvq ¯^v¯' Kg‡cø‡· 1wU K‡i KwgDwbwU wKwbK KYvi ¯'vcb Kiv n‡q‡Q|

➢ **†gwW‡Kj eR¨ e¨e¯'vcbv :**
- 108 wU Dc‡Rjv ¯^v¯' Kg‡cø‡· mwVK eR¨ e¨e¯'vcbvi Rb¨ wewfb is‡qi web Ges Ab¨vb¨ c‡qvRbxq mvgMx (21 iK‡gi) mieivn Kiv n‡q‡Q Ges e¨eüZ n‡"Q|
- mwVK eR¨ e¨e¯'vcbv wel‡q †mev`vbKvix, †ivMx, `kbv_x I mvaviY RbM‡Yi KiYxq I m‡PZbZv ewׄi j‡¶¨ 1wU WK‡g›Uvix wbgvY Kiv n‡q‡Q| GwU wewfb †dvivg cPvi Kiv n‡"Q Ges cwZwU Dc‡Rjv ¯^v¯' Kg‡cø‡· mieivn Kiv n‡q‡Q| GQvov wewfb iKg wewmwm mvgMx cYqb, g`Y I mieivn Kiv n‡q‡Q| †hgb- wjd‡jU-10,000 wU, wdcPvU-5,000 wU BZ¨w` Ges G¸wj e¨eüZ n‡"Q|
- eR¨ e¨e¯'vcbv wel‡q 3,300 Kwc cwk¶Y g¨vb‡qj cYqb I g`Y Kiv n‡q‡Q Ges †m¸‡jv cwk¶‡Y e¨eüZ n‡q‡Q Ges n‡"Q|

➢ **UvBevj †nj_ :**
- ¶` b‡Mvóx Aa¨wlZ 74wU Dc‡Rjvq gvbm¤§Z cv_wgK ¯^v¯' cwiPhv †mev †cŠ‡Q †`Iqvi j‡¶¨ c‡qvRbxq GgAvBAvi (47 iKg) mieivn Kiv n‡q‡Q|
- ¶` b‡Mvóxi Aa¨wlZ 69wU Dc‡Rjvq (cvnvox I mgZj GjvKv) ¯'vbxq chv‡q Wv³vi, m¨vK‡gv, dvgwm÷ I mnvqK Kgx mgš‡q MwVZ †gwW‡Kj wU‡gi gva¨‡g Jla I Ab¨vb¨ mvgMxmn 412 wU †gvevBj †gwW‡Kj K¨v¤ú cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|
- ¶` b‡Mvóxi RbMY‡K KwgDwbwU wKwb‡K cmeceK †mev c`v‡bi gva¨‡g cveZ¨ GjvKvq KwgDwbwU wKwb‡K ¯'vfweK cme m¤eci n‡q‡Q;

➢ **Avievb †nj_ :**
- XvKv gnvbMix‡Z we`¨gvb miKvix AvDU‡Wvi wWm‡cbmvix (wRIwW) Gi AeKvVv‡gv, †mevi gvb ew× I Ab¨vb¨ mweavw` wel‡q GKwU †emjvBb mv‡f Kiv n‡q‡Q, hvi Dci wfwË K‡i Ae¯'vi Dbq‡b JICA c‡qvRbxq mn‡hvwMZv c`vb Ki‡e|

- e¯Íevmx, Mv‡g›Um Kgx I åvg¨gvb RbM‡Yi wbKU cv_wgK ¯v¯¨ ‡mev †cŠQ‡bvi j‡¨ XvKv I Ab¨vb¨ wefvMxq kn‡i ¯vbxq e¨e¯vcbvq Wv³vi, c¨viv‡gvWK, dvgwm÷ I Ab¨vb¨ mn‡hvMx KgPwi mgš‡q MwVZ Ges c‡qvRbxq Jla I hšcwZ e¨envi ceK 100wU †gvW‡Kj K¨v¤ú cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|
- knievmx‡`i m‡PZbZv ew×i j‡¨ wRIwW, wUwe wKwbK, msµvgK e¨wa nvmcvZvjmn Ab¨vb¨ ¸iæZcb I `k¨gvb ¯v‡b 74 wU wej‡evW Ges 66 wU mvBb‡evW ¯vcb Kiv n‡q‡Q|

➢ **Avf¨šÍixY I ^e‡`wkK cwk¦Y :**

Avf¨šÍixY: ¯í‡gqv`x

- ¯vbxq miKvi cwZwbwa cwk¦Y (2 w`b) : AskMnYKvix 370883 Rb|
- KwgDwbwU mv‡cvU Mæc cwk¦Y (1 w`b) : AskMnYKvix 105570 Rb|
- Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡cø· Gmlwc cwk¦Y (2 w`b) : AskMnYKvix 814 Rb|
- ‡idv‡ij welqK cwk¦Y (2 w`b) : AskMnYKvix 1059 Rb|
- ‡gwW‡Kj eR¨ e¨e¯vcbv cwk¦Y (1 w`b) : AskMnYKvix 1100 Rb|
- wmweGBPwm †gŠwjK cwk¦Y msµvšÍ wUIwU (4-12) : AskMnYKvix 154 Rb|
- Iwi‡qb‡Ukb IqvKkc I G¨vW‡fv‡Kmx mfv (1-2 w`b) : AskMnYKvix 1082 Rb|

ga¨‡gqv`x :

- wmweGBPwm †gŠwjK cwk¦Y (3 gvm) : AskMnYKvix 279 Rb|

➢ **‰e‡`wkK cwk¦Y :** 8wU e¨v‡Pi gva¨‡g RvZxq I gvVchv‡q Amvavi Y `¦Zv Ges D™vebxgjK Kvhw` m¤úv`bKvix 76 Rb e¨e¯vcK‡K 7 w`b e¨vcx ^e‡`wkK cwk¦Y †`Iqv n‡q‡Q|

➢ **B-dvBwjs e¯Íevqb nvi**
mKj †cvMvg g¨v‡bRvi I †Wcwu †cvMvg g¨v‡bRvimn mswkøó Ab¨vb¨ KgKZv I KgPvix‡`i c_K BDRvi AvBwW †Lvjv n‡q‡Q| mKj‡K G wel‡q cwk¦Y †`qv n‡q‡Q|

➢ **2017-2018 A_-eQ‡i DcKvi‡fvMx msL¨v :**

KwgDwbwU wKwbK (‡gvU wfwR‡Ui msL¨v) :

gvZ¯v¯¨ msµvšÍ ‡mev	wkï¯v¯¨ msµvšÍ †mev	mvavi Y †iv‡Mi †mev	‡gvU wfwRU	KwgDwbwU wKwb‡K ¯vfweK cme
44,77,386	71,24,428	8,07,52,410	9,23,54,224	24,919

Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡cø· (‡mev MnYKvixi msL¨v) :

ewn:wefvM	Riæix wefvM	Avší : wefvM	mvavi Y cme	wmRwiqvb Acv‡ikb	‡gvU cme
47056212	8124440	5920050	440764	420590	861354

➢ **AvMvgx w`‡bi cwiKíbv :**

- **KwgDwbwU wKwbK wbgvY :** 2022 mvj bvMv` me‡gvU 14,890wU KwgDwbwU wKwbK wbgvY m¤úb Kiv n‡e| D‡jøL¨ th, eZgv‡b bZb g‡W‡j 3 K¦ wewkó (¯vfweK cme K¦mn) KwgDwbwU wKwbK wbwgZ n‡"Q| cieZx‡Z mKj KwgDwbwU wKwbK bZb g‡Wj Abhvqx wbwgZ n‡e|

- **KwgDwbwU wKwbK PvjKiY :** 2022 mvj bvMv` mviv‡`‡k 14890wU KwgDwbwU wKwbK Pvj Kiv n‡e|
- **Rbej wb‡qvM :** me‡gvU 14,890wU c‡`i wecix‡Z Aewkó c`mg‡n KwgDwbwU wKwbK wbgvY mv‡c‡¶ wmGBPwmwc wb‡qvM c`vb Kiv n‡e|

- **Jla mieivn :** cieZx‡Z ev¯ÍeZv I c‡qvRbxqZvi †cÖ¶‡Z Jl‡ai ZvwjKv I cwigvb cb:wbavi Y Kiv n‡e|
- **cÖwk¶Y :** bZb wb‡qvMKZ mKj wmGBPwmwc‡`i †gŠwjK cÖwk¶Y c`vb Kiv n‡e| GQvov mKj wmGBPwmwc‡`i cb:cÖwk¶Y c`vb Kiv n‡e| KgiZ mKj gwnjv wmGBPwmwc‡`i Community Skilled Birth Attendant (CSBA) cÖwk¶Y c`v‡bi cwiKíbv i‡q‡Q|
- **AbjvBb wi‡cvwUs I B-‡nj_ :** chvqµ‡g mviv‡`‡k Dc‡Rjv ¯^v¯'¨ Kg‡cø· I KwgDwbwU wKwb‡Ki g‡a¨ B-‡nj_ †mev Kvhµg m¤úmviY Kiv n‡e|
- **¯vfwweK cme :** chvqµ‡g mviv‡`‡ki mKj KwgDwbwU wKwb‡K ¯vfwweK cme †mev Pvj Kiv n‡e|
- **‡kó KwgDwbwU wKwb‡Ki ci¯‹vi c`vb :** KwgDwbwU wKwb‡K †mev`vbKvix‡`i DrmvwnZKi‡Yi j‡¶¨ cÖwZeQi †kô KwgDwbwU wKwb‡Ki ci¯‹vi c`vb Kiv n‡e|
- **‡nj_ AvDUKvg wbiæcb :** cwZwU MvgxY RbM‡Yi ¯^v¯'¨ ‡mev wbwðZ Kivi j‡¶¨ Lvbv wfwËK ¯^v¯'¨ †mev KvW weZi‡Yi cwiKíbv Av‡Q| Gi gva¨‡g cwievi‡ii Z_¨ I KwgDwbwU wKwb‡K †mev`v‡bi Z_¨ hvPvB evQvB Gi gva¨‡g ¯^v¯'¨ †mevi mvg¨Zv I h_vh_ e¨env‡ii Ae¯v wbiæcb Kiv m¤e n‡e|
- **gwë cvicvm †nj_ f‡jw›Uqvi :** cwZwU KwgDwbwU wKwbK GjvKvq c‡qvRbxq msL¨K gwë cvicvm †nj_ f‡jw›Uqvi evQvB I Zv‡`i‡K `wqZ-KZe¨ wel‡q Iwi‡q‡›Ukb c`vb Kiv n‡e| G‡Z mevi Rb¨ ¯^v¯'¨ wbwðZ Kiv mnR n‡e|
- **KwgDwbwU wKwbK Kbvi ¯vcb :** chvqµ‡g mviv‡`‡k mKj Dc‡Rjv ¯^v¯'¨ Kg‡cø‡· KwgDwbwU wKwbK KYvi ¯vcb Kiv n‡e|

26 Gwcj 2018 KwgDwbwU wKwbK w`em D`hvcb

৪.১.২ মেটারনেল নিওনেটাল চাইল্ড এন্ড এ্যাডোলসেন্ট হেলথ (এমএনসিএন্ডএএইচ)

২০১৭-২০১৮ মাসে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

ইপিআই প্রোগ্রাম :

- হিউম্যান পেপিনোমা ভাইরাস (HPV) এর টিকা গাজীপুর জেলায় ডেমোনেস্ট্রেশন প্রোগ্রামের ২য় বছরে ২য় ডোজ এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম ২২ নভেম্বর ২০১৭ শেষ হয়েছে।
- ফ্রাকশনাল আইপিভি টিকাদান প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারা দেশে টিকাদান কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- (ছয়)টি জেলায় ইপিআই স্টোর নির্মাণসহ কোল্ড রুম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১১টি জেলায় ইপিআই ১১টি স্টোর নির্মাণ ও সংস্কার চলমান আছে।
- কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যাংছড়ি উপজেলায় নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মায়ানমার জনগোষ্ঠীর জন্য OCV টিকাদান ক্যাম্পেইন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালসমূহে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে ইপিআই কার্যক্রমের উপর ০১ (এক) দিনের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে।
- Standard Operational Procedure (SOP) প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়।

এনএনএইচপি এন্ড আইএমসিআই প্রোগ্রাম :

- ৪৫৮ (চারশত আটান্ন) জন চিকিৎসক, নার্স ও মাঠকর্মীদের সমন্বিত নবজাতক সেবা প্যাকেজ-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৫৮৯ (পাঁচশত উননব্বই) জন চিকিৎসক ও নার্সদের ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৭৭৫ (সাতশত পঁচাত্তর) জন চিকিৎসক এবং নার্সদের ETAT-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ম্যানেজারদের NNHP Tool Kit এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৬৮৩৫ (ছয় হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ) জন Doctor, SACMO, Field Staff -দের Revised IMCI Protocol -এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৬২৬ (ছয়শত ছাব্বিশ) জন ডাক্তার ও নার্সদেরকে HBB এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ম্যাটারনাল হেলথ প্রোগ্রাম :

- **ডিএসএফ** কার্যক্রমভূক্ত ৫৩ উপজেলায় মোট ৬৬,৪৫৭ জন দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছে।
- ইতোপূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল সিএসবিএ যথারীতি মাঠপর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন অপারেশনাল প্ল্যানের নতুন সিএসবিএ (৬ মাস ব্যাপী) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে। ৫৪ (চুয়ান্ন) জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
- CSBAT Supervision & monitoring এবং Appraisal workshop ২০১৮ সম্পন্ন হয়েছে। এই পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে এবং বিভাগ (সিলেট ও চট্টগ্রাম) ও জেলা পর্যায়ে (মৌলভীবাজার/সুনামগঞ্জ/নোয়াখালী/রাঙ্গামাটি) ANC, PNC প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০১৮ প্রথম বারের মত প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে গর্ভবর্তী মায়েদেরকে নিরাপদ প্রসবের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- বর্তমানে দেশে মাতৃমৃত্যু হার ১৭৬ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে) এই হার ২০২২ সালের মধ্যে ১০৫ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে)-এ নামিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে (এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী)।

এ্যাডোলসেন্ট হেলথ প্রোগ্রাম :

- চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলায় মোট ১০৫০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে এ্যাডোলসেন্ট হেলথ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মৌলভীবাজার ও বরিশাল জেলায় মোট ৫১০ জন এ্যাডোলসেন্ট পিয়ার গ্রুপকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর ও মৌলভীবাজার জেলায় মোট ৭৫০ জন গেইট কিপারকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম :

- ২৩**টি** ক্লিনিকের মাধ্যমে ৭,৯১৫ (সাত হাজার নয়শত পনের) জন ছাত্র/ছাত্রীর স্ক্রীনিং করানো হয়েছে, ৫,৯৮২ (পাঁচ হাজার নয়শত বিরাশি) জন অসুস্থ ছাত্র/ছাত্রীর বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, ১৭৩ (একশত তিয়াত্তর) জন অসুস্থ ছাত্র/ছাত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্কুলে ১০২ (একশত দুই)টি স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক সেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

- সিলেট জেলায় ৮ (আট) ব্যাচে ২৬৪ (দুইশত চৌষট্টি) জন এবং কুমিল্লা জেলায় ৬ (ছয়) ব্যাচে ১৫৬ (একশত ছাপ্পান্ন) জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.১.৩ †nj_ Bbdi‡gkb wm‡÷g GÛ B-†nj_

২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- জাতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও টেবলেট কম্পিউটার প্রতিস্থাপনসহ এবং ইন্টারনেট সংযোগ চালু রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১০০০০ মডেম ও ৪০০০ ট্যাবলেট ক্রয় করা হয়েছে।
- অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ৮০টি প্রতিষ্ঠানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- পরিসংখ্যান কাজের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদেরব্যবহারের জন্য ২০০টি মোটরসাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩ হেলথ কল সেন্টরের কার্যক্রম জোরদারের জন্য প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৩৮৩৮ জনকে বিভিন্ন সফটওয়্যার ও সিস্টেমের উপর কম্পিউটার প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতি বছরের মত Health Bulletin 2017 প্রকাশ করা হয়েছে।
- ১০০টি প্রতিষ্ঠানে আধূনিক ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সরবরাহের জন্য প্রযোজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
- দেশের সকল সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহের সেবার মান সম্পর্কে জনগনের অভিযোগ ও পরামর্শ জানা (Grievences and Redress System) এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএমএস-ভিত্তিক ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধন করা হয়েছে।
- হেল্থ সিস্টেম এস্ট্রেন্থদেনিং (এইচএসএস) কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হেল্থ মিনিস্টারস পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল এবং ৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল মিলিয়ে মোট ৪৬৩টি প্রতিষ্ঠানে আংগুলের ছাপ সনাক্তকারী রিমোট ইলেক্টনিক্স অফিস এটেনডেন্স সিস্টেম জোরদার করা হয়েছে।
- রুটিন হেলথ ইনফরনমেশন সংগ্রহের জন্য স্বাস্থ্য অধিপ্তর কর্তক চালুকৃত DHIS2 সফটওয়্যারটি সফলভাবে ব্যবহারের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগে স্থাপিত ডাটা সেন্টারটির এক্সপ্যানশানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে সার্ভার, রাউটার, ফায়ারওয়্যাল, ভিএমওয়্যার সফটওয়্যার, ইত্যাদি।
- স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনাধীন সকল মানব সম্পদকে ব্যবস্থাপনা করার জন্য হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম সিস্টেম (এইচআরআইএস) সভলভাবে ব্যবহারের প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইন ট্রান্সফর, পোস্টিং চালু করা হয়েছে।

- বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে সরবরাহের জন্য মেডিকেল বায়োটেকনলোজি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

৪.১.৪ nmwcUvj mwf‡mm g¨v‡bR‡g›U (GBPGmGg)

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

- †`‡ki †gvU 116wU ‡gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, we‡kl wqZ nvmcvZvj, †Rjv nvmcvZv‡j Wv‡qU, Ila, hšcvwZ, GgGmAvi (wPwKrmv DcKiY) mvgMx µ‡qi Rb¨ Aw_K eivÏ c`vb Ges mvgMxmg‡ni cvc¨Zv wbwðZ Kiv n‡q‡Q;
- D‡jøwLZ 116 wU nvmcvZv‡j Dbqb LvZ f ³ mKj e¨q wbev‡ni Rb¨ c‡qvRbxq mnvqZv c`vb Kiv n‡q‡Q;
- nvmcvZvjmg‡n mieiv‡ni Rb¨ AvaybK KwWqvK অ্যা¤‡jÝmn 25wU অ্যা¤‡j‡Ýi µq cwµqv m¤úb Kiv n‡q‡Q;
- †emiKwi nvmcvZvj/wKwbK, WvqvMbw÷K †m›Uvi, eøvW e¨vsK jvB‡mÝ c`vb I bevqb cwµqv AvaybKxKi‡Yi j‡ÿ¨ AbjvBb wfwËK md&UIq¨vi cøvUdg ˆZwi Ges e¨env‡ii Rb¨ Db¥³ Kiv n‡q‡Q;
- e½eÜi ¯‡`k cZ¨veZb w`em 10 Rvbqwi‡Z Ó_¨vjv‡mwgqv m‡PZbZv w`emÓ wnmv‡e cvjb Ges _¨vjv‡mwgqv cwZ‡iva I wPwKrmvi Rb¨ RbM‡Yi K DØ× Kiv n‡q‡Q;
- we‡klÁ wPwKrmK‡`i AskMn‡Y IqvKkc, †mwgbv‡ii gva¨‡g ÔnvmcvZv‡j Ri æix †mev e¨e¯vcbv MvBWjvBbÓ Gi Lmov cYqb Kiv n‡q‡Q;
- †`‡k miKwi I †emiKwi chv‡q we‡kl wqZ †mev h_v AvBwmBD, wmwmBD, WvqvjvBwmm †K›`, ¯'vb cfwZi †mevi gvb wbY‡q cwiw¯wZ we‡køIY (Situation Analysis) Gi D‡`¨vM MnY Kiv n‡q‡Q;
- †`‡ki mKj †Rjvq ¯'vb †mev mnRjf¨ Kivi Rb¨ †gvU 18 wU ¯'vb ¯vc‡bi cwµqv Pjgvb i‡q‡Q;
- AvBwmBD, wmwmBD Ges WvqvjvBwmm †mev m¤úmvi‡Yi D‡Ï‡k¨ hšcvwZ µq cwµqv m¤úb Kiv n‡q‡Q;
- †Rjv chv‡q gvbwmK ¯v¯¨ †mev ewx×i j‡ÿ¨ †Rjv nvmcvZv‡j KgiZ wPwKrmK‡`i cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;
- RvZxq cexb ¯v¯¨ †mev bxwZgvjv Ges MvBWjvB‡bi Lmov cYqb Kiv n‡q‡Q;
- RvZxq _¨vjv‡mwgqv e¨e¯vcbv MvBWjvB‡bi Lmov Ab‡gv`b Kiv n‡q‡Q|
- XvKv I PÆMv‡g 2wU mgwšZ _¨vjv‡mwgqv ‡ivM wbYq Ges e¨e¯vcbv †K›` ¯vc‡bi Rb¨ cwiKíbv MnY Ges µq cwiKíbv Ab‡gv`b Kiv n‡q‡Q;
- miKwi I ‡emiKwi ¯v¯¨ †mev cwZôvbmg‡n ‡mevi gvb wbwðZKi‡bi j‡ÿ¨ RvZxq GwµwW‡Ukb c‡UvK‡ji Lmov cYqb Ges gšYvj‡q †ci‡| GwµwW‡Ukb gvb`Ûmgn wbavi‡Yi Rb¨ D‡`¨vM MnY Kiv n‡q‡Q|
- †`‡ki wewfb ‡Rjv nvmcvZv‡j bvix evÜe nvmcvZvj Kgm&চি ev¯Íevqb| BDwb‡m‡di Aw_K I KwiMix mnvqZvq ivOvgwU, ev›`ievb, UvOvBj Ges †bÎ‡Kvbvq KgmwP Pjgvb i‡q‡Q|
- ময়M`v †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj Ges cvebv, bv‡Uvi, PvcvBbeveMÄ, †bÎ‡Kvbv †Rjv nvmcvZv‡j wPwKrmK, bvm I Ab¨vb¨ †mev c`vbKvix‡`i bvixi cwZ mwnsmZv Ges wkï-gvZ ¯v¯¨ weI‡q cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;
- 15wU wkï weKvk †K›` - Gi gva¨‡g cvq 45,000 wkï‡K AwURg Ges Ab¨vb¨ wbD‡iv‡W‡fjc‡g›Uvj wWRAW‡ii wPwKrmv c`vb Kiv n‡q‡Q;
- wm‡jU I PÆMvg wefv‡Mi 15wU †Rjv nvmcvZv‡j 24/7 mgwšZ Riæix cmwZ ‡mev c`v‡bi j‡ÿ¨ dvwmwjwU G‡mm‡g›U cwiPvjbv| 06wU nvmcvZv‡j 24/7 mgwšZ Riæix cmwZ ‡mev c`v‡bi j‡ÿ¨ mKj Kvhµg MnY Kiv n‡q‡Q;
- ‡Rjv nvmcvZv‡j †cv÷ g‡Ug I †gwW‡KwjM¨vj Kvhµg Dbq‡bi Rb¨ cwiKíbv MnY Ges wPwKrmK‡`i cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;
- †Rjv I Z`aŸ chv‡qi nvmcvZvjmg‡ni †mevi gvb ewx×i Rb¨ 5S-CQI- TQM c×wZ cPjb| 2017-18 A_eQ‡i †gvU evþYewoqv †Rjv nvmcvZv‡j c‡qvRbxq cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q|
- 93wU miKwi nvmcvZv‡ji eøvW e¨vs‡Ki c‡qvRbxq eøvW e¨vsK, wiG‡R›U, wdRmn Ab¨vb¨ DcKiYw` mieivn Kiv n‡q‡Q;

- †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡ji wkক্ষvbwem wPwKrmK‡`i i‡³i wKwbK¨vj e¨envi m¤ú‡K cwkক্ষY c`vb Kiv n‡q‡Q;
- 18wU nvmcvZv‡j †gwW‡Kj eR¨ e¨e¯vcbv wbwðZ Kivi Rb¨ Aw_K eivÏ c`vb Ges †emiKwi ms¯vi gva¨‡g e‡R¨i Acmvi‡Yi e¨e¯v Kiv n‡q‡Q;
- 16wU nvmcvZv‡j Av`k eR¨ e¨e¯vcbv Pvj Kivi j‡ক্ষ¨ cwkক্ষY m¤úb n‡q‡Q;
- 4wU †Rjv nvmcvZv‡j Asset Management System md্‌টIq¨vi cøvUdg Pvji gva¨‡g m¤ú` e¨e¯vcbv AvawbKx Kiv n‡q‡Q;

৪.১.৫ জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস)

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- অতিরিক্ত সচিব (জ/বি) এর নেতৃত্বে আইইসি টেকনিক্যাল কমিটি জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতে আচরণগত পরিবর্তন (বিসিসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে টেলিভিশনসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারের নিমিত্ত জিও-এনজিও প্রাইভেট অর্গানাইজেশন কর্তৃক প্রণীত টিভিস্পট, টিভিস্ক্রল, জিংগেল, প্যামপ্লেট, পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডিং-পুস্তিকার গুণগতমান যাচাই-বাছাই মূল্যায়ন অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই কমিটি মাসে কমপক্ষে ৪/৫টি সভায় মিলিত হয়ে ৩০০টিরও অধিক আইইসি টেকনিক্যাল উপকরণ অনুমোদন করেছে।
- পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ, আইওয়াইসিএফ, স্যাম ও সিমাম (IYCF, SAM, CMAM) ও অন্যান্য অনুপুষ্টির উপরে ৩৮,৫৪১জন (ডাক্তার, নার্স, মাঠকর্মী) কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শিশুদের পুষ্টি সেবার জন্য মোট ৪২৪টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আইএমসিআই ও পুষ্টিকর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।
- মারাত্মক অপুষ্ট শিশুদের চিকিৎসার জন্য ২০২টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্যাম (Severe Acute Malnutrition) কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।
- খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার তৈরী করা হয়েছে।
- হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ কমিউনিটি ক্লিনিকে ০-৫ বছর বয়সী শিশুদের ওজন পরিবীক্ষণ ও কাউন্সেলিং এর জন্য গ্রোথ মনিটরিং এন্ড প্রোমোশন (জিএমপি) কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে।
- ৫৯২টি উপজেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে 'শিশু বান্ধব হাসপাতাল' কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সকল সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- মহিলাদের রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ৪৮ কোটি আয়রন ফলেট ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- সারাদেশে World Breast feeding Week পালন করা হয়েছে;
- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান নবজাতকের কম জন্মওজনে-এর উপর পরিচালিত জরীপ ফলাফল প্রকাশ করেছে।
- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান-এ ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- প্রতি বছর ২ বার (৪-৬ মাস অন্তর) ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন + উদ্‌যাপন করা হয়েছে;
- এ বছর ২৩-২৯ শে এপ্রিল জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন করা হয়েছে;

চলমান প্রকল্পের তালিকা :

- আইওয়াইসিএফ (মাতৃদুগ্ধ ও পারিবারিক সুষম খাবার খাওয়ানো)
- মাতৃ পুষ্টির উন্নয়ন
- কিশোর কিশোরী পুষ্টি উন্নয়ন
- অনুপুষ্টির ঘাটতি সম্পূরণ
- মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা ব্যবস্থা
- বয়স্কদের জন্য পুষ্টিসেবা
- দূর্যোগকালীন সময়ে পুষ্টিসেবা
- শিশুদের ওজন ও উচ্চতা পরিবীক্ষণ
- ২৪ থেকে ৫৯মাস বয়সী শিশুদের মাঝে কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ
- ওজনাধিক্য/স্থুলতা নিয়ন্ত্রণ/প্রতিরোধ
- পুষ্টিমান উন্নয়নে সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (এসবিসিসি)
- নিরাপদ খাদ্য কাযক্রম/কর্মসূচি
- পুষ্টিতে ওয়াস/পয়:ব্যবস্থাপনা
- খাদ্য সমৃদ্ধকরণ

- জলবায়ু পরিবর্তনে পুষ্টিসেবা
- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ শক্তিশালীকরণ
- বহুখাত সমন্বয় সাধন (অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তর)
- পুষ্টিসেবার জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন
- জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ
- পুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও বিধি পরিবীক্ষণ
- পুষ্টি বিষয়ক যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ও মালামাল ক্রয় ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা
- পুষ্টি সম্পর্কিত কাযক্রমের পরিবীক্ষণ জরিপ, গবেষণা ও মূল্যায়ন
- পুষ্টি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
- শিল্পকারখানা, দূর্গম এলাকা এবং শহরের বস্তি এলাকায় পুষ্টি সেবা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
- আইএমসিআই পুষ্টি কর্ণার শক্তিশালীকরণ

৪.১.৬ কমিউনিকেবল ডিজিজেজ কন্ট্রোল (সিডিসি)

ম্যালেরিয়া

2007 mvj nB‡Z 2017 mvj chšÍ g¨v‡jwiqvi wPÎ :

mvj	‡gvU ‡ivMxi msL¨v	wc.Gd	wc.wf	wgk	gZ¨
2011	51,775	49,086	2,579	110	36
2012	29,518	27,651	1,699	168	11
2013	26,891	25,815	983	93	15
2014	57,480	41,261	3,348	12,871	45
2015	39,719	26,525	4,011	9,183	9
2016	27,737	17,318	3,306	7,113	17
2017	29,247	23,328	4,444	1,475	13

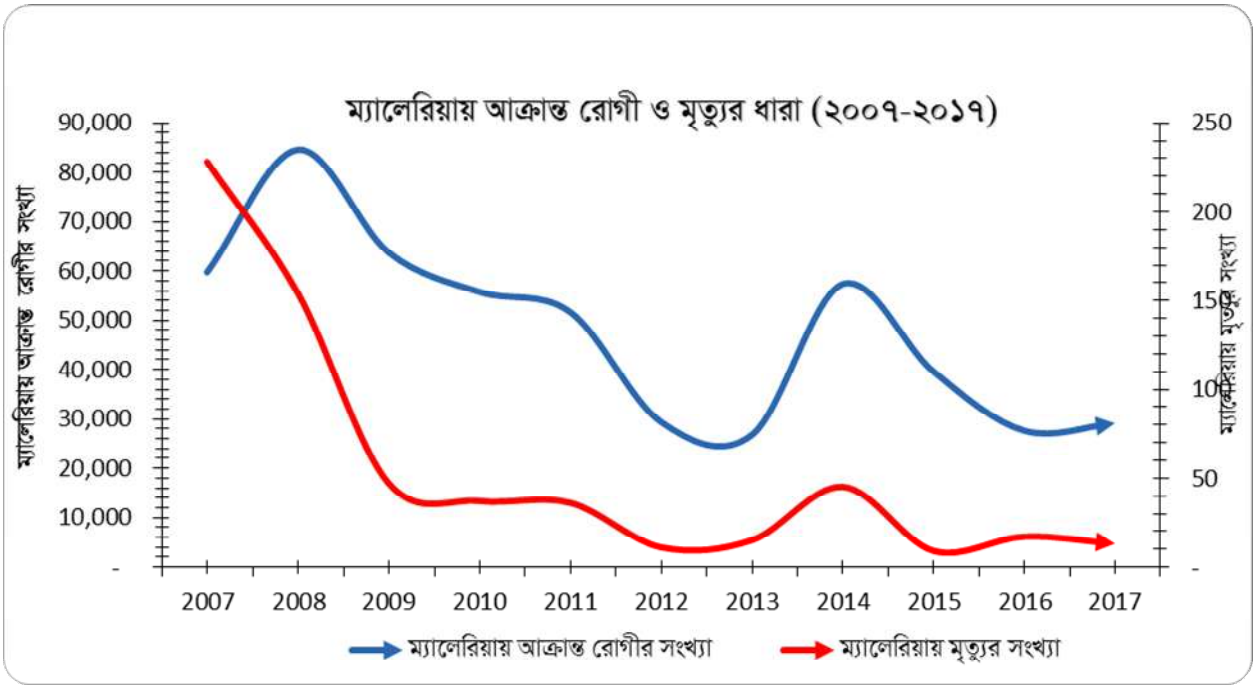

evsjv‡`‡k d¨vjwm‡civg g¨v‡jwiqvi msL¨v fvB‡f· g¨v‡jwiqvi Zjbvq †ewk, hv h_vµ‡g 84.8% I 15.2% (2017 mv‡ji wi‡cvU Abmv‡i)|

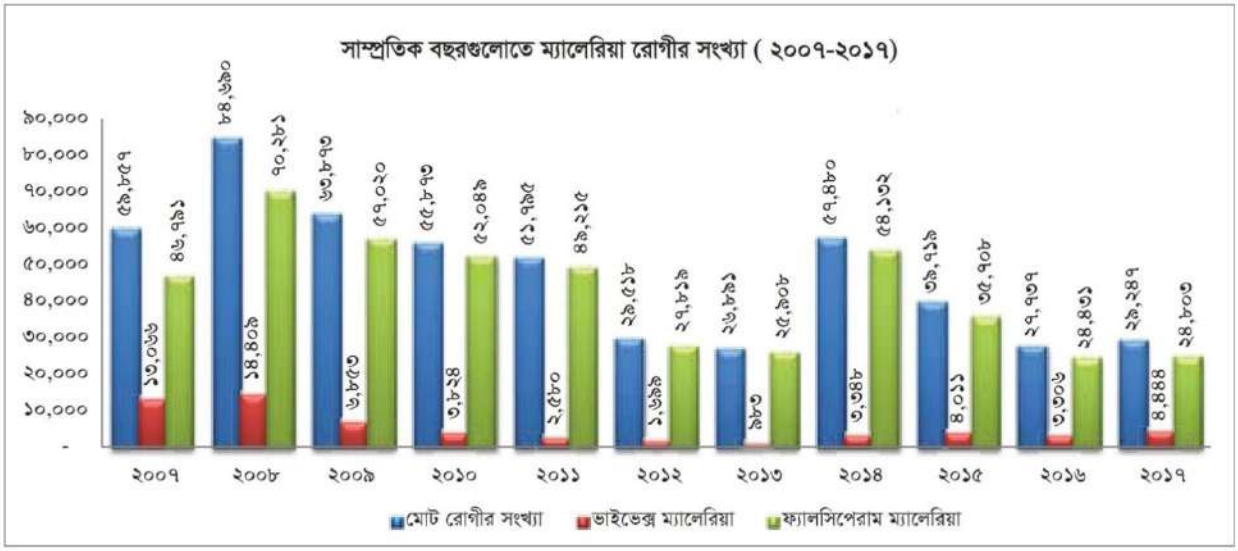

- **dvB‡jwiqwmm wbgj, Kvg wbqšY Kvhµg I ক্ষ‡` Wv³vi KgmwP**
    - dvB‡jwiqv Aa¨wlZ 19 †Rjvq dvB‡jwiqvq Avµvš Í †ivMx‡`i Rb¨ giwewWwU g¨v‡bR‡g›U mwfm Pvj i‡q‡Q|
    - dvB‡jwiqv Aa¨wlZ 19 †Rjvq MYJla †meb Kvhµg mgwß ciewZ mvif¨vB‡jÝ Pj‡Q| 8wU †Rjvq TAS – 3 (transmission Assessment Survey) Kvhµg m¤úbœ n‡q‡Q|

- mviv †`‡ki cv\_wgK Ges gva¨wgK chv‡qi we`¨vjqmg‡n 2 evi ক্ষ‡` Wv³vi KZ©K we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx‡`i ¯^v¯' cix¶v Kvhµg m¤úb n‡q‡Q|
- mviv †`‡k A‡±vei Ges Gwcল ivD‡Û cvq 4 †KwU ¯‹jMvgx wkï‡`i (5-16 eQi) 2 evi KwgbvkK ewo †meb Kiv‡bv n‡q‡Q|

➢ **KvjvRi wbgj KgmwP :**

KvjvRi wbgj KgmwPi AMMwZ :

- Dc‡Rjv chv‡q K¨v‡¤cB‡bi gva¨‡g KvjvRi †ivMx wPwýZ Kiv; ‡gvU 13wU Dc‡Rjvq 50wU K¨v¤ú K‡i bZb Kg‡cø· Ges †Rjv I wefvMxq chv‡q nvmcvZv‡j KvjvRi †ivMxi wPwKrmv c`vb Kiv n‡q‡Q ;
- 100wU KvjvRi Dc`Z GjvKvi Wv³vi I bvm‡`i 3 w`be¨vcx KvjvRi e¨e¯'vcbvi Dci 13wU e¨v‡P (cwZ e¨v‡P 15 Rb Wv³vi I 15 Rb bvm) †gvU 390 Rb‡K cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q ;
- 14wU †Rjv I wefvMxq chv‡q ¯^v¯' cwi`kK, mnKvwi ¯^v¯' cwi`kK I wmGBPwmwc‡`i KvjvRi †iv‡Mi e¨e¯'vcbv wel‡q cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q (cwZe¨v‡P ‡gvU 35 Rb) ;
- Dc‡Rjv chv‡qi HI, AHI and team Leader †K Indoor Residual Spraying (IRS) wel‡q Gi Dci cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q;
- Dc‡Rjv chv‡q (‡gvU 25 wU Dc‡Rjv) evox evox cwi`k‡bi gva¨‡g Indoor Residual Spraying (IRS) Kiv nq;
- Dc‡Rjv chv‡q Ges †Rjv I wefvMxq chv‡q nvmcvZv‡j KgiZ Wv³vi, bvm, MT lab, Statistician and Statistical Assistant I Web based Surveillance System(dhis-2) wel‡q cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q;
- RbM‡Yi g‡a¨ KvjvRi †iv‡Mi Dci m‡PZbZv mwói Rb¨ leaflet, poster and sticker weZiY Kiv n‡q‡Q;

➢ **RjvZ¼ wbgj KgmwP**

- webv g‡j¨ 1,80,000 fvqvj Inj: ARV mieivn ও 2,65,275 Rb‡K cvYxi Kvg‡oi wPwKrmv c`vb Kiv n‡q‡Q**;**
- 3402 জন wPwKrmK, bvm I mswkøó f¨vKwmb msMvnK‡K cvYxi Kvg‡oi wPwKrmv wel‡q cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q;
- 1500 জন wPwKrmK, bvm I mswkøó f¨vKwmb msMvnK‡K cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q;
- Rbm‡PZbZv ew×র লক্ষ্যে 16573 Rb cwZwbwamn Ab¨vb¨‡`i gv‡S Rbm‡PZbZvgjK Kvhµg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q;
- 12wU পূর্ণ †Rjv, ২টি wmwU K‡cv‡ikন ও ২টি উপজেলায় GgwWwf Kvhµg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q;
- 2,78,951wU KKi‡K RjvZ¼ cwZ‡ivax f¨vKwmb c`vb Kiv n‡q‡Q;
- wek RjvZ¼ w`em 2017 D`hvcb Kiv n‡q‡Q;
- RjvZ¼ wbqšY †K›`mg‡ni Kvhµg cwiPvjbv I gwbUwis Pjgvb i‡q‡Q ;

➢ **B›Uvib¨vkbvj †nj_ †i¸‡jkb (IHR), gvB‡Mkb †nj_ GÛ BgvijwRs wi-BgvijwRs KgmwP**

- Training of Doctors on Prevention & Control of Emerging Diseases, IHR & IHR Related Diseases:- cwZwU Dc‡Rjv n‡Z 01 Rb K‡i †gvU **450** - UH&FPO - ‡K cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q;
- Orientation of newly recruited doctors on IHR, Prevention and control of Avian & Pandemic & other IHR Related emerging diseases. cwZwU Dc‡Rjv n‡Z 01 Rb K‡i (we‡kl K‡i bZb wb‡qvM cvß †gwW‡Kj Awdmvi) **270** Rb‡K †Uwbs c`vb Kiv n‡q‡Q;

- Central Level training for SSNS, SACMOS, Pharmacists & MT (Lab) on International Health Regulattion IHR & IHR Related Diseases:- cwZwU Dc‡Rjv n‡Z SSN 01 Rb SACMOS 01 Rb Pharmacists 01 Rb MT (Lab) 01 Rb = †gvU 04 Rb K‡i **1070** Rb ‡K cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;

- Sensitization of RMOs, MODCs and Related person on Prevention & control of IHR Related Diseses ; cwZwU Dc‡Rjv n‡Z 02 Rb K‡i (RMOs, MODCs & district Hospital RMOs, MODCs) **732** Rনকে cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;
- "Central Level Training for CHCPs & Health Assistants on IHR & IHR Related Diseases" - cwZwU Dc‡Rjv n‡Z 02 Rb K‡i CHCPs & 02 Rb K‡i Health Assistants **748** Rb‡K cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;
- Orientation Workshop for Deputed Medical Officers in Temporary Medical Centers for Forcibly displaced Myanmer National`s in Cox`s Bazar & Bandarban- A‡±vei 2017 - Rb 2018 chšÍ †gvU 09wU e¨v‡P 135 Rb wPwKrmK‡K †iwnn½v †gwW‡Kj wU‡g KvR Kivi Rb¨ Orientation c`vb Kiv Kiv n‡q‡Q;
- IHR-2005 Implementation and Prevention & Control Of Emerging- Re-emerging Diseases. DMCH Hospital, Dhaka - **80** Rb Wv³vi I we‡klÁ wPwKrm‡Ki cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;
- IHR-2005 Implementation and Prevention & Control Of Emerging – Re-emerging Diseases.' SSMC & Mitford Hospital, Dhaka - **65** Rb Wv³vi I we‡klÁ wPwKrm‡Ki cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;
- wegvb e›`i I Avk‡KvYv A¯^vqx n¯¾ †gwW‡Kj K¨v‡¤úi wb‡qvMKZ KgKZv KgPvix‡`i IqvKkc 03 (wZb) wU e¨vচ wewfb K¨vUvMwii ‡gvU **90** Rb†K প্রশিক্ষণ c`vb Kiv n‡q‡Q;
- Entomological Surveillance and Mosquito Vector control Crush Programme By CDC DGHS and HISA - **8** w`b e¨wc XvKv nhiZ kvnvRvjvj AvšÍRwZK wegvb e›`‡i gkK wba‡b µvk †cvMvg Kiv n‡q‡Q;

➢ **Gw›UgvB‡µvweqvj †iwRm‡UÝ Kb‡UBb‡g›U, fvBivj †ncvUvBwUm I Wvqwiqv wbgj KgmwP**
  - fvBivj †ncvUvBwU‡mi Dci Kgkvjv Av‡qvRb Ges †`‡ki mKj †Rjv Dc‡Rjv chv‡q 700 Gi AwaK Wv³viMY‡K cwkক্ষY c`vb Kiv n‡q‡Q;
  - wek Gw›Uev‡qwUK m̈Bvn 2017 m‡PZbZv I Dদ্‌hvcb Dcj‡ক্ষ XvKv kn‡ii wewfb †gwW‡Kj K‡jR †_‡K Aa¨ক্ষ, wefvMxq cavb Ges ‡gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj †_‡K cwiPvjKe›` I ¯^v¯' Awa`ß‡ii cwiPvjK, Dc-cwiPvjK I Ab¨vb¨ KgKZv‡`i মমন্ব‡q MZ 15 b‡f¤^i 2017 ZwiL e½eÜ †kLgwRe †gwW‡Kj wekwe`¨vjয়ে wek Gw›Uev‡qwUK m‡PZbZv m̈Bvn Dদ্‌hvcb I Av‡jvPbv mfv AbwôZ n‡q‡Q;
  - evsjv‡`‡ki 54wU miKvরি I †emiKvরি †gwW‡Kj K‡j‡R wek Gw›Uev‡qwUK m̈Bvn Dদ্‌hvc‡bi gva¨‡g wewfb KgmwP ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q;
  - †ncvUvBwUm we f¨vKwmb I †ncvUvBwUm wm Gi Jla webvg‡j¨ ¯^v¯' †mev`vbKvix I ‡ivMx‡`i Jla mieivn Kiv Pjgvb Av‡Q**;**

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জলাতঙ্ক মুক্ত করা ;
- ম্যালেরিয়া প্রবণ ১৩টি জেলার মধ্যে ভিশন ২০২১ অনুযায়ী ৮টি জেলা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৬৪ টি জেলা ম্যালেরিয়া মুক্ত করা;
- ২০২২ সালের মধ্যে হেপাটাইটিস "বি" এর রোগীর সংখ্যা ২০১৪ সালের তুলনায় ২৫ শতাংশ কমিয়ে আনা;
- এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের গাইডলাইন প্রণয়ন করা;
- ২০৩০ সালে ভিতর দেশের বিভিন্ন পোর্ট অব এন্ট্রিসমূহে আন্তর্জতিক স্বাস্থ্য বিধি (২০০৫) অনুযায়ী সক্ষমতা অর্জন করা;

৪.১.৭ bb KwgDwb‡Kej wWwRR K‡›Uªvj †cÖvMÖvg (GbwmwWwm)

2017-2018 A_ eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvhv©ewj :

(1) cwkÿY Kvh©µg :

µwgK bs	Kvh©µg	cwkÿYv_x©	2016-2017	2017-2018	gšÍe¨
1.	cwkÿY	wPwKrmK	-	8827 Rb	
		†mweKv	-	6590 Rb	
		c¨viv †gwW·	-	1340 Rb	
2.	†mwgbvi	wPwKrmK	1000 Rb	13780 Rb	
		†mweKv	1000 Rb	13780 Rb	
		c¨viv †gwW·	3000 Rb	41340 Rb	
3.	mv‡f©	-	11 wU	10 wU	welq wfwËK
4.	wiPvm©	-	9 wU	10 wU	welq wfwËK

(2) cwKDi‡g›U :

µwgK bs	Kvh©µg	cwkÿYv_x©	2016-2017	2017-2018	gšÍe¨
1.	‡gwWwmb µq		1 †KwU UvKv	36.94 †KwU UvKv	BwWwmGj Ô i gva¨‡g
2.	GgGmAvi (†gwW‡Kj BKBc‡g›U) µq		-	17.40 †KwU UvKv	wmGgGmwWÔi gva¨‡g
3.	AvBBwm mvgMÖx wcÖ›Us	-	-	11.60 †KwU UvKv	weGgwUGdÔi gva¨‡g
4.	cPvi I weÁvcb	-	-	6.90 †KwU UvKv	Dc‡Rjv ¯^v¯¨ I c : c : KgKZ©v‡`i gva¨‡g

fwel¨Z cwiKíbv :

- AmsµvgK †ivM wel‡q Avil Rbm‡PZbZv I wPwKrmK, bvm© Ges c¨viv‡gwW· mn mKj ¯^v¯¨Kg©x‡`i `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ cwkÿY, AewnZKiY mfv, Kbdv‡iÝ, †mwgbvi Kvh©µg cwiPvjbv Kiv;
- cwZwU †Rjvq/Dc‡Rjvq ¯^wcZ GbwmwW KY©vi I mPj KwgDwbwU wK¬wb‡K BwmwR †gwkb, wewc †gwkb, †÷‡_v‡¯‹vc, †gRwis †Uc, Mø‡KvwgUvi I IRb gvcvi †gwkb mieivn K‡i ¯^qsm¤ú~Y© Kiv;

- cwkক্ষY Kvhµg I Rbm‡PZbZv ewׄi Rb¨ cwkক্ষY gwWDj/MvBW jvBb/cwkক্ষY mnwqKv/AvBBwm mvgMx Avc‡WU/cYqb/cKvk Kvhµg †Rvi`vi Kiv;
- ewo‡Z ewo‡Z AmsµvgK †ivMxi Z_¨ msMn/mv‡f Kvhµg cwiPvjbv Kiv;
- ewo‡Z ewo‡Z Av‡mwb‡Kwmm †ivMxi Z_¨ msMn/mv‡f Kvhµg nvjbvMv` Kiv;
- `‡hvMce c¯wZ I `‡hvMKvjxb ¯v¯¨ SwK †gvKv‡ejvq Rbm‡PZbZv ewׄi wbwgË B‡jKUwbK wgwWqvq cPv‡ii Rb¨ GKwU WK‡g›Uix c¯Z Kiv n‡e;

- DcKjxq I দুMg GjvKvq `‡hvMKvjxb ¯v¯¨ SwK †gvKv‡ejvq GKwU cYv½ **Makeshift Hospital** ¯vc‡bi D‡`¨vM I cwiKíbv cYqb ev¯Íevqb Kiv;
- knivÂ‡j fwgK¤ú cieZx mgwšZ ¯v¯¨‡mev KgcwiKíbv (Post Earthquake Comprehensive Health Care Action plan for Urban Cities) nvmcvZv‡ji AeKvVv‡gvMZ wec`vcbZv wbiƒcY mnwqKv (Guideline for Hospit:al Non Structural Vulnerability Assessment) MvBW jvBb cYqY I g`Y Kiv;
- AmsµvgK ‡ivM (nvBcvi †Ubkb, Wvqv‡ewUm, K¨vÝvi, wmIwcW), BbRwi cwZ‡iva (Drowning, Snake or Animal bite, Suicide), `‡hvM e¨e¯vcbv weI‡q M‡eIYv Kvhµg cwiPvjbv Kiv;
- chvß cwigv‡Y JIa, wPwKrmv DcKiY µq K‡i cwZwU wefvMxq GgGmwW, ‡Rjv wWAviGm, Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡cø‡· chv‡q evdvi ÷K ¯qsm¤úY Kiv;
- †`ke¨vcx WvUv‡e‡Ri gva¨‡g ‡ivMxi Z_¨ msMn Kivi Rb¨ mvfvi ¯vcb I Kvhµg mPj Kiv;

➢ P¨v‡jÄmgn :

- AeKvVv‡gv ewaZ Ges ms¯‹vi Kiv;
- A_ eivÏ (ev‡RU) AcZjZv;
- Rbej msKU Ges `ক্ষ Rbe‡ji AcZjZv;
- cwkক্ষY cvß wPwKrm‡Ki Ab¨Î e`jx RwbZ KviY;
- m¤ú³ gšYvjq/`ßi/cwi`ßi/wefv‡Mi mwnZ mgš‡qi NvUwZ;

8.1.৮ jvBd÷vBj Ges †nj_ GW‡Kkb GÛ c‡gvkb

2017-2018 A_© eQ‡i ev¯ÍevwqZ D‡jøL‡hvM¨/we‡kl Kvh©µgmgn :

- **¯^v¯'¨ wk¶v Rbkw³ Dbœq‡b cwk¶Y :**
  RvZxq, wefvMxq I †Rjv chv©‡q cÖvq 1225 Rb KgKZ©v I KgPvix‡K ¯^v¯'¨ wk¶v Ges cwi‡ek I †ckvMZ ¯^v¯'¨ welqK cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q| ¯^v¯'¨ wefv‡Mi KgKZ©v/KgPvix‡`i cvkvcvwk we`¨vjq ¯^v¯'¨ wkÿv †Rvi`vi Kivi j‡ÿ¨ 2,500 Rb cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿK, 2,000 gva¨wgK we`¨vj‡qi wkÿK‡K ¯^v¯'¨ m¤§Z Rxeb hvcb I ¯^v¯'¨ m¤úwKZ Ab¨vb¨ welq‡q cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q| GQvovI 2,000 Rb wK‡kvi-wK‡kvix‡K cRbb¯^v¯'¨ Ges ¯^v¯'¨m¤§Z Rxeb hvc‡bi Dci cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;

- **Rbm‡PZbZv ew×i welqK G¨W‡fv‡Kmx mfv/IqvKkc :**
  wewfb †Rjv I Dc‡Rjv chv©‡q wb‡¤œv³ welqmg‡ni Dci Rbm‡PZbZv ew×i j‡ÿ¨ wewfb wefv‡Mi miKvwi KgKZ©v, RbcwZwbwa, mvsevw`K, cÖv\_wgK I gva¨wgK we`¨vj‡qi wkÿK I Mb¨gvb¨ e¨w³e‡Mi mgš^‡q A¨vW‡fv‡Kwm mfv AbywôZ n‡"Q :
  - ¯^v¯'¨m¤§Z Rxeb hvcb I cwi‡ek - 241 wU
  - Lvev‡i AwZwi³ jeY Mn‡Yi SuwK - 10 wU
  - wbcvn fvBivm cwZ‡iv‡a KiYxq -159 wU
  - ‡W½ I wPKb¸wbqv cwZ‡iva - 20 wU
  - ZvgvK I ZvgvKRvZ`e¨ †me‡b ÿwZKi cfve -10 wU

- **¯^v¯'¨ wk¶v mwPÎ c¨v‡KR ev¯ÍevqY :**

RvZxq chv©‡q Acv‡ikbvj cøvb Abmv‡i wb‡¤œv³ wk‡ivbv‡g 05wU mwPÎ c¨v‡KR ev¯ÍevqY Kiv nq :

- Design, develop and telecast TV Spots and introduce TV scroll messages on health behavior and health awareness issues;
- Branding local buses at National and district level on Healthy Lifestyle;
- Production and airing of TV Spots/Skits/Short Drama on different health promotion issues;
- Production and telecast of a Info-graphic TV Documentary on health behavior and health awareness issues;
- Newspaper advertisement on different national dailies on different health promotion issues with emphasis on Healthy Lifestyle;

‡Uwjwfkb/B‡jKUwbK wgwWqvq ¯^v¯'¨ wk¶v cPvi :

- eZgvb miKv‡ii ¯^v¯'¨ †m±‡i AMÖMwZ Ges mvd‡j¨i Dci wUwf WK‡g›Uvix c¯'Z Ges wewfb wUwf P¨v‡bj I wewfb †Rjv Dc‡Rjvq cPvi Kiv n‡"Q;
- wek¦ ¯^v¯'¨ w`em 2018 D`hvc‡b evsjv‡`k †Uwjwfk‡b UK-‡kv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q;
- ¯^v¯'¨m¤§Z Rxeb hvcb, msµvgK I Amsµvg K †ivM cwZ‡iva, cwib‡Z †Wvev I cwi‡ek wechq welqK wUwf ¯úU c¯'Z I miKvwi/†emiKvwi †Uwjwfk‡b cPvi Kiv n‡q‡Q;
- wbD‡iv‡W‡fj c‡g›U wWRAWvi welqK Bb‡dvMÖvwdK WK‡g›Uvix miKvwi I †emiKvwi †Uwjwfk‡b cPvi Kiv n‡q‡Q;
- ¯^v¯'¨ m¤§Z Rxeb hvc‡b wkï‡`i AwZwi³ IRb ew× I kvmZ‡š¿i c`vn RwbZ †iv‡Mi cwZKvi welqK kU Wvgv I wUwf ¯úU 4wU †emiKvwi wUwf‡Z m¤úPvi Kiv n‡q‡Q;

- ¯v¯¨ wk¶v e¨‡ivi I‡qe mvBUwU Avc‡WU Kiv n‡q‡Q| I‡qemvBUwUi wWRUvj AvKvB‡f 150wUi I †ekx ¯v¯¨ evZv m¤wjZ wc›U I B‡j±bK g¨v‡Uwiqvj i‡q‡Q;
- ‡mvm¨vj wgwWqvq GKwU †dBmeK ‡cBR ^Zwi Ges †mLv‡b wewfb ai‡Yi ¯v¯¨ evZv Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q;

- ‡W½ I wPKb¸wbqv cwZ‡iva, wek i³ `vb w`em Dcj‡¶ wUwf ¯‹j cPvi Kiv n‡q‡Q;
- eb¨vKvjxb ¯v¯¨ evZv cPvi Kiv n‡q‡Q;
- 22 wU nvmcvZv‡j wWRUvj mvBwbs ¯‹j ¯vcb Kiv n‡q‡Q;
- nRhvÎx‡`i KiYxq wel‡q wUwf weÁvcb cPvi Kiv n‡q‡Q;
- wek G‡¯Ígv Dcj‡¶ wUwf‡Z evZv cPvi Kiv n‡q‡Q;

wc›U wgwWqvq gva¨‡g ¯v¯¨ wk¶v cPvi :

- 7 Gwcj wek ¯v¯¨ w`em D`hvcb Dcj‡ÿ¨ m¤úvw`Z Kvhvewj : mKj ai‡Yi AvBBwm DcKiY c¯Z I weZiY †hgb: †cv÷vi, wjd‡jU, w÷Kvi, †dvìvi, m¨‡fwbi, w_g ms, WK‡g›Uvix, moKØxc mw¾ZKiY, e¨vbvi, †d÷b, cwÎKvq †µvocÎ cKvk, weÁvcb cPvi, †eZvi I †Uwjwfk‡b UK‡kv Av‡qvRb, gšYvj‡q †cm wewds BZ¨w` m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
- 11 RjvB wek RbmsL¨v w`em D`hvcb Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq †µvocÎ weÁvcb cPvi I e¨vbvi, †d÷b c¯Z I weZiY, †gjvq ÷j mw¾ZKiY m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
- 28 †g wbivc` gvZZw`em Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq †µvocÎ cKvk I weÁvcb cPvi I e¨vbvi, †d÷b c¯Z I weZiY m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
- 31 †g ZvgvKg³ w`em cvjb Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq †µvocÎ cKvk I weÁvcb cPvi I e¨vbvi, †d÷b c¯Z I weZiY, †gjvq ÷j mw¾ZKiY m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
- wek _¨vj‡mwgqv w`em Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq weÁvcb cPvi I e¨vbvi, †d÷b c¯Z I weZiY m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;
- e¨vcK Rbm‡PZbZv mwói j‡¶¨ wewfb RvZxq ^`wbK cwÎKvq 700wU mwPÎ weÁvcb cKvk Kiv n‡q‡Q;
- wek AwURg w`em, Dcj‡ÿ¨ cÎ cwÎKvq weÁvcb cPvi I e¨vbvi, †d÷b c¯Z, ¯vcb I weZiY m¤úv`b Kiv n‡q‡Q;

¯v¯¨ wk¶v welqK gw`Z DcKiY :

- wefvM I †Rjv chv‡qi †nj_ mcvifvBRix cvm‡bj‡`i ¯v¯¨ wk¶v welqK cwk¶Y g¨vbqvj c¯Z I weZiY Kiv n‡q‡Q;
- ‡Rjv I Dc‡Rjv chv‡q ¯v¯¨ evZv m¤wjZ 40 nvRvi †cv÷vi ^Zix I weZiY Kiv n‡q‡Q;
- †`‡ki mKj †Rjv I Dc‡Rjvq ¯v¯¨ evZv m¤wjZ 05 jvL wjd‡jU ^Zix I weZiY Kiv n‡q‡Q;

wewea ¯v¯¨ wk¶v welqK Kvhµg :

- wbcmg KZK ‡njw` jvBd÷vBj welqK †eBR jvBb mv‡f m¤úb Kiv n‡q‡Q;
- RvZxq wkï w`em I RwZi RbK e½eÜ †kL gwRei ingv‡bi Rb¥ ewlKx D`hvcb Kiv n‡q‡Q;
- gvV chv‡qi mcvifvBRi‡`i ¯v¯¨ wk¶v welqK cwk¶Y Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q;
- ev¯P¨Z †iwn½v bvMwiK‡`i ¯v¯¨ m‡PZbZv ew×i Rb¨ we‡kl Kvhµg MnY Kiv n‡q‡Q;
- weRq w`em 2017 D`hvcb Dcj‡ÿ¨ RvZxq c¨v‡iW MvD‡Û KPKvlqvR Abôv‡b Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡cø· I ev¯P¨Z †iwn½v bvMwiK‡`i we‡kl ¯v¯¨ †mev c`k‡b UvK mw¾ZKiY I wWm‡cø‡Z AskMnY Kiv n‡q‡Q;
- we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx‡`i gv‡S e¨w³MZ cwi¯‹vi cwi”QbZv welqK m‡PZbZv ew×gjK Kvhµg Kiv n‡q‡Q;
- ‡Rjv I Dc‡Rjv chv‡q ¯v¯¨ welqK RvixMvb Av‡qvRb I åvg¨gvb Pjw”PÎ c`kbx Kiv n‡q‡Q;

fwel¨Z cwiKíbv :

- ¯v¯¨ wk¶v Kvhµg‡K Avi I MwZkxj I kw³kvjx Kiv Ges GmwWwR AR‡bi j‡ÿ¨ eZgvb miKv‡ii Pjgvb ¯v¯¨ †mev Mn‡Y RbMY‡K DØ× Kiv;
- RvZxq chvq †_‡K Dc‡Rjv chš Í ¯v¯¨ wk¶v KgKZvi c` mwó I c`vqb;

- wewfb chv‡q mnvqK KgPvix‡`i c` mwó I c`vqb;
- ¯v¯¨ wk¶v †Rvi`v‡i mKj †Rjvi Rb¨ åvg¨gvb wm‡bgv f¨vb msMn I mieivn;
- mKj wefvM I †Rjv chv‡q j¨vcUc I wWwRUvj K¨v‡giv mieivn Kivmn ¯v¯¨ wk¶v Kv‡R e¨eüZ AvaywbK miÄvg mieivn Kiv;
- KwgDwbwU wKwb‡K ¯v¯¨ wk¶v miÄvg mieivnmn ¯v¯¨ †mev Mn‡Y RbMY‡K mwµq Ask Mn‡Y DØ× Kiv;
- wkï I gvZ¯v‡¯¨i Dbqb, msµvgK I AsmµvgK Ges bZb AwefZ I cb:AwefZ †ivM-e¨wa cwZ‡iva I wbqš‡Y Rbm‡PZbZvgjK cPviYv AvaywbKvqb I kw³kvjx Kiv;
- ¯v¯¨ wk¶v †ckvq `¶ Rbej M‡o †Zvjvi Rb¨ KgiZ KgKZv‡`i †`‡k I we‡`‡k ¯í I `xN †gqv`x cwk¶‡Yi e¨e¯v Kiv;
- wewfb chv‡q KgiZ (†UKwbK¨vj) KgPvix‡`i cwk¶Y Gi e¨e¯v Kiv;
- jvBd÷vBj Ges †nj_ GW‡Kkb I c‡gvkb Acv‡ikbvj cøv‡bi AvIZvq ev¯Íewq Kvhµgmg‡ni gwbUwis I mcviwfkb †Rvi`vi Kiv;

8.১.৯ Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj †Kqvi (GGgwm)

2017-18 A_ eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨ Kvhvewj :

- gvbem¤ú` Dbq‡bi j‡ÿ¨ †Rjv I Dc‡Rjv chv‡q ¯v¯¨ KgKZv Ges KgPvix‡`i BDbvbx, Avq‡ew`K I †nwglc¨w_K wPwKrmv wel‡q cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q;
- BDbvbx, Avq‡ew`K, ‡nwglc¨w_K ‡gwW‡Kj Awdmvi‡`i Rb¨ wUU‡g›U MvBWjvBb c¯Z m¤úb n‡q‡Q;
- BDbvbx/Avq‡ew`K/‡nwglc¨w_K wPwKrmvi bv‡g AcwPwKrmv cwZ‡iv‡a Rbm‡PZbv ew×i Rb¨ B‡jKUwbK wgwWqvq cPvi (wUwf ¯j) Ges ‡Rjv I Dc‡Rjvq wej‡ewW ¯vcb Kiv n‡q‡Q;
- eZgv‡b †`‡k BDbvbx/Avq‡ew`K/‡nwglc¨w_K wPwKrmv ev¯Íe AMMwZ hvPvB Kivi Rb¨ mv‡fi KvR m¤cb Kiv n‡q‡Q ;
- †Rjv I Dc‡Rjv chv‡q KgiZ BDbvbx, Avq‡ew`K I †nwglc¨w_K †gwW‡Kj Awdmvi‡`i Rb¨ Jla µq I mieivn Kiv n‡q‡Q;
- cv_wgK ¯v¯¨ †mevq †flR Jl‡ai ¸iæZ I e¨envi m¤úwKZ eB c¯Z KiY I weZiY Kiv n‡q‡Q;

fwel¨r cwiKíbv :

- 2030 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`‡ki mKj bvMwi‡Ki m¯v¯¨ I Kj¨vY wbwðZKiY:
- RbM‡Yi †`vi‡Mvovi ¯v¯¨ †mev ‡cŠ‡Q †`lqvi j‡ÿ¨, mKj ¯Í‡i A¨v‡jvc¨w_K wPwKrmv cvkvcwk BDbvbx, Avq‡ew`K I †nwglc¨w_K wPwKrmv ‡mev c`vb Ges BDbvbx, Avq‡ew`K I †nwglc¨w_K wPwKrmv wkÿvi gv‡bvbqb;

- cwZwU miKwi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj Ges †Rbv‡ij nvmcvZvj/m`i nvmcvZv‡j †nwglc¨w_K, Avq‡ew`K I BDbvbx wefvM cwZwU †_‡K 01 Rb K‡i ‡gwW‡Kj Awdmvi wb‡qvM c`vb Kiv n‡e| cwZwU Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡cø‡· †h †Kvb wefvM †_‡K 01 Rb K‡i †gwW‡Kj Awdmvi wb‡qvM c`vb Kiv n‡e;

- wb‡qvMcvß †gwW‡Kj Awdmvi Gi gva¨‡g ewnwefv‡M AvMZ †ivMx‡`i webvg‡j¨ Jlamn wPwKrmv †mev c`vb Kiv n‡e;

- BDbvbx, Avq‡ew`K I †nvwgI c¨v_K I wPwKrmv wkÿvi e¨e¯v DbZ Kivi Rb¨ dvgv‡Kwcqv Ges dgjvix c¯ZKiY, weBDGgGm/weGGgGm/weGBPGgGm Gi KwiKjvg gj¨vqb I DbqbKiY|
- weBDGgGm/weGGgGm/weGBPGgGm ¯vZK wWMxavix‡`i Rb¨ D"Pwkÿvi ceZb wkÿv ewË, †d‡jvkxc, ‡cv÷ M¨vR‡qkb †Kvm GgwW, wcGBPwW|
- e½eÜ †kL gwRe †gwW‡Kj BDwbfwmwUi AMv‡bvMvgf³ Aëvi‡bwUf †gwW‡Kj ‡Kqvi wefvMwU‡Z weBDGgGm/ weGGgGm/ weGBPGgGm ¯vZK wWMxavix‡`i Rb¨ welq wfwËK ‡cv÷ M¨vR‡qkb †Kvm PvjKiY|
- ‡K›`xq ‡fIR evMvb c¯ÍZKiY|

8.১.১০ b¨vkbvj AvB †Kqvi

2017- 2018 A_ eQ‡ii m¤úw`Z D‡jøL¨‡hvM¨ Kvhvewj :

- **cwkÿY msµvš Í :**
  - gvB‡µvmvRvix cwkÿY Gi gva¨‡g miKwi wewfb Pÿ †mev †K›` †\_‡K 11 Rb Wv³vi‡K nv‡Z-Kj‡g cwkÿY †`Iqv n‡q‡Q;
  - Pÿ Acv‡ikb w_‡qUvi I AvBIwU g¨v‡bR‡g‡›Ui Rb¨ 27 Rb bvm‡K cwkÿ‡Yi gva¨‡g `ÿZv ewׄ Kiv n‡q‡Q;
  - wkï Ad_¨vj‡gvjwR/ †iwUbv/ Mø‡Kvgv Dci 10 Rb Wv³vi‡K nv‡Z Kj‡g cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;
  - cv_wgK Pÿ cwiPhv Dci 180 Rb miKvix gvV Kgx‡`i cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q;
- **‡ivMx evQvB Ges Qwb Acv‡ikb K¨v¤ú :**
  mviv ‡`‡k ‡Rjv Ges Dc‡Rjvq 8wU AvB K¨v‡¤úi gva¨‡g 1810 Rb Pÿ †ivMxi webvg‡j¨ Qwb Acv‡ikb m¤úbœ n‡q‡Q Ges 28420 Rb Pÿ †ivMxi webvg‡j¨ wPwKrmv †mev c`vb Kiv n‡q‡Q|
- **¯‹j mvBU †Uw÷s :**
  XvKvi cvkeZx GjvKvi 8wU cv_wgK we`¨vj‡qi 731 Rb QvÎ-QvÎxi `wó kw³ cixÿvi K‡i QvÎ-QvÎx‡K 158wU Pkgv c`vb K‡i Zv‡`i d‡jvAvc †`Iqv n‡q‡Q|
- **w`be¨vcx wek`wó w`em D`hvcb :**
  mviv †`ke¨vcx wek `wó w`em D`hvcb Kiv n‡q‡Q| G w`e‡m 1wU eYvX¨ i¨vjx, Av‡jvPbv mfv Ges c‡Z¨K †Rjvq RbM‡Yi g‡a¨ m‡PZbZv ewׄi j‡ÿ¨ wmwfj mvRb Awd‡m i¨vjx I wmwfj mvR‡bi gva¨‡g †cv÷vi weZiY, mvB›UwdK †mwgbvi Av‡qvRb I Av‡jvPbv mfv, webvg‡j¨ Qwb †ivMx evQvB Ges Qwb Acv‡ikb Kiv n‡q‡Q|
- **Pÿ †mevq wWgvÛ mvBW wdbwÝs (fvDPvi ¯‹g) :**
  wWGmGd Gi gva¨‡g nZ `wi`, mweav ewÂZ 1734 Rb †ivMx‡K webvg‡j¨ Qwb Acv‡ikbmn, nvmcvZv‡j Ae¯vbKvjxb mg‡q †ivMx‡`i \_vKv I LvIqvi e¨e¯v, †ivMx‡`i nvmcvZv‡j Avmv-hvIqvi Rb¨ LiP Kvhµg Pjgvb i‡q‡Q|
- **hšcwZ †givgZ :**
  mviv †`‡k 34wU †Rjv m`i nvmcvZv‡ji Pÿ wefv‡Mi hšcwZ †givgZ Kiv n‡q‡Q|
- **Gg.Gm.Avi mieivn :**
  mviv †`‡k 36wU †Rjvq webvg‡j¨ Pÿ wPwKrmv †mev (ewnwefvM I Acv‡ikb) c`v‡bi Rb¨ †Rjv m`i nvmcvZvj I †emiKwi Pÿ wPwKrmv †mev cwZôvb¸‡jv‡Z Pÿ welqK Gg.Gm.Avi mvgMx mieivn Kiv n‡q‡Q|
- **wfkb †m›Uv‡i KgiZ †mweKv‡`i Comprehensive Quality Eye Care cwkÿY :**
  wfkb †m›Uv‡i AvMZ Pÿ †ivMx‡`i DbZ mgwšZ Pÿ wPwKrmv †mev c`v‡bi `ÿZv ewׄi Rb¨ 2wU e¨v‡P 40 Rb †mweKv‡K GbAvBI †Z cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q| 20 Rb cwkÿYv_x‡K Aiwe›` AvB †Kqvi wm‡÷g, gv`ivB, fvi‡Z n‡Z cwkÿY ‡`Iqv n‡q‡Q|

➢ **gwbUwis I cwi`kb :**

12wU †Rjvq P‡ক্ষ wPwKrmv †mev I Qwb Acv‡ikb Kvhµ‡gi gwbUwis I cwi`kb Kiv n‡q‡Q|

➢ **KwgDwbwU wfkb †m›Uvi :**

†kL dwRjvZz‡bQv gwRe P¶ nvmcvZvj I †Uwbs Bbw÷wUDU, †Mvcvj MÄ †eBR †m›Uvi K‡i 8 (AvU)wU †Rjvi Dc‡Rjv ¯v¯' Kg‡cø· cwZwôZ 20wU KwgDwbwU wfkb †m›Uv‡ii Kvhµg ïiæ n‡q‡Q|

➢ **Mø‡Kvgv †ivMx evQvB I webvg‡j¨ wPwKrmv †mev c`vb :**

bvivqYMÄ †Rjvq 736 Rb Mø‡Kvgv †ivMx evQvB Ges webvg‡j¨ Zv‡`i wPwKrmv †mev I JlacÎ c`vb Kiv n‡q‡Q|

➢ **Wvqv‡ewUK †iwU‡bvc¨vw_ †ivMx evQvB I webvg‡j¨ wPwKrmv †mev c`vb :**

†Mvcvj MÄ †Rjvi †KvUvjxcvov Dc‡Rjvq 612Rb Wvqv‡ewUK †iwU‡bvc¨vw_ †ivMx evQvB Ges webvg‡j¨ Zv‡`i wPwKrmv †mev I JlacÎ c`vb Kiv n‡q‡Q|

➢ **AvMvgx w`‡bi cwiKíbv :**

`wó mevi AwaKvi-2020 mv‡j i g‡a¨ mviv †`‡k cwinvi‡hvM¨ mKj AÜZ `i K‡i mevi `wó wbwðZ Kivi Rb¨ MYcRvZšx evsjv‡`k miKvi `p cwZÁvex| eZgvb miKv†ii †`‡ke¨vcx cwinvi‡hvM¨ AÜZ `ixKi‡Yi cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Rb¨ b¨vkbvj AvB †Kqvi Rvbqvix 2017 n‡Z Rb 2022 chšÍ wewfb Kgc wiKíbv MnY K‡i‡Q| GB Kgcwi Kíbvq cavb j ক্ষ¨ cZ¨šÍ AÂ‡j i nZ `wi` mweav eÂZ P‡ক্ষ †ivMx‡`i †`Ši‡Mvovq wPwKrmv ‡mev †cŠQv‡bv|

4.1.11 cøvwbs, gwbUwis GÛ wimvP

2017-2018 A_ eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvhvewj :

- 200 Rb †nj_ g¨v‡bRvi‡K (jvBb WvB‡i±i, †WcwU WvB‡i±i, wmwfj mvRb, Dc‡Rjv ¯v¯' I cwievi cwiKíbv KgKZv) SDG Universal Coverage welqK cwk¶Y †`qv n‡q‡Q|
- 100 Rb †nj_ g¨v‡bRvi†K (†WcwU WvB‡i±i, wmwfj mvRb, Dc‡Rjv ¯v¯' I cwievi cwiKíbv) District Health Planning welqK cwkÿY †`qv n‡q‡Q|
- 10 wU †Rjv‡Z Support to Upzilla Health via District Manager welqK Kgkvjv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|
- 24 wU ADP Monitoring Meeting m¤cb n‡q‡Q|
- 50 wU Monitoring Meeting m¤cb n‡q‡Q|
- 25 wU M‡elYv Kvhµ†gi R†b¨ Aw_K Ab`vb †`qv n‡q‡Q|

mgvß cKí :

1. b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wbD‡ivmv‡qÝ,XvKv|
2. Kwg‡Uvjv 500 kh¨v wewkó †Rbv‡ij nvmcvZvj,XvKv|
3. wLjMvI 500 kh¨v wewkó †Rbv‡ij nvmcvZvj,XvKv|
4. b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae B.Gb.wU ‡ZRMvI,XvKv|
5. 250 kh¨v wewkó wUwe nvmcvZvj,k¨vgjx,XvKv|
6. evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae UwcK¨vj GÛ Bb‡dKkvm wWwR‡Rm,dwKinvU,PÆMvg|
7. 150 kh¨v wewkó miKvix KgPvix nvmcvZvj, djewoqv,XvKv|
8. XvKv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj AvawbwKKiY I m¤úmviY|
9. BGbwU †nW‡bK K¨vÝvi nvmcvZvj,XvKv|
10. 100 kh¨v wewkó ‡kL dwRjvZb‡bQv gwRe P¶ nvmcvZvj I cwk¶Y cwZôvb ¯vcb †MvcvjMÄ|
11. XvKv wkï nvmcvZvj,XvKv|
12. wifvBUvjvB‡Rkb Ae KwgDwbwU †nj_ †Kqvi Bwbwk‡qwUf Bb evsjv‡`k|

13. Avnmwbqv K¨vÝvi wgkb nmwcUvj |

¯v¯¨ †mev wefv‡Mi ev¯Íevqbvaxb cKímgn :

- †kL nwmbv RvZxq evY I cøvw÷K mvRvix Bbw÷wUDU, XvKv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj,XvKv|
- 250 kh¨v wewkó RvZxq P¶ weÁvb Bbw÷wUDU I nvmcvZvj ¯vcb cKí, †k‡i evsjv bMi,XvKv|
- 50 kh¨v wewkó RvZxq K¨vÝvi Bbw÷wUDU I nvmcvZvj‡K 300 kh¨vq DbxZKiY cKí gnvLvjx,XvKv|
- ÷vewjk‡g›U Ae b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae j¨ve‡iUix †gwWwmb GÛ †idv‡ij †m›Uvi |
- †kL mv‡qiv LvZb †gwW‡Kj K‡jR Ges bwms Bbw÷wUDU,‡MvcvjMÁ|
- mvZ¶xiv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯vcb cKí,mvZ¶xiv|
- dwi`ci †gwW‡Kj K‡jR 500 kh¨v wewkó nvmcvZvj wbgvY cKí,dwi`ci|
- b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae WvB‡RmwUf wWwR‡Rm wimvP GÛ nmwcUvj cKí ¯vcb, XvKv|
- Kwóqv †gwW‡Kj K‡jR švcb cKí,Kwóqv|
- knx` ^mq` bRiæj Bmjvg †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj ¯vcb,wK‡kviMÁ|
- G¨v·‡Ubkb Ae knx` †kL Ave bv‡mi ‡¯úwkqvjvBRW nmwcUvj,Ljbv|
- ÷vewjk‡g›U Ae Ugv †m›Uvi G¨vU †MvcjMÄ,‡MvcvjMÄ|
- RvZxq A‡_v‡cwWK nvmcvZvj I cbevmb cwZôvb (wb‡Uvi) m¤úmviY, ‡k‡i evsjv bMi,XvKv|
- ÷vewjk‡g›U Ae ‡kL jrdi ingvb †W›Uvj K‡jR,‡MvcvjMÄ|
- Rvgvjci †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Ges Rvgvjci bwms K‡jR ¯vcb cKí,Rvgvjci|
- cUqvLvjx †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯vcb cKí,cUqvLvjx|
- Ugv †m›Uvimn 250 kh¨v wewkó nvmcvZvj I †gwW‡Kj K‡jR, gwbKMÄ ¯vcb kxlK cKí, gwbKMÄ|
- knx` Gg. gbmi Avjx †gwW‡Kj K‡jR I 500 kh¨vi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj ¯vcb, wmivRMÄ|
- UvsMvB‡j GKwU †gwW‡Kj K‡jR ¯vcb Ges 250 kh¨v wewkó †Rbv‡ij nvmcvZvj‡K 500 kh¨v wewkó nvmcvZv‡j DbxZKiY, UvsMvBj|
- wkï I gvZ ¯v¯¨ Ges ¯v¯¨ e¨e¯vi Dbqb K‡¤úv‡b›U 2 : †`‡ki 8 wU wefv‡M Aew¯Z †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡ji WvqvMbw÷K B‡gwRs e¨e¯vi AvaywbKxKiY kxlK cKí|

¯v¯¨ †mev wefv‡Mi c¯ÍweZ cKímgn :

1. AvB †n_j †cv‡gvkb GÛ wc‡fbkb Ae eøvBÛ‡bm Bb wm‡jK‡UW Gwiqvm Ae evsjv‡`k|
2. G·cvbkb Ae K¨vÝvi wUU‡g›U d¨wmwjwUR Bb evsjv‡`k|
3. cvebv,h‡kvi,‡bvqvLvjx I K·evRvi †gwW‡Kj K‡jR‡K 500 kh¨v wewkó cY½ †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡j i¡cvšÍi|
4. iv½vgwU †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯vcb|
5. 5 wU wbawiZ †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj (wm‡jU, ewikvj, isci, ivRkvnx Ges dwi`ci) evY GÛ cøvw÷K mvRvix BDwbU ¯vcb|
6. AvšÍRwZK gv‡bi GKwU 1000 kh¨v K¨vÝvi nvmcvZvj ¯vcb|
7. cvPwU civZb †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡ji we`¨gvb AeKvVv‡gv Dbqb I m¤úmviY|
8. knx` ZvRDÏxb Avn‡g` †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯vcb MvRxci|
9. Dc‡Rjv I BDwbqb chv‡q Wv³vi I bvm‡`i Rb¨ WiwgUwi ¯vcb|
10. G·cvbkb Ae b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wbD‡ivmv‡qÝ GÛ nvmcvZvj 2q chv‡q|
11. nweMÄ †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯vcb|
12. gM`v †gwW‡Kj K‡jR ¯vcb|
13. XvKv wkï nvmcvZvj m¤úmviY cKí-2|
14. b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae wdwRK¨vj GÛ winwewj‡Ukb ‡gwWwmb nvmcvZvj|
15. Pv`ci †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj ¯vcb,Pv`ci|

16. XvKv †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj Kg‡cø· Gi ms¯'vi I m¤úmvi‡bi j‡¶¨ gv÷vi cø¨vb, wW‡UBj wWRvBb cYqb Ges e¨q cv°jb kxlK cKí|
17. b¨vkbvj Bbw÷wUDU I wjfvi wWwRR GÛ wimvP nvmcvZvj|
18. RvZxq wkï nvmcvZvj I Bbw÷wUDU, evsjv‡`k|

B-dvBwjs ev¯Íevq‡bi nvi : gnvcwiPvjK g‡nv`‡qi Ab‡gv`b cwß B-dvBwjs cwµqv Kiv n‡"Q| cøwbs, gwbUwis GÛ wimvP kvLvi Af¨šÍixY Kvhµ‡gi Rb¨ B-dvBwjs c×wZ mPj Kiv cwµqvaxb|

4.1.12 wPwKrmv wkÿv I ¯^v¯'¨ Rbkw³ Dbqb

2017-2018 A_ eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvhvewj :

- c¯ÍvweZ ¯^v¯'¨ wkÿv Awa`ßi Gi Rbej I mvsMVwbK KvVv‡gv Gi Lmov c¯ZceK gšYvj‡q ‡ciY
- ‡gwW‡Kj †UK‡bvjwR÷‡`i Rb¨ bZb AvB‡bi Lmov %Zix Kiv n‡q‡Q|
- ¯vbxq chv‡q cwkÿY cwiPvjbvi Rb¨ 7wU KwiKjvg cYqb Kiv n‡q‡Q Ges chv‡jvPbvi wfwË‡Z ms‡hvRb, cwieZb, cwigvRb Kiv n‡q‡Q|
- ¯vZ‡KvËi chv‡q wewfb wPwKrmv cwZôvb mgn Ges ¯vZ‡KvËi chv‡q Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎx‡`i 190wU M‡elYv Kvhµg cwiPvjbvi Rb¨ c‡qvRbxq mnvqZv c`vb Kiv n‡q‡Q|
- ¯vZ‡KvËi wPwKrmv wkÿvi gvb Dbq‡bi j‡ÿ¨ 1g chv‡q cwZwôZ 08wU †gwW‡Kj K‡jR, wewmwcGm, weGmGgGgBD Gi Pwn`v I c‡qvRb ‡gvZv‡eK mnvqZv c`vb Kiv n‡q‡Q|
- 31wU miKvix †gwW‡Kj K‡jR, XvKv †W›Uvj K‡jR, 09 wU †gwW‡Kj G¨wmm‡U›U †Uwbs ¯‹j, 09wU Bbw÷wUDU Ae †nj_ †UK‡bvjwR‡Z c‡qvRbxq hšcwZ, Avmevec Î I Ab¨vb¨ miÄvgw` mieivn Kiv n‡q‡Q|
- 31wU †gwW‡Kj K‡jR, 1wU †W›Uvj K‡jR I 08wU †W›Uvj BDwbU G ¯^v¯'¨ wkÿv BDwbU I ‡gwW‡Kj w¯‹j †m›Uvi cwZôv ceK kw³kvjx Kiv n‡q‡Q|
- c¨vix †gwW‡Kj Bbw÷wUDU mg‡n KgiZ wkÿK‡`i `ÿZv ewׅi Rb¨ cwkÿY c`v‡bi c¯wZ m¤úb n‡q‡Q|
- KgÿgZvi Dbqb ZiwšZ Kivi Rb¨ 31wU †gwW‡Kj K‡jR, 01wU †W›Uvj K‡jR, 09 wU †gwW‡Kj G¨wmm‡U›U †Uwbs ¯‹j, 11 wU Bbw÷wUDU Ae †nj_ †UK‡bvjwR‡Z gwbUwis mcvi wfkb I gj¨vqb Kvhµg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|
- 08wU miKvix †gwW‡Kj K‡j‡R wkÿK‡`i Rb¨ wmGgB AvDUwiP †m›Uvi Gi gva¨‡g Gg †gW †Kvm I ¯íKvjxb ‡Kvm PvjKi‡Yi c¯wZ m¤úb n‡q‡Q|
- miKvix †gwW‡Kj K‡j‡R AvDU‡mwms Gi gva¨‡g †gvU 150Rb (WvBfvi, wmwKDwiwU, wKbvi) wb‡qvM †`qv n‡q‡Q|
- 180 Rb wPwKrmK KgKZv I 255Rb gvV chv‡qi KgKZv‡`i Kw¤úDUvi cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q|
- ‡K›`xq fv‡e ¯^v¯'¨ I cwievi Kj¨vY gšYvj‡qi 680 Rb wPwKrmK I Ab¨vb¨ KgKZv Ges gvV chv‡qi 31,880 Rb KgKZv I KgPvix‡`i cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q|
- ‡K›`xq fv‡e ¯^v¯'¨ I cwievi Kj¨vY gšYvj‡qi 109 Rb wPwKrmK I Ab¨vb¨ KgKZv Ges gvV chv‡qi 341 Rb KgKZv I KgPvix‡`i ^e‡`wkK cwkÿY c`vb Kiv n‡q‡Q|

B-dvBwjs ev¯Íevq‡bi nvi :

- 2017-18 A_ eQ‡i B-dvBwjs ev¯Íevq‡bi Rb¨ cwkÿY Kvhµg ïiæ n‡q‡Q|
- 2018-19 A_ eQ‡i cYv½ B-dvBwjs Kvhµg ev¯Íevqb Kiv n‡e|

AvMvgx w`‡bi cwiKíbv :

- wewmwcGm, †gwW‡Kj wekwe`¨vjq, †gwW‡Kj K‡jR I we‡kIwqZ Bbw÷wUDU n‡Z c‡`q ¯vZ‡KvËi wWwMmgn GKB avivq (streamlining) ceZb|
- ¯vZK I ¯vZ‡KvËi cwZôvbmg‡ni M‡elYv Kvhµ‡g chvß Aw_K mnvqZv c`vb|
- ‡emiKvwi wPwKrmv wkÿv cwZôvbmg‡ni wkÿvi gvbmn Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv Dbqb|

- miKvwi I †emiKvwi wPwKrmv wkÿv cwZôvbmg‡ni cwiPvjbv I e¨e¯vcbvq h_vh_ wbqg bxwZi Abmi‡Y AvBb, wewagvjv, bxwZgvjv cYqb/nvjbvMv`Ki‡Y mnvqZv c`vb|
- B-jvB‡eix cwZôvi gva¨‡g wPwKrmv wkÿvi m‡hvM m¤úmviY|
- mxwgZ m¤ú` I Rbej ¯ívZv `i K‡i gvbm¤§Z wPwKrmv wkÿv ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ wPwKrmv wkÿv cwZôvbmg‡ni mwVK ZZveavb I ¸bMZgvb eRvq ivLv|
- miKvwi I †emiKvwi wPwKrmv wkÿv cwZôvbmg‡n cwiPvjbv I e¨e¯vcbvq h_vh_ wbqg - bxwZi AbmiY msµvšÍ Z`viwK Kvhµg cwiPvjbv|
- ¯v¯¨wkÿvi Dbq‡b c‡qvRbxq msL¨K Bbw÷wUDU Ad †nj_ †UK‡bvjwR cwZôv Kiv n‡e|
- gvbm¤§Z wPwKrmv wkÿv wbwðZKi‡Y ‡gwW‡Kj GwµwW‡Ukb †evW MVb Kiv n‡e|
- c¨viv-†gwW‡Kj †evW/ GjvBW †nj_ c‡dkbvj †evW ¯vcb|
- †Uwbs g¨v‡bR‡g›U Bbdi‡gkb wm‡÷g (TMIS) MV‡b gva¨‡g `ÿ Rbej ˆZwi Kiv, cwkÿY cwiKíbv cYqb, gwbUwis I mcwfkb Ges Z_¨ DcvË we‡kølY|
- ‡gwW‡Kj K‡jRmg‡ni wkÿ‡`i `ÿZv ew×i Rb¨ †`k I we‡`‡k cwkÿY Av‡qvRb |
- wewfb cwkÿY KwiKjvg ˆZwi Kiv|
- wKwbK¨vj I ¯v¯¨e¨e¯vcbvi Dci ˆe‡`wkK cwkÿY|
- RvZxq Ges wefvMxq chv‡q weÁvb †gjvi Av‡qvRb |
- mvsMVwbK KvVv‡gv cbweb¨v‡mi gva¨‡g ¯v¯¨wkÿv Awa`ßi MVb K‡i wPwKrmv wkÿv e¨e¯v‡K Avi I kw³kvjx I m¤úmwiZ Kivi D‡`¨vM MnY Kiv n‡e|
- e½eÜ †gwW‡Kj wekwe`¨vjq‡K Ò‡m›Uvi Ae GK‡m‡jÝÓ-G i¡cvšÍ‡i mn‡hvMxZv Kiv| Ab¨vb¨ †gwW‡Kj wekwe`¨vjqmgn‡K wPwKrmv wkÿv Kvhµ‡g mnvqZv c`vb Kiv|
- AvšÍRwZK gvbm¤úb cvV¨µg ‰Zixmn GgweweGm fwZ cixÿvi c×wZ DbZKiY Kiv n‡e|
- ‡ewmK mve‡R±mn Ab¨vb¨ wel‡qi wkÿK msKU wbimb Kivi j‡ÿ¨ `æZ e¨e¯v Mnb Kiv n‡e|

4.1.13 wUwe-†j‡cvwm GÛ GBWm GmwUwW †cvMvg :

RvZxq h²v wbqšY KgmwP :

2017-2018 A_eQ‡i RvZxq h²v wbqšY KgmwP I Kô D‡”Q` KgmwPi ARb I 2018-19 mv‡ji Kgc¨wiKíbv :

µwgK bs	Kvhµg	2017-18 mv‡ji ARb	2018-19 Gi jÿ¨gvÎv (AvMvgx w`‡bi cwiKíbv)	gšÍe¨
1.	h²v (meai‡bi) †ivMx ‡bwUwd‡Kkb (TB All Case notification)	2,57,153	265000	
2.	Jla cwZ‡ivax h²v wPwKrmvi Rb¨ AšÍfw³ (MDR Cases enrolled for treatment)	1055	1400	
3.	Kwk‡Z RxevYh³ dmd‡mi h²v †ivMx wPwKrmv mvd‡j¨i nvi (treatment success Smear positive cases)	95%	95%	
4.	Avi wU Avi Gj Regional TB Reference Laboratory (RTRL)	(K) eÿe¨wa nvmcvZvj, wm‡j‡U wiwRIb¨vj wUwe †idv‡iÝ j¨ve‡iUix (weGmGj-3 j¨ve) ¯vcb		
5.	GjBwW gvB‡µv‡¯vc	200 wU †gwkb mieivn	400 wU †gwkb mieivn	

6.	wRb G·cvU ‡gwkb (Gene X-pert Machine)	112wU ‡gwkb ¯vcb	83 wU †gwkb ¯vcb	
7.	GjwcG †gwkb ¯vcb		01 wU †gwkb ¯vcb	
8.	‡Uwbs (wPwKrmK‡`i h²v g¨v‡bR‡g›U †Uwbs, wPwKrmK‡`i Jla cwZ‡iva× h²vi †cvMv‡gwUK g¨v‡bR‡g›U welqK wkï h²v mbv³ I wPwKrmv welqK, wcl, wUGjwmG I cwimsL¨vb mnKvix‡`i Rb¨ WvUv g¨v‡bR‡g›U cwkÿY, gvV Kg×‡`i Rb¨ h²v I Kô welqK cwkÿY, j¨ve‡iUix Gj B wW gvB‡µv‡¯‹wc, KvjPvi I wWGmwU welqK cwkÿY, KwgDwbwU g¨v‡bR‡g›U Mæ‡ci m`m¨‡`i h²v welqK cwkÿY	1042 Rb		RvZxq, †Rjv, Dc‡Rjv, BDwbqb I KwgDwbwU wKwbK chv‡q
9.	MvBWjvBbm I †Uwbs gwWDjm (Guidelines & training modules)	1. h²v welqK RvZxq MvBW jvBb 6ô ms¯‹iY 2. Dc‡Rjv †_‡K wRb G·cvU mvBU, AviwUAviGj, GbwUAviGj G ¯úUvg cwienb welqK Lmov Gmlwc ‰Zix, 3. GgGÛB cøvb 2016-2020 c¯ZKiY I g`Y	1. h²v welqK RvZxq MvBW jvBb 6ô ms¯‹iY 2. Jla cwZ‡iva× h²vi †cvMv‡gwUK g¨v‡bR‡g›U welqK RvZxq MvBW jvBb Ges Acv‡ikbvj g¨vbqvj (3q ms¯‹iY)	
10.	gvbe kw³ (Human Resource)	20017-2018 mvj chšÍ †Møvevj dvÛ ev‡R‡U Rbej wb‡qvM: b¨vkbvj †cvMvg †Kv-AwW‡bUi- 01 Rb, dvBbvÝ Awdmvi - 01 Rb, dvBbvÝ G¨wmm‡U›U -01 Rb wefvMx wUwe G·cvU -03 Rb, wcGmGg G¨wmm‡U›U-01 Rb, wUwe GÛ †jcmx K‡›Uvj Gwmm‡U›U- 06 Rb, wmwKDwiwU MvW- 01 Rb	wUwe j¨ve GÛ AvBwm G·cvU- 01 Rb, dvBbbwkqvj g¨v‡bR‡g›U ‡¯úkwj ÷- 01 Rb, dvBbvÝ G¨wmm‡U›U -01 Rb, GgGGmGm- 01, j¨ve G‡Ub‡W›U- 01 Rb, WvBfvi - 05 Rb wUGjGmwmG- 26 Rb ‡cvMvg AMvbvBRvi- 02 Rb	
11.	j¨e‡iUix Kvhµ‡gi ewnivMZ ¸bgvb wbðqZv †K›` (External Quality Assessment Center)	40 †_‡K ïiæ K‡i †kl chšÍ		

Jla cwZ‡iva× h²v mbv³ Ki‡Yi wRb G·cvU †gwk‡bi fwgKv

(Performance of gene Xpert machines in detecting Drug Resistant-TB (DR- TB)

eQi	wRb G·cvU †gwkb ¯vc‡bi Gi msL¨v (ïiæ n‡Z †kl chšÍ)	m‡›`nRbK wWAviwUwe civwÿZ (Presumptive DRTB	widvgwcwmb Jla cwZ‡iva× h²v mbv³ (RR TB Diagnosed)

	Number of Gene X pert installed(Cumulative)	tested)	
2017-18	193	138489	1185

RvZxq Kô KgmwP :

2017-2018 A_eQ‡i m¤úw`Z D‡jøLh‡vM¨ Kvhµg :

- Kô welqK cwkÿY c`vb 101 Rb Wv³vi I 102 Rb (Kô wbqšY mnKvix, ¯v¯¨ cwi`kb I Ab¨vb¨ mn‡hvMx ¯v¯¨ wefvMxq KgPvix)
- 30wU w¯‹b K¨v‡¤úi Jla mieivn
- 2017 mv‡ji mbv³KZ †ivMx 3,754 Rb
- 2017 mv‡j wPwKrmv c`vbKZ †ivMxi msL¨v Ggwe-1308 Rb Ges wcwe-2024 Rb

AvMvgx w`‡bi cwiKíbv (2018-2019 A_ermi)

- 185 wU mwµq AbmÜv‡bi Awfhv‡bi gva¨‡g †ivMx mbv³KiY cwiKwíZ LiP -50 j ÿ 11 nvRvi
- 35 wU Dc‡Rjvq †ivMxi e¨e¯vcbv welqK cwkÿY cwiKwíZ LiP -14 j ÿ 88 nvRvi
- 31 wU Dc‡Rjvq mvgwRK Dbqb I Rbm‡PZbZvgjK Kvhµg cwiKwíZ LiP 15 j ÿ 57 nvRvi
- 1,233 wU mcvi wfkb gwbUwis cwiKwíZ LiP -37 j ÿ
- Avš Í †`kxq AskMnb gjK Kvhµg cwiKwíZ LiP -4 j ÿ
- 8 wU BDGmwm Kô‡ivMxi wPwKrmvi wbwg‡Ë nvmcvZvj †mev kw³kvjxKiY cwiKwíZ LiP - 20 j ÿ
- Rixc I M‡elYv- cwiKwíZ LiP 20 j ÿ

GBPAvBwf/ GBWm Kvhµg

2017-2018 A_eQ‡i m¤úw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvhvewj :

cwZ‡ivagjK †mevmgn :

SwKcb Rb‡Mvôx †hgb : bvix †hŠbKgx, wkivq gv`K MnbKvix I ciæl †hŠbKgx (mgKvgx) †`i g‡a¨ GBPAvBwf cwZ‡iva Ges GBPAvBwf Avµvš Í e¨w³‡`i wPwKrmv †mev KgmwP Pjgvb| **c`Ë †mevmgn :** GBPAvBwf/GBWm cwZ‡iv‡ai Rb¨ m‡PZbv Ges KbWg weZib Kiv nq, STI (Sexually Transmitted Infection) wPwýZKiY Ges wPwKrmv c`vb, mvaviY ¯v¯¨ e¨e¯vcbv, wkivq gv`K MnbKvix‡`i ¶wZ Kgv‡bvi Rb¨ mP-wmwiÄ wewbgq Kvhµg cwiPvjbv, wWUw·wd‡Kkb Ges cYevmb, KvDwÝwjs mnvqZv, GBPAvBwf cixÿv, wkivq gv`K MnbKvix‡`i HIV/AIDS Gi SwK Kgv‡bvi Rb¨ Oral Substitute therapy (Methadone) c`vb Kiv n‡"Q|

mvdj¨/ ARbmgn :

- cwZ‡ewk †`k¸‡jvi Zjbvq evsjv‡`‡ki GBPAvBwfi Rb¨ SwKcY Rb‡Mwô (bvix †hŠbKgx, wkivq gv`KMnYKwi, mgKwg/ wnRov) g‡a¨ GBPAvBwfÔi msµgY wbqwšZ hv 1% Gi g‡Zv|
- wkivq gv`K MnbKvix‡`i HIV/AIDS Gi SwK Kgv‡bvi Rb¨ Oral Substitute therapy (Methadone) c`vb Kiv n‡"Q- GB cwµqvi gva¨‡g gv`K‡mwe‡`i ¯vfweK Rxe‡b wd‡i Avm‡Q
- wK‡kvi-wK‡kvix‡`i m‡PZb Kivi j‡ÿ gva¨wgK I D"P gva¨wgK wkÿv KwiKjv‡g GBPAvBwf welq m¤ú³Kiv n‡q‡Q| wkÿKMY QvÎ/ QvÎx‡`i m‡PZbZv ew×‡Z Kv‡k cov‡"Qb|
- ga¨cvP¨Mvgx m¤ve¨ cewm‡`i g‡a¨ GBPAvBwf welqK m‡PZbZv ew×‡Z cewm Kj¨vY gšbvj‡qi AaxY wewfb Awa`ßi/ e¨‡iv I GBWm/ GmwUwW †cvMvg GK‡hv‡M KvR Ki‡Q|

wPwKrmv msµvšÍ †mevmgn :

wPwKrmv †mev I GBPAvBwf mbv³KiY Kvhµg 06 wU miKvix nvmcvZvj gva¨‡g cwiPwjZ n‡"Q, hvi g‡a¨ 06wU miKvix nvmcvZvj n‡Z GBWm AvKvšÍ †ivMx‡`i m¤úY webvg‡j¨ Jla mieivn Kiv n‡"Q (wPwKrmv †mevmgn : GBPAvBwf †Uw÷s Ges KvDwÝjs, Jla c`vb Kiv I wewfb †mev c`vb Kiv nq)| XvKvi gnvLvjx‡Z Aew¯Z msµvgK e¨wa nvmcvZvj-G 24 kh¨wewkó c_K Iqv‡Wi gva¨‡g GBPAvBwf †ivMx‡`i DbZ wPwKrmv †mev c`vb Kiv n‡"Q Ges gv`K†mex‡`i‡K gv`Kg³ Kivi j‡ÿ¨ XvKv kn‡i `wU †K›` miKvix A_vq‡b cwiPwjZ n‡"Q|

mvdj¨/ ARbmgn:

- GBPAvBwf‡Z Avµvší 64% e¨w³‡K wPwKrmv †mevi AvIZvq Avbv m¤e n‡q‡Q, cwZwU e¨w³ webvg‡j¨ GBPAvBwf I mvaviY †iv‡Mi Jla miKwi 6 wU nvmcvZvj †_‡K cv‡"Q

wcGgwUwmwU †mevmgn :

†gvU 109 Rb GBWm Avµvší MfeZx‡K wcGgwUwmwU †mev c`vb Kiv n‡q‡Q; G‡`i g‡a¨ 91 Rb m¯wkï Rb¥ wb‡q‡Q| D³ wkï‡`i g‡a¨ 81 Rb‡K Exclusive Breast Feeding †`qv n‡q‡Q| gvÎ 1 wU wkï†K GBPAvBwf c‡RwUf cvIqv †M‡Q| GB Kvhµgw U 5 wU †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j ev¯Íevqb n‡"Q| GBPAvBwf I GBWm welqK Z_¨ DcvË wewfb cPvi gva¨‡g mvavib Rb‡Mvôx‡K Rwb‡q Zv‡`i‡K m‡PZb Kiv n‡"Q|

2009 mvj n‡Z A`¨ewa miKv‡ii D‡`¨v‡M SwKcY I HIV †Z Avµvší Rb‡Mvôxi g‡a¨ wbbwjwLZ msL¨K gvbl‡K cwZ‡iva †mev I wPwKrmv †mev c`vb Kiv n‡q‡Q †mev MnxZvi msL¨v :

µwgK bs	GBPAvBwf †mevi aib	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-18
1	cwZ‡ivagjK †mev	42600	79243	96542	91390	91335	91610	94983	81496	74996**
2	GBPAvBwf Avµvší‡`i g‡a¨ Jla MnxZvi msL¨v	326	464	634	830	988	1257	1521	1873	3140**

mvgwMK mvdj¨ :

- h_v mg‡q A_vr 2015 mv‡ji c‡eB GgwWwRÛi GBPAvBwf mswkøó j ÿgvÎv AwRZ n‡q‡Q
- c_g †Km mbv³ nIqvi ci A`¨ewa miKv‡ii †blqv wewfb Kvhµ‡gi Kvi‡Y evsjv‡`‡k msµg‡Yi nvi GL‡bv 0.01% Gi wb‡P|
- miKwi - †emiKwi D‡`¨v‡M cvqB 150 wU GBPAvBwf †Uw÷s I KvD‡Ýjs †m›Uv‡ii gva¨‡g mvavib RbMb I SwKcY Rb‡Mvôx‡K †mev †`qv n‡"Q|
- XvKvi gnvLvjx‡Z Aew¯Z msµvgK e¨wa nvmcvZvj-G 24 kh¨wewkó c_K Iqv‡Wi gva¨‡g GBPAvBwf †ivMx‡`i DbZ wPwKrmv †mev c`vb Kiv n‡"Q Ges gv`K†mex‡`i‡K gv`Kg³ Kivi j‡ÿ¨ XvKv kn‡i gv`K wbqšY Awa`ß‡ii mv‡_ mgš‡qi gva¨‡g `wU †K›` miKvix A_vq‡b Oral Substitute therapy KgmwP cwiPwjZ n‡"Q|

P¨v‡jÄ :

- miKvi RvZxms‡Ni wbKU Aw½Kvi cKvk K‡i‡Q - AvMvgx 2020 mv‡ji g‡a¨ 90-90-90 ARb Ki‡e, A_vr 90% m¤ve¨ GBPAvBwf †Km mbv³ Kiv, 90% mbv³KZ e¨w³‡K wPwKrmv‡mevi AvIZvq Avbv Ges 90% GAviwf MnxZvi fvBivj †jvW wbqwšZ ivLv- ev¯ÍeK c‡ÿ AvMvgx 2020 mv‡ji g‡a¨ GB ARb KwVb
- Dbqb mn‡hwMiv BwZc‡e GB KgmwP‡Z h‡_ó Ae`vb †i‡L‡Q- m¤úwZ nVvr K‡i Zv‡`i GB KgmwP n‡Z Ab`vb nvm wKQ mg‡qi Rb¨ †bwZevPK cfve †dj‡Z cv‡i

- m¤úwZ 2015-2016 mv‡j XvKv kn‡i wkivq gv`K‡mwe‡`i g‡a¨ GBPAvBwf msµgb AcZ¨wkZ fv‡e ew× †c‡q‡Q- GwU wbqš‡b miKvi- †emiKwwi cwZôvb, Ab¨vb¨ gšbvj‡q mswkøóZv c‡qvRb

fwel¨r cwiKíbv :

†UKmB Dbqb j¶¨gvÎv Abmv‡i 2030 mvj bvMv` ‡`k‡K GBPAvBwf/GBWm g³ Ki‡Z miKvi A½xKvie×, eZgv‡b GBWm/GmwUwW K‡›Uvj ‡cvMvg (GbGGmwc), ¯v¯¨ Awa`ß‡ii gva¨‡g GmwWwR I dv÷ UvK ÷v‡UwR AR‡b wewfb Kvhµg Mnb Ki‡Q|

- bZb fv‡e msµwgZ GBPAvBwf †Km msL¨vi we‡ePbvq 23 wU †Rjv †K AMvaxKvi w`‡q cwZ‡iva I wPwKrmv‡mev Kvhµg nv‡Z wb‡Z hv‡”Q
- cwZwU †Rjvq m`i/ 250 kh¨v nvmcvZv‡j AšÍZ GKwU GBPAvBwf †Uw÷s I KvD‡Ýwjs †m›Uvi cwZôvi D‡`¨vM wb‡Z hv‡”Q
- wefvM/ †Rjvq GBPAvBwf Avµv‡šÍi msL¨v we‡ePbv K‡i Av‡iv 3 wU GAviwU †m›Uvi (Kwgjøv, e¸ov I †gŠjwfevRvi) ïiæ Ki‡Z hv‡”Q
- Awfewm GBPAvBwf Avµvší‡`i mbv³ K‡i h_vh_ wPwKrmv ‡mevi AvIZvq Avbv
- ‡`‡k GKwU †idv‡ij j¨ve‡iUix cwZôv Kiv

‡iwn½v Rb‡MwôI GBPAvBwf †mev :

weMZ 25 AvM÷, 2017 Zwi‡Li ci ciB GGmwc †UKbvd, DwLqv Dc‡Rjv ¯v¯¨ Kg‡cøK GBPAvBwf mbv³ Kib Kvhµg ïiæ K‡i| ce †_‡KB KKevRvi 250 kh¨v nvmcvZv‡j Avµvší Rb‡MwôI Rb¨ wPwKrmv Ae¨vnZ wQj| eZgv‡b m`i nvmcvZvj †_‡K Avµvší 226 Rb †iwn½v (AvM÷-18) GAviwf †mev MnY Ki‡Q| G Kvhµ‡g wek ¯v¯¨ ms¯v mnvqZv Ki‡Q|

৪.২ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ভূমিকা :

স্বাধীনতার পূর্বে ঔষধ প্রশাসন ছিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত একটি দপ্তর। ১৯৭১ সালের পর এটি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত বিভাগ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি ঔষধ আমদানি করতে হত। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়রোধে স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় ঔষধ আমদানির লক্ষ্যে একটি সেল গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু দেশে মানসম্মত ওষুধের উৎপাদন বাড়ানো এবং এ শিল্পকে সহযোগিতা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে 'ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর' গঠন করেন। দেশে মান-সম্পন্ন ঔষধ নিশ্চিত কল্পে, ঔষধ উৎপাদন, বিপণন, আমদানি-রপ্তানি অধিকতর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের ঔষধের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বিদ্যমান ঔষধ আইন, ঔষধনীতি এবং মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। মান-সম্পন্ন ঔষধ নিশ্চিত করাই ঔষধ প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

রূপকল্প (Vision) :

সকলের জন্য মানসম্পন্ন ও নিরাপদ ঔষধ নিশ্চিত করতে আমরা সচেষ্ট।

অভিলক্ষ্য (Mission): নিরাপদ, কার্যকর ও মান-সম্পন্ন ঔষধ নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানব ও পশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো :

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামে মোট ৪৩০টি পদ রয়েছে. সেগুলোর মধ্যে ১২৭ টি প্রথম শ্রেণীর পদ, ২৯ টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ, ১৪৪ টি তৃতীয় শ্রেণীর পদ এবং ১৩০ টি চতুর্থ শ্রেণীর পদ রয়েছে। মহাপরিচালক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ (ড্রাগস্) হিসেবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় মহাখালী, ঢাকায় অবস্থিত ও জেলা পর্যায়ে এর অধীনস্ত ৫৫টি কার্যালয় রয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত ন্যাশনাল ড্রাগ কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী, মহাখালী, ঢাকা এবং সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী, চট্টগ্রামে দুটি টেস্টিং ল্যাবরেটরী রয়েছে।

বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শূন্য পদের তথ্যাদি নিম্নরূপ :

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
১ম	১২৭	৯৬	৩১
২য়	২৯	১৬	১৩
৩য়	১৪৪	১১৫	২৯
৪র্থ	১৩০ (৫৭+আউট সোর্সিং ৫৫)	১১৩	১৭
মোট	৪৩০	৩৪০	৯০

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী একটি কার্যকর ঔষধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ৯টি ফাংশন থাকতে হবে। সে অনুযায়ী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর নিম্নোক্ত নয়টি ফাংশন অনুযায়ী কাজ করে থাকে :

- National Regulatory System (RS)
- Registration and Marketing Authorization (MA)
- Pharmacovigilance (PV)
- Market Surveillance and Control (MC)
- Licensing for Establishments (LI)
- Regulatory Inspection (RI)
- Laboratory Access and Testing (LA)
- Clinical Trial's Oversight (CTO)
- NRA Lot Release (LR)

ঔষধ প্রশাসনের অন্যতম কার্যক্রম :

ঔষধ উৎপাদন কারখানার নতুন প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদন, ঔষধ প্র¯তুতের জন্য লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, খুচরা ও পাইকারী ঔষধ বিক্রয় লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, ঔষধ ও মেডিক্যাল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও নবায়ন, ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য সনদ প্রদান, ঔষধের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানীর জন্য ব্লকলিস্ট অনুমোদন, ঔষধ আমদানীর ক্ষেত্রে ইন্ডেন্ট অনুমোদন, আমদানীকৃত তৈরী ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালের ছাড়পত্র প্রদান, ঔষধ রপ্তানির জন্য লাইসেন্স, Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)/Free Sale Certificate (FSC) I Good Manufacturing Practice (GMP) সার্টিফিকেট প্রদান, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অনুমোদন, পোস্টমার্কটিং সার্ভিল্যান্স এর আওতায় ঔষধের নমুনা সংগ্রহও সরকারী পরীক্ষাগারে ঔষধের নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ, ফার্মাকোভিজিল্যান্স সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং ঔষধ আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

- NCL কে accredited করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। Bangladesh Accreditation Board (BAB) কর্তৃক ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ সালে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী, ঢাকা Accreditation অর্জন করেছে। ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর American সংস্থা ANAB কর্তৃক ISO 17025:2017 সনদ প্রাপ্ত হয়েছে। WHO Prequalification পাওয়ার জন্য gap analysis এর ৯৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। NCL WHO Prequalification পেলে বাংলাদেশের ভ্যাক্সিন রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (NCL) কে American National Accreditation Board (ANAB) কর্তৃক ISO 17025:2017 অনুযায়ী Accredited Laboratory হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (NCL), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে অভিনন্দন। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে প্রথম ল্যাবরেটরী (ANAB) কর্তৃক ISO 17025:2017 Standard অনুযায়ী Accrediation সনদ অর্জন করেছে।

এ এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির ফলে-

১. অধিকতর মানসম্পন্ন নিরাপদ ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে।
২. নকল, ভেজাল, মানবহির্ভূত ঔষধ দূরীভূত হবে।
৩. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের বাংলাদেশের ঔষধের উপর আস্থা বৃদ্ধি পাবে।
৪. Stringent regulatory authority এর নিকট বাংলাদেশের ঔষধের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং রেগুলেটেড মার্কেটে বাংলাদেশের ঔষধের বাজার বৃদ্ধি পাবে।
৫. ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে ইস্যুকৃত সনদের উপর সারা পৃথিবীর আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে।
৬. সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের ঔষধ সেক্টরের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।
৭. ঔষধ রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং উক্ত ল্যাবের উত্তোরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

ANAB
CERTIFICATE OF ACCREDITATION
TESTING

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী pharma sector কে product of the year- 2018 ঘোষণা করেছেন। ঔষধ রপ্তানি ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৩৭৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে উন্নত বিশ^ সহ পৃথিবীর ১৪৫ টি দেশে বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানি করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে ৩১৯৬ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি করা হয়েছে। ঔষধের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন-বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস মেলা, সেমিনার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং বাংলাদেশের ঔষধকে প্রোমোট করা হচ্ছে।

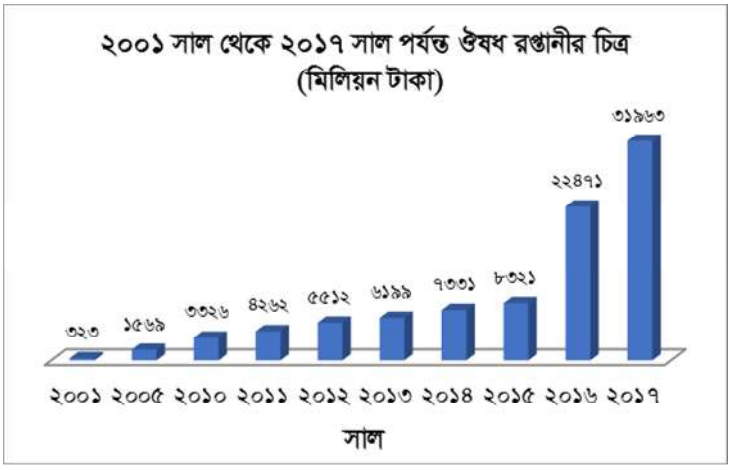

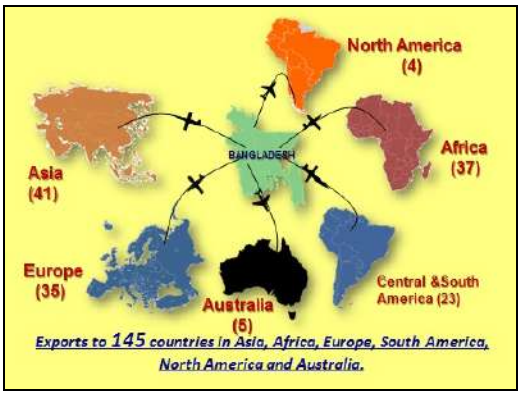

- বর্তমান সরকারের আমলে মেডিক্যাল ডিভাইস গাইডলাইন অনুমোদিত হয়েছে। মেডিক্যাল ডিভাইস গাইডলাইন অনুযায়ী আমদানিকৃত মেডিক্যাল ডিভাইসকে চারটি ক্যাটাগরিতে (A,B,C,D) ভাগ করে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১২৯ টি আমদানিকৃত মেডিক্যাল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। মেডিক্যাল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের পাশাপাশি মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে কার্ডিয়াক স্টেন্ট, ইন্ট্রাওকুলার লেন্স, হার্ট রিং, রিং এ্যাক্সেসরিজ, guide wire catheter, হার্ট ভাল্ব, পেসমেকার, এয়ার রিং এর মূল্য নির্ধারণ পূর্বক মোড়কে MRP মুদ্রিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হাসপাতালসমূহে মূল্য তালিকা ঝুলানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এতে করে জনগণ সুলভ মূল্যে মেডিক্যাল ডিভাইসসমূহ ক্রয় করতে পারছে।

- ফার্মেসী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত বিশ্বের আদলে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টের তত্ত্বাবধানে মডেল ফার্মেসী স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক মডেল ফার্মেসীর গাইড লাইন অনুমোদন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২১ টি জেলায় ২০৪ টি মডেল ফার্মেসী এবং ১৮০ টি মডেল মেডিসিন শপ উদ্বোধন করা হয়েছে। (মোট : ৩৮৪ টি)

চিত্র: মডেল ফার্মেসী উদ্বোধন

- জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যেমন, সিউডোইফিড্রিন জাতীয় ঔষধ হতে ইয়াব তৈরীর সম্ভবনা থাকে বিধায় বাংলাদেশে সিউডোইফিড্রিন জাতীয় ঔষধ বাতিল করা হয়েছে।

- Rational Use of Antibiotics promote করা হচ্ছে। Antibiotic নিয়ন্ত্রণের জন্য CDDEP এর সহযোগীতায় GARP Bangladesh গঠণ করা হয়েছে। যার অফিস ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে অবস্থিত। Rational Use of Antibiotics এর জন্য পোস্টার, লিফলেট, স্লোগান যেমন, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক খাবেন না, পূর্ণ কোর্স এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন ইত্যাদি প্রচার ও বিতরণ করা হয়েছে। অতি সামান্য রোগে হায়ার এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারে এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্ট সৃষ্টি যেন না হয় এ জন্য কোলেসটিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

- ঔষধের safety ও efficacy নিশ্চিত করার জন্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল গাইড লাইন (GCP Guideline) তৈরী ও অনুমোদন করা হয়েছে। ২৮ টি প্রটোকল ও ৭ টি CRO অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জেনেরিক ড্রাগস এর বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডি ও ভ্যাক্সিন এবং বায়োসিমিলার ড্রাগস এর কমপারেবিলিটি স্টাডিসহ অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এর অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। দেশে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এর নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

- ফার্মাকোভিজিল্যান্স মনিটরিং এর জন্য বাংলাদেশ WHO Uppsala Monitoring Centre এর ১২০তম পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন করেছে। ফার্মাকোভিজিল্যান্স গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছে। ৩২ টি হাসপাতাল ও ৩০ টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অনলাইনে ADR report National ADR সেলে জমা দিচ্ছে। রিপোর্টগুলোর casualty assess করে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং vigiflow তে রিপোর্টগুলো আপলোড করা হচ্ছে। ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ফার্মাকোভিজিল্যান্স কর্মকান্ড চালু করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রতিটি কোম্পানীতে একজন পিভি ম্যানেজারের মাধ্যমে কর্মকান্ড চালু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

- মাঠ পর্যায়ের ফার্মেসী হতে দ্রুত নকল ভেজাল ঔষধ সনাক্ত করণের জন্য USP এর সহযোগীতায় ৬ টি mini lab সংগৃহীত হয়েছে।

- ট্রাডিশনাল মেডিসিনের মূল্য নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে অনলাইন রিপোর্টিং ও মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী একটি কার্যকর ঔষধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ৯টি ফাংশন থাকতে হবে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এই ৯ টি ফাংশনের উপর ভিত্তি করে কাজ করছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (NRA) কে WHO এর prequalification অর্জন করার জন্য এবং maturity level- 3 অর্জনের জন্য একটি রোডম্যাপ ও স্ট্রাটিজিক প্ল্যান ২০১৭-২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ৯ টি ফাংশনকে organized ও গাইডলাইন, এসওপি তৈরী করে কর্মসম্পাদন পদ্ধতিকে standardized ও Harmonized করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে WHO, USP, PQM, MSH, SIAPS, USAID, World Bank সহযোগীতা প্রদান করছে এবং তাদের ০৮ (আট) জন consultant কাজ করছে।

- রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমকে standardized ও Harmonized করার জন্য ফার্মাডেস্ক সফট ওয়্যারের মাধ্যমে CTD ফরমেটে অনলাইনে ঔষধের রেজিসেট্রশন আবেদন গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং অনুমোদন করার কাজ শুরু করা হয়েছে এবং ০৩ (তিন) টি product CTD Format এ registration দেওয়া হয়েছে।

চিত্র: ফার্মাডেস্ক সফটওয়্যার উদ্বোধন

- ঔষধের মার্কেটিং অথরাইজেশন সনদ প্রদান চালু করা হয়েছে।

- জনগণের নিকট স্বচ্ছ ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে প্রতিমাসে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যা বর্তমান সরকারের শুদ্ধাচারের একটি কর্মপরিকল্পনা। এছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে হেল্প ডেস্ক, গ্রিভেন্স অফিসার, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা রয়েছে। সিটিজেনস চার্টার দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রতিটি কর্মকর্তার ছবিসহ নাম, পদবি, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে প্রতি রবিবার পরিচ্ছন্নতা দিবস পালন করা হয়।

সরকারী কর্মকর্তাদের মাঝে দেশপ্রেম বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যেগ নেওয়া হচ্ছে। যেমন, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে, বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে জাতীয় প্রোগ্রামে সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ড :

- খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন সংখ্যা : ২৯০৯৫
- পরিদর্শনকৃত ফার্মেসীর সংখ্যা : ৫৭১৭৫
- পরিদর্শনকৃত ঔষধ প্রস্তুতকারী কারখানার সংখ্যা : ১১৩৬
- মোট খুচরা ও পাইকারী ড্রাগ লাইসেন্স এর সংখ্যা : ১২৫৪৮৯ টি
- ২০১৭-১৮ সালে দায়েরকৃত মামলার তুলনামূলক পরিসংখ্যান :

বছর	ঔষধ আদালতে মামলা	ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা	মোবাইল কোর্টে মামলা	জরিমানা (টাকা)
2017-2018	12	16	1258	18565900

- পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের নিমিত্তে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীতে প্রেরিত ঔষধের নমুনার সংখ্যা : ১,১৬৭ টি
- রাজস্ব আদায়ের পরিমান : ১৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৬ শত ৬৫ টাকা।
- ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী, ঢাকা কর্তৃক প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ এর পরিমান : ২,৬৯২
- সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রাপ্ত নমুনা এবং পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ এর পরিমান : ৫৪১

ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন :
২০১৭ সাল হতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে।

ইনোভেশন প্রকল্প :
ঔষধরে বরিূপ প্রতক্রিয়া রিপোর্টিং, নকল ঔষধ ও নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রয়ের বিষয়ে অনলাইন ভিত্তিক অভিযোগ দাখিলের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসসে টু ইনফরমশেন (এটুআই) প্রোগ্রামরে সহযোগীতায় মোবাইল অ্যাপস "Drug Admin" তৈরী প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আগামি দিনের পরিকল্পনা :

- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ০৯ টি ফাংশনকে কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য ফাংশন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত ৮৬১ জনবল সম্বলিত প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম অনুমোদন এবং জনবল নিয়োগ করা;
- ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও হারবাল মেডিসিনের জিএমপি গাইড লাইন প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা;
- ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হারবাল মেডিসিনের প্রণীত টেস্টক্রাইটেরিয়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা;
- স্টেম সেল থেরাপি, জিন থেরাপি, রোবোটিক সার্জারি চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্যারাডাইম পরিবর্তন করেছে। এজন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্ড ব্লাড ব্যাংকিং, স্টেম সেল থেরাপি, জিন থেরাপি এর জন্য গাইড লাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা । রোবটিক সার্জারি ডিভাইস রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করা ;
- অফিসকে পর্যায়ক্রমে পেপারলেস করে ডিজিটালাইজড করা। অনলাইনে ব্লক লিস্ট ও ইনডেন্ট অনুমোদন এবং ই-ফাইলিং আরোও জোরদার করা;
- ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরীকে ISO-17025 এর accreditation অর্জন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে WHO এর prequalification অর্জন করা ;
- NRA এর WHO এর prequalification অর্জন এর জন্য ২০১৮ সালে maturity level- 3 পর্যন্ত অর্জন করা হবে;
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকান্ড আরোও নিবিড় ও জোরদার করা। এ লক্ষ্যে zero tolerance principle গ্রহণ করা। ফুড সাপ্লিমেন্ট, নকল ভেজাল ঔষধের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা;
- ছোট/ মাঝারি/ বড় সকল ধরনের ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও হারবাল মেডিসিনের জিএমপি কমপ্লাইন্স নিশ্চিত করা।
- ব্লাড ও ব্লাড প্রোডাক্ট রেজিস্ট্রেশন এবং মূল্য নির্ধারণ করা;

৪.৩ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ভূমিকা :

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ ও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বদা সচল ও উপযোগী রাখায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দেশব্যাপী সকল প্রকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সংস্কার, সম্প্রসারণ, মেরামত ইত্যাদি কাজ প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী সম্পাদন করে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যথাসময়ে স্বল্পতম ব্যয়ে, পর্যাপ্ত সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর।

রূপকল্প (Vision) :

মানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নত স্বাস্থ্যসেবার সহায়ক।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

যথাসময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান অবকাঠামো সম্প্রসারণসহ মানসম্মত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থাপনাসমূহকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উপযোগী রাখা।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	পদের গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
০১	গ্রেডঃ ৩-৯	১১৩	৭০	৪৩
০২	গ্রেডঃ ১০	১৮৩	১১৮	৬৫
০৩	গ্রেডঃ ১০-১৬	১৭৭	১৬০	১৭
০৪	গ্রেডঃ ১৮-২০	১৪৬	১৪২	০৪

মোটঃ	৬১৯	৪৯০	১২৯

কর্মসংস্থান-নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি : ৯৪ জন (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর) সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতি প্রাপ্ত ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা :

প্রকল্প-১ ডিপিপি এর মাধ্যমে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, গোপালগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্প :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	একাডেমিক ভবন নির্মাণ;
০২.	হোস্টেল ভবন (মহিলা, পুরুষ) নির্মাণ;
০৩.	সিঙ্গেল ডক্টরস্ একোমোডেশন ভবন (মহিলা ও পুরুষ), স্টাফ নার্সেস ডরমিটরি ভবন, জরুরি স্টাফ ডরমিটরি ভবন নির্মাণ;
০৪.	ইন্টার্নি ডক্টরস্ ডরমিটরি (মহিলা ও পুরুষ) ভবন;
০৫.	আবাসিক ভবন (পরিচালক, উপ-পরিচালক, চিফমেট্রন, শিক্ষক) নির্মাণ কাজ;
০৬.	আবাসিক ভবন (অধ্যাপক, উপ-অধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক) নির্মাণ;
০৭.	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;

প্রকল্প-২ : ডিপিপি এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (৩টি প্যাকেজ) :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	একাডেমিক ভমন নির্মাণ;
০২.	হোস্টেল ভবন (মহিলা, পুরুষ) নির্মাণ;
৩.	এসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর, লেকচারার, নার্স এবং ৩য় শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ;

প্রকল্প-৩ : উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ :

ক্রমিক নং	**জেলা**	**উপজেলা**
০১.	**কিশোরগঞ্জ**	**ইটনা**
০২.	**মেহেরপুর**	**গাংনী**
০৩.	**দিনাজপুর**	**নবাবগঞ্জ**
০৪.	**দিনাজপুর**	ঘোড়াঘাট
০৫.	**সিলেট**	**জকিগঞ্জ**
০৬.	**বগুড়া**	**শেরপুর**
০৭.	**পাবনা**	**আটঘরিয়া**
০৮.	**খাগড়াছড়ি**	**মানিকছড়ি**
০৯.	**হবিগঞ্জ**	**বানিয়াচং**
১০.	**ভোলা**	**তজুমদ্দিন**
১১.	**সুনামগঞ্জ**	**তাহেরপুর**
১২.	**সিলেট**	**বিশ্বনাথ**

প্রকল্প-৪: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১	টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোপালগঞ্জ জেলা

প্রকল্প-৫: ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলাধীন ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ ।
০২.	মুন্সিগঞ্জ জেলায় ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি নির্মাণ
০৩.	জামালপুর জেলার ইসলামপুর নার্সিং কলেজের পুরুষ ও মহিলা স্টাফ কেয়ার্টার নির্মাণ (লট-২)

প্রকল্প-৬ : ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

প্রকল্প-৭ : ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	সদর, কুমিল্লা

প্রকল্প-৮ : স্কুল হেলথ ক্লিনিক ও বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়/সিভিল সার্জন অফিস নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	বরিশাল
০২.	সদর, কুমিল্লা
০৩.	সদর, সিলেট
০৪.	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ পরিবার পরিকল্পনা অফিস,সদর, চট্টগ্রাম

প্রকল্প-৯ : জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম/ কাজের বিবরণ
০১.	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন) চট্টগ্রাম
০২.	রাঙামাটি
০৩.	মাদারীপুর
০৪.	কুমিল্লা সদর

প্রকল্প-১০ : নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	সদর, বান্দরবান

প্রকল্প-১১ : মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাট্স) নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	পুবাইল, সদর, গাজীপুর জেলা
০২.	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
০৩.	পত্নীতলা, নওগাঁ

প্রকল্প-১২ : ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কেন্দ্রের নাম
১.	মাদারীপুর	রাজৈর	নয়ানগর
২.	মুন্সীগঞ্জ	সদর	মিরকাদিম
৩.	পটুয়াখালী	বাউফল	বগা (সাবুপাড়া)
৪.	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	দেউলি
৫.	ফেনী	সোনাগাজী	ইতালি মার্কেট
৬.	নেত্রকোণা	তেতুলিয়া	মোহনগঞ্জ
৭.	ঢাকা	হাজারীবাগ	বেড়ীবাধ
৮.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	কসবা	বায়েক
৯.	ঝিনাইদহ	সদর	কাষ্টসাগরা
১০.	পটুয়াখালী	গলাচিপা	দক্ষিণ পানপট্টি
১১.	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	কাকরদাহ
১২.	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	ধুপতারা (মনোহরগঞ্জ)
১৩.	মাদারীপুর	কালকিনি	সাহেবরামপুর
১৪.	শরিয়তপুর	নড়িয়া	ভজেশ্বর
১৫.	শেরপুর	নকলা	উরফা
১৬.	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	চালিতাডাঙ্গা

প্রকল্প-১৩ : ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়বেটিক হাসপাতাল :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
০১.	পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়বেটিক হাসপাতাল নির্মাণ কাজ

প্রকল্প-১৪ : ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কেন্দ্রের নাম
০১.	গাইবান্ধা	সাঘাটা	কামালেরপাড়া
০২.	কুষ্টিয়া	খোকশা	ওসমানপুর
০৩.	শেরপুর	ঝিনাইগাতি	হাতিয়াবান্দা
০৪.	পটুয়াখালী	গলাচিপা	বকুলবাড়িয়া(লামা)
০৫.	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	হারুকান্দি
০৬.	কুমিল্লা	হোমনা	ঘাড়মোড়া
০৭.	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ি	বানিয়াজান
০৮.	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ি	বলিভদ্র
০৯.	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	শোভগাছা
১০.	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	বেলগাছি

প্রকল্প-১৫ : ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মানউন্নীতকরণ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সমাপ্ত কাজের সংখ্যা
১.	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মানউন্নীতকরণ কাজ	৩১টি

প্রকল্প-১৬ : উপজেলা স্টোর কাম পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ
১.	মংলা, বাগেরহাট
২.	কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

প্রকল্প-১৭ : কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সমাপ্ত কাজের সংখ্যা
১.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ	৭২টি

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের তালিকা :

প্রকল্প-১ :ডিপিপি এর মাধ্যমে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন, গোপালগঞ্জ শীর্ষক কাজ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	নতুন হাসপাতাল ভবন নির্মাণ	৩৫%	
০২.	১০০০ বঃফুঃ মেডিকেল অফিসার্স এবং লেকচারার কোয়ার্টার (১০ ইউনিট), নার্সেস কোয়ার্টার (১০ ইউনিট), ৬০০ বঃফুঃ ৩য় শ্রেণীর কোয়ার্টার, ইমারজেন্সি স্টাফ ডরমিটরি ভবন	৬৫%	
০৩.	সিঙ্গেল ডক্টর্স একোমোডেশন (পুরুষ ও মহিলা) স্টাফ নার্সেস ডরমিটরি, ইর্মাজেন্সি স্টাফ ডরমিটরি ভবন নির্মাণ	১৩%	
০৪.	সীমানা প্রাচীর (ফেজ-২)	১০%	

প্রকল্প-২ : DPP এর আওতায় সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	সাইট ডেভেলপমেন্ট কাজ (ফেইজ-১)	৬০%	
০২.	সাইট ডেভেলপমেন্ট কাজ (ফেইজ-২)	৭৩%	
০৩.	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৯৯%	
০৪.	ডক্টরস্ ডরমিটরি নির্মাণ	৩৫%	
০৫.	২ তলা (১৮০০ বঃফুঃ) প্রিন্সিপাল এবং পরিচালকের কোয়ার্টার নির্মাণ	৩৫%	
০৬.	৩ তলা বিশিষ্ট লন্ড্রি প্ল্যান্ট নির্মাণ	৪১%	
০৭.	ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন কাজ	০০%	
০৮.	অডিটরিয়াম, লাইব্রেরী, জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটরিয়া, টিচিং মর্গ এবং মসজিদ নির্মাণ	৩০%	
০৯.	হাসপাতাল ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৩৬%	

প্রকল্প-৩(ক) : উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	সুনামগঞ্জ	সাল্লা	২০%	
০২.	নাটোর	বড়াইগ্রাম	৩৫%	
০৩.	ফেনী	ফুলগাজী	০২%	
০৪.	চট্টগ্রাম	সন্দীপ	০৪%	
০৫.	রংপুর	তারাগঞ্জ	১৭%	
০৬.	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	০৫%	
০৭.	কুমিল্লা	তিতাস	১৩%	
০৮.	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	১০%	
০৯.	চাঁদপুর	উত্তর মতলব	০১%	
১০.	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	০২%	
১১.	দিনাজপুর	কাহারুল	০২%	
১২.	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	০২%	
১৩.	রাঙ্গামাটি	বিলাইছড়ি	০১%	
১৪.	হবিগঞ্জ	লাখাই	০%	
১৫.	রাঙ্গামাটি	রাজস্থলী	০%	
১৬.	সুনামগঞ্জ	জামালগঞ্জ	০%	
১৭.	সিলেট	কানাইঘাট	০%	

প্রকল্প-৩(খ) : উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ২০-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	কক্সবাজার	পেকুয়া	২০%	

প্রকল্প- ৩(গ) : উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	বান্দরবান	রুমা	৭৭%	

প্রকল্প-৪(ক) : উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ২০-১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	কক্সবাজার	চকোরিয়া	০২%	

প্রকল্প-৪(খ) : উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	টাংগাইল	মধুপুর	৯৭%	
০২.	ভোলা	চরফ্যাশন	২০%	
০৩.	সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	২৬%	
০৪.	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী	২২%	
০৫.	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	০%	

প্রকল্প-৫ : মালিগাঁও ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল :

ক্রমিক নং	কাজের নাম	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	৬০০ বঃফুঃ কোয়ার্টার এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, লিফট্ এবং এ্যানসিলারী	২৫%	

প্রকল্প-৬ : ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কেন্দ্র	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	মাগুড়া	শালিখা	আড়পাড়া	৭৫%	
০২.	নারায়নগঞ্জ	আড়াইহাজার	ধুপতারা (মনোহরগঞ্জ)	৮৯%	
০৩.	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	মুকিমাবাদ (বকশিগঞ্জ)	৭০%	
০৪.	বরিশাল	গৌরনদী	শরিকল (মিয়ারচর)	৬০%	
০৫.	বরিশাল	আগৈলঝাড়া	রাজিহার(বাহাদুরপুর)	৫০%	
০৬.	শরিয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	চড়ভাঙ্গা	৭৮%	
০৭.	ভোলা	সদর	ভেলুমিয়া	৯২%	
০৮.	গোপালগঞ্জ	কোটালিপাড়া	লখোন্ডা	৬%	
০৯.	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	রায়দৌলতপুর	৮৫%	
১০.	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	শক্তিপুর	৯০%	
১১.	ঝিনাইদাহ	শৈলকুপা	কাঁচেরকোল	৯০%	
১২.	নোয়াখালী	কবিরহাট	কবিরহাট	২৫%	
১৩.	ফেনী	সোনাগাজী	সোনাগাজী	২০%	
১৪.	নরসিংদী	শিবপুর	শিবপুর	৩০%	
১৫.	সিরাজগঞ্জ	রায়পুর	ভ্রম্মগাছা	৪০%	
১৬.	মাদারীপুর	শিবচর	শিবচর	০০%	
১৭.	মাদারীপুর	শিবচর	দত্তপাড়া	২৫%	
১৮.	সিরাজগঞ্জ	সদর	ছনগাছা	১৭%	
১৯.	গোপালগঞ্জ	মুকছেদপুর	গারলগাতি	১৪%	
২০	পটুয়াখালী	সদর	কামালপুর (ভাইলা ভুরিয়া)	০০%	
২১.	গোপালগঞ্জ	মুকছেদপুর	কৃশানদিয়া	২২%	
২২.	চট্রগ্রাম	মিরসরাই	মিরসরাই	০১%	
২৩.	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	সুবর্ণছড়া	০০%	
২৪.	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	আমড়াগাছি	০৩%	
২৫.	বান্দরবন	লামা	৫ নং সরাই	২৫%	
২৬.	বগুড়া	শেরপুর	সাঘাটা	০২%	
২৭.	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	মতলব উত্তর	০১%	
২৮.	সিরাজগঞ্জ	শাহাজাদপুর	গালা	০০%	

প্রকল্প-৭ : ২০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কেন্দ্র	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	গাজীপুর	সদর	মেঘডুবি	৯৮%	

প্রকল্প-৮ : ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কেন্দ্র	অগ্রগতি	মন্তব্য

০১.	কুমিল্লা	বড়ুরা	সোনাইমুড়ি	৭০%	
০২.	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	টিয়ারকালি	৩০%	
০৩.	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানি	ব্যাসপুর	০৭%	

প্রকল্প-৯ : ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কেন্দ্র	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	নোয়াখালী	হাতিয়া	স্বর্ণদ্বীপ (জাহাইজ্জার চর)	০০%	

প্রকল্প-১০ : ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	০০%	
০২.	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	০০%	

প্রকল্প-১১ : ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	মানিকগঞ্জ	সদর	৯৬%	

প্রকল্প-১২ : ১০০ শয্যাবিশিষ্ট শিশু হাসপাতাল নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	রংপুর	সদর	১৮%	

প্রকল্প- ১৩ : পরিবার পরিকল্পনা জেলা অফিস নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	**জামালপুর**	**সদর**	**৯৯%**	
০২.	**চাঁদপুর**	**সদর**	**১২%**	
০৩.	**চট্টগ্রাম**	**সদর**	**৯০%**	

প্রকল্প- ১৪ : জেলা পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালক এবং বিভাগীয় পরিচালকের অফিস নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	রাজশাহী	সদর	৪০%	
০২.	সিলেট	সদর	৩৭%	
০৩.	খুলনা	সদর	১০%	
০৪.	সাতক্ষীরা	সদর	০%	
০৫.	গোপালগঞ্জ	সদর	২৫%	

০৬.	চুয়াডাঙ্গা	সদর	০২%	
০৭.	নীলফামারী	সদর	০%	
০৮.	পটুয়াখালী	সদর	০৩%	
০৯.	জয়পুরহাট	সদর	০৫%	
১০.	দিনাজপুর	সদর	০%	

প্রকল্প-১৫ : মেডিকেল এ্যাসিস্টেট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	**মাদারীপুর**	**রাজৈর (কবিরাজপুর)**	**৮৮%**	
০২.	**নওগাঁ**	**পত্নীতলা**	**৯৬%**	
০৩.	রাজবাড়ী	পাংশা (হাটবনগ্রাম)	**৪২%**	
০৪.	**মানিকগঞ্জ**	সদর	**২৮%**	
০৫.	সিরজগঞ্জ	কাজীপুর	**২২%**	
০৬.	গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া ম্যাটস্ এর পুরুষ হোস্টেল নির্মাণ		**৪৩%**	

প্রকল্প- ১৬ : নার্সিং কলেজ নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	**ঝালকাঠি**	**সদর**	**৯০%**	
০২.	**নড়াইল**	**সদর**	**২৮%**	
০৩.	**সিরাজগঞ্জ**	**কাজিপুর**	**১৫%**	
০৪.	ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলা নার্সিং কলেজ হোস্টেল ভবন, ১২৫০ বর্গফুট এবং ১০০০ বর্গফুট(২য় তলা), ৮০০ বর্গফুট কোয়ার্টার (২য় তলা) এবং গার্ড রুম এবং এম্পিলারী (ফেজ-২) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ		**৬৫%**	

প্রকল্প-১৭ : নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	মাদারীপুর	রাজৈর (কবিরাজপুর)	৮৩%	

প্রকল্প-১৮ : ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী (আইএইচটি) নির্মাণ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	মাদারীপুর	সদর	৮৫%	
০২.	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর (গোপীনাথপুর)	৭৬%	
০৩.	সাতক্ষীরা	নলতা	৭৫%	
০৪.	মানিকগঞ্জ	সদর	৭২%	
০৫.	ঢাকা জেলার মহখালীস্থ আইএইচটি'র বর্ধিতকরণ		৮৫%	
০৬.	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আইএইচটি'র ১৫০০ বর্গফুট		৫৭%	

	প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার, ১২৫০ বর্গফুট (২ ইউনিট), ১০০০ বর্গফুট (১০ ইউনিট), ৮০০ বর্গফুট (১০ ইউনিট), ৬০০ বর্গফুট (১০ ইউনিট) নির্মাণ।		

প্রকল্প-১৯ : ঢাকা ডেন্টাল কলেজ :

ক্রমিক নং	কাজের নাম	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	মিরপুরস্থ ঢাকা ডেন্টাল কলেজের মহিলা হোস্টেলে লিফ্ট স্থাপন	০০%	

প্রকল্প-২০ : বিসিপিএস ভবন, মহাখালী, ঢাকা :

ক্রমিক নং	কাজের নাম	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	বিসিপিএস ভবনের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ (ফেজ-৩)	৭৫%	

প্রকল্প-২১ : আইপিএইচএন ভবন নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের নাম	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	৯ তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশনে ৪ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণ	৩৭%	

প্রকল্প-২২ : স্বাস্থ্য ভবনের এ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপনঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	স্বাস্থ্য ভবনের অ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন	০০%	

প্রকল্প-২৩ : স্কুল হেলথ্ ক্লিনিকঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	**বরিশাল**	সদর	৯৭%	

প্রকল্প-২৪ : সিভিল সার্জন অফিসঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	**চট্টগ্রাম**	সদর	৭৭%	

প্রকল্প-২৫ : বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর অফিস ভবন নির্মাণঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	**সিলেট**	সদর	৮৫%	

প্রকল্প-২৬ : এইচইডি সার্কেল ও বিভাগীয় অফিস নির্মাণঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	অগ্রগতি	মন্তব্য
০১.	**চট্টগ্রাম**	সদর	৭৬%	
০২.	**খুলনা**	সদর	৬৫%	

প্রকল্প-২৭ : কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কাজের নাম	সংখ্যা	অগ্রগতি
০১.	৪র্থ এইচপিএনএসপি এর আওতায় কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১৮৭টি	০০%
০২.	৪র্থ এইচপিএনএসপি এর আওতায় কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও সংস্কার	২৩১টি	০০%
০৩.	জাইকার অর্থায়নে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১৫টি	৯৭%
০৪.	ভারত সরকারের অনুদানে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	৩৬টি	৬৫%

ইনোভেশন প্রকল্পের তালিকা :

উদ্ভাবনী উদ্যোগ :

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনায় মোট ৮টি Action Item অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ৪টি Action Item সম্পন্ন/চালু করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক নং	এ্যাকশন আইটেম	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	ই-জিপি চালু	ডিসেম্বর'২০১৬ মাসে ই-টেন্ডার চালু করা হয়। এ পর্যন্ত ২০৮টি প্যাকেজের টেন্ডার ই-জিপি'র মাধ্যমে করা হয়েছে।	
২.	LAN at Head Office	কাজ সম্পন্ন।	
৩.	দরপত্র আহবান নোটিশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ	-	দরপত্র আহবান নোটিস ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
৪.	দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ SMS Broadcasting Service ব্যবহার	গত ২২/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এইচইডি'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে SMS Broadcasting Service চালু করা হয়েছে।	SMS Broadcasting Service নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের ৪টিসহ নিম্নে বর্ণিত Action Item সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে :

১.	Personnel Management Information System (PMIS) তৈরি ও চালু	কাজ চলমান।	
২.	Digital Attendance প্রবর্তন	কাজ চলমান।	
৩.	Online-এ লাইসেন্স নবায়ন	ঠিকা প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তিকরণের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।	
৪.	উৎসে করকর্তনের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া সহজীকরণ		প্রক্রিয়াধীন।
৫.	Online Based Project	কাজ চলমান।	

	Monitoring System চালুকরণ		
৬.	Online Based Repair Management System চালুকরণ		প্রক্রিয়াধীন।
৭.	নির্মাণ কাজের নকশা সংক্রান্ত তথ্যাদি সার্ভারে সংরক্ষণ (e-Design system)		

ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহ :

স্বাস্থ্য খাতকে আরও এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রামের (৪র্থ এইচপিএনএসপি) ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে মানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মানউন্নীতকরণ, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১১,৬৭৬ কোটি ২৬.০১ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি'২০১৭ হতে জুন'২০২২ পর্যন্ত। উক্ত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কাজসমূহ নিম্নরূপ :-

০১) ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ-১০টি
০২) ৩১ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ-০২টি
০৩) ২০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ-০৫টি
০৪) ১০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ-৫৯টি

০৫) ২০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ-০১টি
০৬) ১০০ শয্যার শিশু হাসপাতাল নির্মাণ-০২টি
০৭) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ ২০০টি
০৮) ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ-১০টি
০৯) মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল(ম্যাটস্) নির্মাণ-০৮টি
১০) পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট(এফডব্লিউভিটিআই)-০৫টি
১১) নার্সিং কলেজ নির্মাণ-০৪টি
১২) নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ-০২টি
১৩) নিপোর্ট ভবন নির্মাণ - ০১ টি
১৪) আইপিএইচএন ভবন নির্মাণ - ০১টি
১৫) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) ভবন নির্মাণ - ০১টি
১৬) জেনারেল হাসপাতাল এবং ট্রমা সেন্টার নির্মাণ - ০২টি
১৭) কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ - ১০২৯ টি
১৮) বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্য অফিস নির্মাণ - ০২ টি
১৯) বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ-০১টি
২০) উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ-৩০টি
২১) উপজেলা স্টোরসহ পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিস নির্মাণ-১০০টি
২২) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর সার্কেল অফিস ও বিভাগীয় অফিস নির্মাণ-০১টি
২৩) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর সার্কেল অফিস ও বিভাগীয় অফিস সম্প্রসারণ -০২টি
২৪) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর বিভাগীয় অফিস নির্মাণ-০৩টি
২৫) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর সহকারী প্রকৌশলীর অফিস নির্মাণ-০২টি
২৬) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা স্থাপনার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৪৯৫টি
২৭) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ডরমেটরি নির্মাণ-
২৮) কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর আইসোলেশন ইউনিট নির্মাণ-০১টি
২৯) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর আইসোলেশন ইউনিট নির্মাণ-০১টি
৩০) সিভিল সার্জনের অফিস নির্মাণ-০৯টি
৩১) শিশু হাসপাতাল নির্মাণ-০৫টি

৩২) জাতীয় রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্র নির্মাণ-০১টি
৩৩) কুড়িগ্রাম জেলায় বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ-০১টি
৩৪) ঢাকা ফিজিওথেরাপি কলেজ নির্মাণ-১টি
৩৫) পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের আঞ্চলিক পন্যাগার -০১টি এবং কেন্দ্রীয় পন্যাগার-০১টি
৩৬) কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃ নির্মাণ -২০০০টি
৩৭) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ -১০০টি
৩৮) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পুনঃনির্মাণ-২০টি
৩৯) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর রিমডেলিং এবং সংস্কার কাজ-৩৪টি
৪০) বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও নবরূপায়নের কাজ ১৩৬টি
৪১) বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামোর মেরামত কাজ ৮০০০টি
৪২) আঞ্চলিক পন্যাগারের রিমডেলিং কাজ-২১টি
৪৩) মহাখালীস্থ স্বাস্থ্য ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ-০১টি
৪৪) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ কাজ-৫০টি
৪৫) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ২০/৩১ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ-৪৫টি
৪৬) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ-০৫টি
৪৭) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ-০৪টি
৪৮) এফডব্লিউভিটিআই উন্নীতকরণ-০৭টি
৪৯) জেলা হাসপাতালকে ১০০ হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ-৩৫টি
৫০) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে উন্নীতকরণ-০৮টি
৫১) মেডিকেল কলেজকে উন্নীতকরণ-০৮টি
৫২) মেডিকেল হাসপাতাল এর পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ-০৩টি
৫৩) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাডেমিক ভবন নির্মণ-০২টি
৫৪) বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট/হাসপাতাল-১৩টি
৫৫) সাভারস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ ম্যানেজমেন্ট-০১টি
৫৬) এইচপিএনএসপি এর অবশিষ্ট কাজ-৬১০টি

৪.৪ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

ভূমিকা :

বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ১৯৭৭ সালে "সেবা পরিদপ্তর" গঠিত হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী ও মানবতার জননী শেখ হাসিনার আন্তরিক সহযোগিতায় এবং মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গত ১৬ নভেম্বর, ২০১৬ তৎকালীন সেবা পরিদপ্তরকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে।

নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিস কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে অত্র দপ্তরটিকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার পাশাপাশি পদসৃজনের মাধ্যমে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের জন্য মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকসহ ১৬ (ষোল) ক্যাটাগরির মোট ৭৭ (সাতাত্তর) টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল স্বাস্থ্যসেবা ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩২,০০০+ (বত্রিশ হাজারেরও অধিক) নার্স ও ১,১৪৩ জন মিডওয়াইফ সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত আছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ৩,০০০ (তিন হাজার) মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে। দেশের ৩৮টি সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯৭৫ (নয়শত পঁচাত্তর) টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। সম্প্রতি, বিপিএসসি সুপারিশক্রমে ১ম ব্যাচে ৫৯৩ জন রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফকে ও ২য় ব্যাচে ৫৫০ জনকে ১৫৬ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পদায়ন করা হয়েছে। গত ৩০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনাব মোঃ নাসিম- এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫৫০ জন মিডয়াইফের যোগদান পত্র গ্রহণ করেন। ইউএনএফপিএ কর্তৃক ৩১ (একত্রিশ) জন শিক্ষার্থী নিয়ে ডালারনা ইউনিভার্সিটি, সুইডেন ভিত্তিক ওয়েববেজডমাস্টার্স ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে । এযাবৎ প্রথম ব্যাচের মোট ৩০ (ত্রিশ) জন শিক্ষার্থী মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং দ্বিতীয় ব্যাচের ৩০ (ত্রিশ) জন শিক্ষার্থীর মাস্টার্স কোর্স সমপাপ্তির পথে। তৃতীয় ব্যাচে আরো ৩০ (ত্রিশ) জন জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ শিক্ষা বর্ষে দুই জন করে মোট চার জন মিডওয়াইফস ফ্যাকাল্টি ওয়েববেজড পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়ন করছেন।

রূপকল্প (Vission) :

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্সিং জনবল তৈরি ও পদায়নের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এবং সুস্থ জাতি গঠনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার মান বজায় রেখে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে নার্সিং বিষয়ক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান ও এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশলপত্র ও নিয়োগবিধিসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত

করা। সর্বোপরি, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশার উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য গুনগত মানসম্পন্ন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা নিশ্চিত করা।

জনবল :

ক্রমিক নং	**c‡`i bvg**	**gÄyiKZ c`**	**KgiZ c`**	**ïb¨ c`**
1	gnvcwiPvjK	1	1	0
2	AwZwi³ gnvcwiPvjK	1	0	1
3	cwiPvjK	3	৩	০
4	Dc-cwiPvjK	6	2	4
5	mnKvix cwiPvjK	10	6	4
6	mnKvix cwiPvjK (bvwms) (wefvMxq)	7	৬	১
7	Aa¨ক্ষ	14	12	2
8	Dcva¨ক্ষ	5	0	5
9	Aa¨vcK	9	0	9
10	mn‡hvMx Aa¨vcK	17	0	17
11	mnKvix Aa¨vcK	33	0	33
12	cfvlK	77	42	35
13	‡mev ZZ¡veavqK	55	26	29
14	Dc-‡mev ZZ¡veavqK	63	35	28
15	wWwR÷K cvewjK †nj_ bvm	64	55	9
16	mnKvix †cvMvgvi (bb-bvwms)	1	0	1
	Dc †gvU	**366**	**183**	**183**

wØZxq †kYx

ক্রমিক bs	**c‡`i bvg**	**gÄyiKZ c`**	**KgiZ c`**	**ïb¨ c`**	**gšÍe¨**
17	bvwms Bb÷v±i BbPvR	42	42	0	
18	bvwms Bb÷v±i	285	280	5	
19	Bb÷v±i	8	8	0	
20	‡W‡gv‡b÷Ui	12	12	0	
21	‡mweKv wkÿvqÎx	9	3	6	
22	bvwms mcvi fvBRvi	1023	710	313	100% c‡`v‡bwZi gva¨‡g ci ‡hvM¨|
23	wmwbqi ÷vd bvm	28091	22963	5128	wb‡qv‡Mi Rb¨ evsjv‡`k KgKwgkb mwPevjq KZK wjwLZ I †gšwLK cixক্ষv †kl n‡q‡Q, djvdj cKv‡ki ci wb‡qvM c`vb Kiv n‡e|
24	÷vd bvm	2000	1795	205	
25	cvewjK †nj_ bvm	4	4	0	

26	wgW I qvBd	2996	11৪3	18৫3	wb‡qv‡Mi Rb¨ evsjv‡`k KgKwgkb mwPevjq KZK wjwLZ I †gšwLK cixক্ষv †kl n‡q‡Q, djvdj cKvk Kiv n‡q‡Q | hv ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gšYvjq wb‡qvM c`vb Ki‡e|
27	mnKvix bvm	488	488	0	
28	cwimsL¨vbwe`	1	1	0	
29	‡Kv-AwW‡bUi	7	6	1	
30	jvB‡ewiqvb	1	0	1	
31	mnKvix jvB‡ewiqvb	3	0	3	
32	ckvmwbK KgKZv (Awa:)	2	2	0	
33	ckvmwbK KgKZv (bwms K‡jR)	4	0	4	
34	wnmve iক্ষY KgKZv	5	2	3	
	Dc-‡gvU	**34981**	**27499**	**7482**	
	3q †kYx				
35	Awdm ZËveavqK	1	0	1	
36	cavb mnKvix	2	2	0	
37	mvUwjwcKvi/‡÷‡bvMvdvi	3	1	2	
38	Kw¤úDUvi Acv‡iUi (bv:Kv:)	6	6	0	
39	wc G U Aa¨ক্ষ (bv: K‡jR)	4	2	2	
40	cavb mnKvix/wnmve iক্ষK	8	6	2	
41	WvUv Gw›U Acv‡iUi	1	1	0	
42	jvB‡ewiqvb	1	0	1	
43	mvUg`vক্ষwiK	3	2	1	
44	D”Pgvb mnKvix (Awa`ßi-7)	51	37	14	
45	‡÷vi wKcvi	5	4	1	
46	nvDR wm÷vi/‡nvg wfwRUi	10	8	2	
47	wnmve iক্ষK	18	16	2	
48	jv¨ve‡iUix mnKvix (e¸ov,PUMvg, Ljbv)	12	12	0	
49	Mvox PvjK	47	37	10	
50	mnKvix wnmve iক্ষK	1	0	1	

51	WvUv Gw›U Acv‡iUi (Awa`ßi-01)	1	0	1	
52	j¨ve mnKvix (‡mev gnv:) w`bvRci bv: K:	6	2	4	
53	mn: jvB‡ewiqvb(‡mev gnv:)	1	0	1	
54	nvDR wKcvi, w`bvRci bv:K:-01 wU	52	45	7	
55	‡nvg wm÷vi	4	0	4	
56	K¨wkqvi	44	35	9	
57	AwU÷	1	0	1	
58	Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi g`vক্ষwiK (Awa:-09)	83	61	22	
59	Awdm mnKvix Kvg WvUv Gw›U Acv‡iUvi	15	14	1	
60	B‡jK‡Uwkqvb	1	1	0	
61	‡÷vi wKcvi(bv: K‡jR) (Awa:-1)	2	1	1	
62	jvB‡ewi mnKvix, bv: K‡jR(e¸ov,PUMvg, Ljbv,w`bvRci)	4	0	4	
	Dc- †gvU	**387**	**293**	**94**	
	4_ †kYx				
63	cv¤ú †gwkb Acv‡iUi	1	1	0	
64	Wwcø‡KwUs †gwkb Acv‡iUi	2	2	0	
65	K¨vk miKvi	2	2	0	
66	`ßwi	40	30	10	
67	‡iKW Kxcvi	1	1	0	
68	Awdm mnvqK (GgGjGmGm)	270	220	50	
69	cøv¤vi	1	1	0	
70	KK	30	23	7	
71	gkvjPx	24	16	8	
72	KK/gkvjPx	105	77	28	
73	‡Uwej eq	46	38	8	
74	মাjx	26	20	6	
75	`v‡ivqvb	79	60	19	
76	bvBUMvW/wbivcËv cnix	7	5	2	
77	mBcvi/cwi”QbZvKgx	83	63	20	
	Dc-‡gvU	**717**	**559**	**158**	
	‡gvU=	**36451**	**28534**	**7917**	

	we : `: 3q I 4_ †kYxi KgPvix wb‡qv‡Mi Qvocî c`v‡bi Rb¨ ¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi ¯v¯¨ †mev wefv‡M Bs 29.07.2018 Zwi‡L bs -wWRGbGg/kv-2/3B-2/11/334 msL¨K ¯§viK Øviv †ciY Kiv n‡q‡Q|

কর্মসংস্থান ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

- পিএসসি পরীক্ষায় পাশকৃত ৫,১০০ সিনিয়র স্টাফ নার্সকে খুব শীঘ্রই সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের জন্য সংশ্লিস্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ১ম ও ২য় ব্যাচে (৫৯৩+৫৫০) মোট ১,১৪৩ জনকে মিডওয়াইফ পদে পদায়ন করা হয়েছে। গত ৩০.০৮.২০১৮ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ নাসিম, এমপি,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, একযোগে ২য় ব্যাচের ৫৫০ জন মিডওয়াইফের যোগদানপত্র গ্রহণ করেছেন;

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- নার্স ও মিডওয়াইফদের ড্রেসকোড পরিমার্জন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- ১২ জন নার্স বিদেশ থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন;
- সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন আহমেদ নার্সিং কলেজ (পোস্ট-বেসিক) ও সৈয়দা নাফিসা ইসলাম নার্সিং কলেজ (বেসিক) হস্তান্তর করা হয়েছে;
- মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ নির্মাণশেষে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স এবং ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি নার্সিং কোর্সে ১০০ আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে;
- শেরেবাংলা নগর নার্সিং কলেজ, ঢাকা, ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি নার্সিং কোর্সে ১০০ আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে;
- শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ নার্সিং কলেজ, গাজীপুর নির্মাণ শেষে হস্তান্তর করে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে বিএসসি নার্সিং কোর্সে ১০০ আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতায় সিনিয়র স্টাফ নার্সগন চাকুরিতে যোগদান করেছেন, তাদের মধ্য থেকে ৩২৫১ জনকে চাকুরিতে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে;
- ১৯৮০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত সরকারি চাকুরিতে যোগদানকৃত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পদোন্নতির লক্ষ্যে জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুতকরে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- অপারেশন প্লানের আওতায় ২০১৬ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ৯,৫৯৮ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সদের মধ্য থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১,২৩০ জনকে অরিয়েন্টেশন ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে
- গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ সাল থেকে মায়ানমার সরকারের ভয়াবহ নির্যাতন ও গণহত্যার কবল থেকে নিজেদের বাঁচাতে প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা টেকনাফ ও উখিয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই রোহিঙ্গাদেরকে ১৩টি বিভিন্ন ক্যাম্পে পূনর্বাসন করা হয়। মায়ানমার থেকে আগত এ সকল নাগরিকদের কারণে একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতি ও অন্যদিকে স্বাস্থ্য সেবায় এক বিরুপ প্রভাব পড়েছে। উক্ত ক্যাম্পে প্রেরণের পূর্বে এ সকল সিনিয়র স্টাফ নার্স, স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফগনকে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তারা এখন দক্ষতার সাথে বিভিন্ন প্রকারের স্বাস্থ্য সমস্যায় সেবা প্রদান করছেন।

চলমান প্রকল্পের তালিকা :

❖ **এক্সপানশন এ্যান্ড কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন (নেমস)**

নির্বাহী সংস্থাঃ মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

- শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ৯তলা বিশিষ্ট একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন ও ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে।
- মহাখালী, ঢাকা শিক্ষার্থীদের জন্য ৬তলা বিশিষ্ট ২৪ ইউনিটের একটি টিচার্স কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৬তলা বিশিষ্ট ২০০ সিটের একটি হোস্টেলের নির্মাণ চলমান রয়েছে।
- ২০তলা বিশিষ্ট নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভবন মহাখালী, ঢাকা, নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

❖ নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়ানার), মুগদা, ঢাকা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে নার্সিং বিষয়ক ৬ টি ফিল্ডে ৩৮ (আটত্রিশ) জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হয়ে একাডেমিক সেশন চলমান হয়েছে। এখানে বর্তমানে ২ টি ব্যাচ চলমান আছে। নার্সিং পেশার সুমহান স্থপতি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ১৮৪তম জন্ম বার্ষিকীতে গত ১২ মে, ২০১৮ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবনটির আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন।

❖ স্টাবলিশমেন্ট অব নার্সিং ইনস্টিটিউট, ডায়াবেটিক সমিতি, পাবনা (সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং পাবনা ডায়াবেটিক সমিতি; পরিকল্পনাকমিশনের সংশ্লিস্ট আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।

লক্ষ্য :

- রোগীদের উত্তম সেবা প্রদানের জন্য ডিপ্লোমা নার্স তৈরি করা।
- দেশের সকল রোগীদের সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা

উদ্দেশ্য :

- বাস্তবিক সুবিধার্থে একটি ডিপ্লোমা নার্সিং ইন্সটিটিউট তৈরি করা
- বাংলাদেশ সরকারের সুবিধার্থে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে সেবা দানের জন্য ডিপ্লোমা নার্স তৈরি করা
- দেশে নার্সদের ক্রম বর্ধমান চাহিদা পূরণ করে গ্রামীন পর্যায়ে এবং বহির্বিশ্বের বাজারে কাজ করার সুযোগ সৃস্টি করা
- আনুপাতিক হারে ডাক্তার ও নার্সদের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে মান উন্নীত করণ
- যথেস্ট সংখ্যক শিক্ষিত নার্স প্রস্তুতকল্পে মান সম্মত শিক্ষা দান করে তাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ দান করা।

ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের হার :

সম্প্রতি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের জন্য (১ম ব্যাচে) ই-নথি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার মাধ্যমে লাইভ এ কার্যক্রম গ্রহনের উদ্যোগ করা হয়েছে।
ইনোভেশন প্রকল্পের তালিকাঃ এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় নার্সিং ও মিড ওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালি্ত ইনোভেশন প্রকল্পের তালিকা –

- ‘ভিজিটর ফ্রেন্ডলি সার্ভিসেস’
- ‘দাপ্তরিক চিঠিপত্র অগ্রবর্তি সহজিকরণ’
- ‘পার্সোনাল ডাটাশিট (পিডিএস) সহজিকরণ’
- অনলাইন এপ্লিকেশন ফর ট্রান্সফার, প্রমোশন, লিয়েন এ্যান্ড ডেপুটেশন
- নার্স- মিডওয়াইফস এডুকেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (নেমস)

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তররের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ	মন্ত্রণালয় / বিভাগ
১	মা ও শিশু-মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর লক্ষ্যে আরও দক্ষ মিডওয়াইফ তৈরি	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;

	ও পদায়ন অব্যাহত রাখা	
২	স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সম্প্রতি পিএসসি'র সুপারিশকৃত শীঘ্রই আরও ৫১০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে সরকারী চাকুরীতে পদায়ন করা হবে	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৩	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার মান বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাতে – কলমে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় জোর দেয়া হচ্ছে	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৪	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে Center of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরীক্ষামূলক কাজ শুরু করা হয়েছে। পরবর্তিতে সকল নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ প্রক্রিয়াটি সম্প্রসারণ করা হবে	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৫	সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অধিক সংখ্যক নার্স, মিডওয়াইফ, শিক্ষক, ম্যানেজার ও সুপারভাইজারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৬	মিডওয়াইফ দ্বারা পরিচালিত ইউনিট (Midwife-Led Unit) সম্প্রসারণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;
৭	ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১-২২ বাস্তবায়ন	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আনুসাঙ্গিক: তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ :

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মরত সকল নার্স এবং নন-নার্স কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পিএমআইএস চালু করা হয়েছে; এবং যোগাযোগের সুবিধার্থে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। জাতীয় তথ্যবাতায়নের ফ্রেমওয়ার্কে বিদ্যমান ওয়েবসাইটটি বিনির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে।সর্বশেষে, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাজে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তায় ৪(চার) টি ইনোভেশন প্রজেক্ট ও ই-নথি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

রোহিঙ্গা স্বাস্থ্য সেবায় নার্স ও মিডওয়াইফ :

২১.০৯.২০১৭ হতে কক্সবাজার জেলাধীন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিমাসে ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন করে নার্স কাজকরে আসছে। পরবর্তী ব্যাচে ২২(বাইশ) জন করে এ যাবত মোট ১২৫ (একশত পঁচিশ) জন সিনিয়র স্টাফ নার্স বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছে। বর্তমানে ২১ (একুশ) জন নার্স রোহিঙ্গা স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত আছেন। HRH প্রোজেক্টের সহায়তায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি ১০ম ব্যাচে আরও ২০ জন নার্সিং অফিসার কে Pre-Despath training for Rohinga Refugee Camp সম্পন্ন করে পর্যায়ক্রমে কক্সবাজার জেলার উখিয়া, বালুখালি, কুতুপালং ও টেকনাফের বিভিন্ন রোহিংগা ক্যাম্পে সংযুক্তি দেয়া হয়েছে।

উপসংহার :

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশ ব্যাপি আনন্দঘন ও উৎসব র‍্যালী উদযাপনে শরীক হয়েছে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর। উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছি দুর্বার, সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের।

৪.৫ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

ভূমিকা :

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা মানসম্পন্ন, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণী ও কৌশলগত বিষয়সমূহের প্রস্তাবনা প্রণয়ন, বিভিন্ন স্টাডি ও গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদির জন্য সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের (FPHP) অধীনে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হয়। অত:পর উন্নয়ন খাতে ১ম স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HPSP: ১৯৯৮-২০০৩) ও ২য় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP: ২০০৩-২০১১) মেয়াদে অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে জুন, ২০১১ পর্যন্ত স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে জুলাই, ২০১১ হতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়।

তবে ৩য় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP: ২০১১-২০১৬) ও বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (HPNSP: ২০১৭-২০২২) আওতায় 'হেলথ ইকনোমিক্স এন্ড ফিন্যান্সিং (HEF)' অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি) এর মাধ্যমে উন্নয়ন ও গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়ন খাতে বর্তমান ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিতে-

১. সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC),

২. স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাইলট কর্মসূচি (SSK),

৩. কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট (QIS),

৪. বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ্ একাউন্টস্ (BNHA) সেল এবং

৫. জেন্ডার, এনজিও অ্যান্ড স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন (GNSP) ইউনিট কম্পোনেন্টের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সমন্বয়ে গঠিত 'HEF' ওপি'র কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রূপকল্প (Vission) : সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা।
অভিলক্ষ্য (Mission) : স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বিধান।

সাংগঠনিক কাঠামো ও বিদ্যমান জনবল (রাজস্ব) : মহাপরিচালক-১টি, পরিচালক-২টি, উপপরিচালক-৪টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১টি, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-১টি, কম্পিউটার অপারেটর-৩টি, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-৩টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার

মুদ্রাক্ষরিক-৪টি, গাড়ীচালক-২টি (১টি অতঅউটসোর্সিং), অফিস সহায়ক-৫টি, নিরাপত্তা প্রহরী-২টি (অতঅউটসোর্সিং) ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী-১টি অর্থাৎ মোট ২৯টি পদ সংস্থান রয়েছে।

মোট অনুমোদিত পদ	স্থায়ী পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য*
২	৩	৫	৪	৩	৬
২৯ (উনত্রিশ)টি	১৫ (পনের)টি	১৪(চৌদ্দ) টি	২৪(চব্বিশ)টি	০৫ (পাঁচ)টি	

***** স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে বর্তমানে ৭টি (মহাপরিচালক-১টি, পরিচালক-২টি ও উপপরিচালক-৪টি) প্রেষণ পদসহ রাজস্ব খাতে মোট ২৯টি পদ রয়েছে। তন্মধ্যে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১৫টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে। বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অপর ১৪টি অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। শূন্য পদসমূহ প্রেষণে ও সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের প্রক্রিয়া চলছে।

জনবল (উন্নয়ন খাত) :

৪র্থ HPNSP এর আওতায় ‘হেলথ ইকোনমিক্স এন্ড ফাইন্যান্সিং’ অপারেশনাল প্ল্যানের অধীনে উন্নয়ন খাতে GNSP ইউনিটে ১৩টি, SSK তে ১০টি, QIS এ ১৮টি, BNHA তে ৩টি জনবলের পদ রয়েছে। তন্মধ্যে GNSP ইউনিটে ১১ জন, SSK তে ৬ জন, QIS এ ৪ জন, BNHA তে ৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। SSK, QIS, BNHA ও GNSP এর শূন্য পদসমূহ সরাসরি ও প্রেষণে পূরণের প্রক্রিয়া চলছে।

কর্ম-সংস্থান ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২ জন নিরাপত্তা প্রহরী আউটসোর্স করা হয়েছে। জুলাই ২০১৭ হতে HEF ওপি’i অন্তর্গত GNSP ইউনিটের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ০১ (এক) জন ব্যক্তিভিত্তিক সিনিয়র পরামর্শক (স্থানীয়) নিয়োগ করা হয়, যিনি ০২/১১/২০১৭ খ্রি: হতে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া HEF ওপি’i আওতায় SSK, QIS ও BNHA এর জন্য ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি: মাসে ০৩ (তিন) জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও SSK, QIS, BNHA ও GNSP এর ০৪ (চার) জন অফিস সহায়ক আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। উপরন্তু রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি: মাসে ০২ (দুই) জন নিরাপত্ত প্রহরী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

- স্বাস্থ্য অর্থনীতি অর্থায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- Bangladesh National Health Accounts ও স্বাস্থ্য খাতের Public Expenditure Review (PER) প্রতিবেদন প্রকাশ;
- প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন; গবেষণা সম্পাদন ও ফলাফল অবহিতকরণ;
- কালিহাতী, মধুপুর ও ঘাটাইল উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ এবং স্বাস্থ্য সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার;
- SSK এর বেনিফিট প্যাকেজ এর আওতাধীন রোগের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ;
- ¯v¨, RbmsL¨v I cwó Lv‡Z †RÛvi weশ্লেষY KvVv‡gv (Analysis Framework) cYqb ও †RÛvi ms‡e`kxj mP‡Ki (Indicator) ZvwjKv c¯ZKiY এবং †RÛvi wfwËK wnsmZvq Survivor ‡`i gvbm¤§Z ¯v¯¨ †mev wbwðZKiY;
- ¯v¯¨ Lv‡Z GbwRও WvUv‡e‡Ri eûgLx e¨envi wbwðZKi‡Y ev¯Zewf‡ËK c`‡¶c MnY, gwbUwis I cwjwm cYq‡b mnvqZv c`vb;
- সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার গুনগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কোয়ালিটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং ও ইভোল্যুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন;
- মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন রোগের প্রটোকল, SOP প্রস্তুতকরণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের TOT প্রদান এবং সেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- Uv½vBj I Ljbv †Rjvq †mevMnxZvM‡Yi AwaKvi I †mev c`vbKvix‡`i Revew`wnZv wbwðZKi‡Y mnvqZv c`vb।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

Health Care Financing Strategy 2012-2032 (HCFS) অনুযায়ী সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাইলট কর্মসূচি (SSK) বাস্তবায়ন এবং টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল, কালিহাতী ও মধুপুর উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং মানসম্মত সেবা প্রদানকল্পে পাইলট আকারে স্বাস্থ্যকার্ড প্রদান এবং পাইলট এলাকায় বিনামূল্যে ৭৮টি রোগের অন্ত:রোগী (Inpatient) সেবা প্রদান, সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য 'মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা' নিশ্চিত করার জন্য কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং Monitoring & Evaluation Framework প্রণয়নপূর্বক DHIS-2 তে অন্তর্ভুক্তকরণ। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যসেবার মানের স্তর অনুসারে National Health Care Standard চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন; স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে ৫১টি Key Performance Indicator (KPI) চূড়ান্তকরণ; Total Quality Management (TQM) অপারেশন ম্যানুয়েল প্রণয়ন ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে organizational এবং facility level এ Quality Improvement Committee গঠন, জেন্ডার ইক্যুইটি কৌশলপত্র (GES) বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং 'Health Response to Gender Based Violence' c‡UvKj cYqb; প্রণীত প্রটোকলের গাইড লাইনের ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে মৌলভীবাজার জেলায় Health Sector Response to GBV এর পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা, স্বাস্থ্য খাতে কর্মরত এনজিওদের প্রকল্প, কর্মপরিধি, কর্মক্ষেত্র, অর্থায়ন, যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত Database প্রণয়ন, টাঙ্গাইল ও খুলনা জেলায় স্বাস্থ্য খাতে Voice and Accountability নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে কার্যক্রম পরিচালনা।

National Health Accounts এর ৫ম রাউন্ড (১৯৯৭-২০১৫) এবং Public Expenditure Review (১৯৯৭-২০১৫) প্রকাশ; ৩ টি গবেষণা (1) Mapping of Gender Based Violence (GBV) Services, (2) Gender analysis of IEC Materials in HPN Sector Programme, (3) Gender Analysis of OPs in HPN Sector programme সম্পাদন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কর্তৃক HEF ওপি'i আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন স্টাডি, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার অনুষ্ঠানসহ ওপি নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৭.৭৪ কোটি ব্যয় হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরম্ভ হওয়া (১) 'Mortality caused by NCD in Public and Private Hospitals' ও (২) 'Survey on Client Satisfaction' শীর্ষক দু'টি স্টাডি চলমান আছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় ২৬টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও ০৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে- যাতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ১০৯৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া ৩৩টি ওয়ার্কশপ ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ১৭০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

চলমান প্রকল্পের তালিকা : ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অধীনে HEF ওপি'i **(**UHC**,** GNSPU**,** SSK**,** QIS ও BNHA**)** কার্যক্রম জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের হার : স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও এর আওতাধীন GNSPU**,** SSK**,** QIS ও BNHA সেলে ই-ফাইলিং চালুর নিমিত্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য আনুষংগিক কর্মকান্ড শুরুর প্রক্রিয়া চলছে।

(ঠ) আগামী দিনের পরিকল্পনা :

- জুন, ২০১৯ সালের মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী, মধুপুর ও ঘাটাইল উপজেলার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ সম্পন্নকরণ;
- সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে SSK এর বেনিফিট প্যাকেজ এর আওতাধীন রোগের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, সেবা প্রদানকারী হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তকরণ, অগ্রগতির ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- স্বাস্থ্যখাতের ১২তম Public Expenditure Review এবং National Health Accounts এর ৬ষ্ঠ রাউন্ড সম্পাদন;
- ¯v¯' L‡Z GbwRও WvUv‡e‡Ri eûgLx e¨envi wbwðZKi‡Y ev¯ZewfwËK c`‡¶c MnY;¯v¯', RbmsL¨v I cwó L‡Z †RÛvi বিশ্লেষণ KvVv‡gv (Analysis Framework) cYqb এবং †RÛvi ms‡e`kxj mP‡Ki (Indicator) ZwjKv c¯ZKiY;
- †gŠj fxevRvi I Rvgvjci †Rjvq Health Sector Response to Gender Based Violence এর cvBjwUs (Piloting) সম্পন্নকরণ;
- মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন রোগের প্রটোকল, SOP প্রস্তুতকরণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের TOT প্রদান এবং সেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

৪.৬ ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কসপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার

ভূমিকা :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়'র স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কসপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ অ্যান্ড টিসি) সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মেডিকেল যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ সালে ৮৩টি জনবল নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে আরো ১২ জন জনবল সংযুক্ত করে, প্রতিষ্ঠানটির মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা দাড়ায় ৯৫টি।

রূপকল্প (Vission) ও অভিলক্ষ্য (Mission) :

সচল চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা । চিকিৎসা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতপূর্বক সচল রাখা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম করে গড়ে তোলা ।

বিদ্যমান জনবল : ৫৫ জন ।

কর্ম সংস্থান-নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি: ১ম ও ২য় শ্রেণির শূণ্য পদে নিয়োগ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে । ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগ নিমিউ অ্যান্ড টিসি-তে প্রক্রিয়াধীন আছে ।

শুণ্য পদের হালনাগাদ তথ্য :

• ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদের হাল নাগাদ সংরক্ষণ নাই	১৭টি
• ১ম শ্রেণি পদে নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে চাহিদা দেয়া আছে	০৩টি
• ১ম শ্রেণির পদে পদোন্নতি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন	০১টি
• ২য় শ্রেণির নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে চাহিদা দেয়া আছে	০৫টি
• ৩য় শ্রেণির পদের নিয়োগ/পদোন্নতি প্রক্রিয়াধীন	১১টি
• ৪র্থ শ্রেণির পদের সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	০৩টি
মোট শূণ্য পদ :	**৪০টি**

নিমিউ অ্যান্ড টিসি'র গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি :

- সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপন ।
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামত, ক্রয় ও BER ঘোষনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান ।
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারি সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ।

নিমিউ এন্ড টিসি'র ২০১৭-২০১৮ বছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

২০১৭-২০১৮ বছরের ২৬০০টি অচল চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সচল করা হয়েছে এবং ৪৭৮**টি** সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যেমন- ইনস্ট্রুমেন্ট কেয়ার টেকার , জুনিয়র টেকনিশিয়ান, সিনিয়র টেকনিশিয়ান, জুনিয়র মেকানিক, রেডিওগ্রাফার, ওয়ার্কশপ তত্ত্বাবধায়ক, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, পলিটেকনিক ইন্সিটিটিউট, MIST ও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে Industrial Attatchment এ আগত সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- প্রান্তিক পর্যায়ে সেবা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অঞ্চল ভিত্তিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করণ ।
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বৃদ্ধিকরণ ।

- প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বৃদ্ধিকরণ।
- আধুনিক Testing Lab প্রতিষ্ঠাকরণ।
- প্রয়োজনীয় যানবাহন ও মেরামত সরাঞ্জামাদি সংগ্রহকরণ।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আধুনিকীকরণ।
- নিমিউ'র সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনকরণ।
- নিমিউ'র মেরামত সংশ্লিষ্ট জনবল-কে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলে রূপান্তরের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সর্বোপরি নিমিউকে শক্তিশালীকরণ।

৪.৭ ট্রান্সপোর্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স অর্গানাইজেশন

ভুমিকা :

ট্রান্সপোর্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স অর্গানাইজেশন (TEMO) ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে টেমোর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধিনস্থ যানবাহন মেরামতকারী একমাত্র কারিগরি প্রতিষ্ঠান।

- ১৯৮০ সালে টেমোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
- ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক কিছু কারিগরি জনবল অবলুপ্ত করত: টেমোর সাংগঠনিক কাঠামো ছোট করা হয়।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-প্রশা-২/যান-১/৯৭/১৯৫/৩২০,তারিখ: ০৮/৩/২০০৫ এর মাধ্যমে প্রণীত অফিস আদেশ অনুযায়ী টেমো কর্তৃক যানবাহন মেরামত কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।
- টেমোতে ৭টি শাখা রয়েছে। ৫টি শাখা কর্তৃক গাড়ীসমূহের হালকা ও ভারী মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়। অন্য ০২টি শাখা গাড়ীর ইলেকট্রিক ও পি.এম কাজ সম্পাদন করা হয়। প্রতিটি শাখায় সিনিয়র মেকানিক,জুনিয়র মেকানিক ও মটর ক্লিনার রয়েছে।

রূপকল্প : সচল যানবাহন দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা ।

অভিলক্ষ্য: মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী টেমো কর্তৃক বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব খাতভুক্ত (টি ও এন্ড ই ভুক্ত) গাড়ীর মেরামত এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা ।

বিদ্যমান জনবল :

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড (১-২০)	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শন্য পদের সংখ্যা	শূণ্যপদ পূরণের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	ওয়ার্কসপ ম্যানেজার	৯ম	১	১	-		১৯৮২ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেট, পার্ট-৬, তারিখ বুধবার, জুলাই ২২, ১৯৮৩- তে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত “transport and Equipment Maintenance Organization (Officers & Employees) Recruitment Rule, 1982” এর কার্যক্রম স্থগিত করায় জনবল নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। ইংরেজী ভাষায় প্রণীত অত্র সংস্থার বিদ্যমান নিয়োগ বিধি সংশোধন ও বাংলা ভাষায় রুপান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বিধায় শূণ্য পদ পুরণ করা যাচ্ছে না।
২	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০ম	১	১	-		
৩	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	২	২	-		
৪	হিসাব রক্ষক	১৩তম	১	১	-		
৫	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৬তম	২	-	২	শূণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	
৬	ষ্টোর কিপার	১৬তম	২	১	১	শূণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	
৭	সিনিয়র মেকানিক	১৪তম	৫	১	৪	পদোন্নতির মাধ্যমে শূণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।	
৮	সিনিয়র ইলেকট্রিসিয়ান	১৪তম	২	-	২		
৯	সি.পেইন্টার	১৪তম	২	২	-		
১০	সি.বডি রিপিয়ারার	১৪তম	২	২	-		
১১	জুনিয়র মেকানিক	১৬তম	১৩	১৩	-		
১২	জুনিয়র ইলেকট্রিসিয়ান	১৬তম	৩	২	১	শূণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	
১৩	ওয়েল্ডার	১৬তম	২	১	১		
১৪	ড্রাইভার কাম-মেকানিক	১৬তম	২	২	-		
১৫	জুনিয়র পেইন্টার	১৬তম	১	১	-		
১৬	জুনিয়র বডি রিপিয়ারার	১৬তম	১	-	১	শূণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	
১৭	ড্রাইভার	১৫তম	৬	৬	-		
১৮	হেড গার্ড	১৯তম	১	-	১	শূণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	
১৯	মটর হেল্পার/ক্লিনার	২০তম	১২	৫	৭		
২০	নিরাপত্তা প্রহরী	২০তম	৯	৭	২		
২১	অফিস সহায়ক	২০তম	৩	২	১		

২২	পরিচ্ছন কর্মী	২০তম	২	১	১		
	মোট		**৭৫**	৫১	২৪		

কর্মসংস্থান-নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি : ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কোন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই।

টেমোর সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- একটি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে গাড়ী মেরামতের রেকর্ড,ক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা
- হচ্ছে। গাড়ী মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে তৈরীকৃত সফটওয়ারের মাধ্যমে দরপত্রের তুলনামূলক তালিকা,কার্যাদেশ প্রদান,যন্ত্রপাতি রক্ষণা-বেক্ষণ ইস্যু ভাউচার,ষ্টক রেজিষ্টার,গাড়ী মেরামতের রেকর্ড সংরক্ষণ ও ক্যাশ রেজিষ্টার এবং সফটওয়ারের মাধ্যমে বিল তরৈী করে এজিবিতে প্রেরণ করা হচ্ছে।
- যারবাহন মেরামত ও রক্ষণা-বেক্ষনের জন্য বাংলা ভাষায় একটি ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছে।
- ওয়ার্কসপের পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে এক একর সরকারী জায়গা দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার করে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

টেমোর ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ইঞ্জিন ওভার হলিং-৬৫টি গাড়ী
- ব্রেক মেরামত -২৮০টি গাড়ী
- প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ-৩২০টি গাড়ী
- সাসপেনসশন মেরামত-১৪৫টি গাড়ী
- ডেন্ট ও পেইন্ট-৩০টি গাড়ী
- ইলেকট্রিক কাজ- ১০০% গাড়ী
- টায়ার টিউব পরিবর্তন-১১৫০টি
- কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদান-২২ জন

ইনোভেশন প্রকল্পের তালিকা :

- সিটিজেন চার্টার নিয়মিত হালনাগাদ করণ।
- বায়ো-মেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত রিপোর্ট করা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- নীতিমালা অনুযায়ী গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক গাড়ী সচল রাখার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- টেমো'র মেরামত সংশ্লিষ্ট জনবলকে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলে রুপান্তরের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- টেমো'র প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বৃদ্ধিকরণ;
- টেমোকে উন্নতমানের আধুনিক ওয়ার্কসপ বিনির্মাণ করা;
- গাড়ী মেরামতের জন্য কম্পিউটারাইজড যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
- টেমো'র সকল কার্যক্রম ডিজিটাল করা;
- টেমোকে ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের উপযোগী করা।

তৃতীয় অধ্যায়

৫ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান

৫.১ এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড

ভূমিকা :

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) ১০০% সরকারি মালিকানাধীন ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ উৎপাদনের স্বার্থে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের অধীনে ১৯৬২ সালে এটিকে সরকারি ফার্মাসিউটিক্যালস ল্যাবরেটরি (জিপিএল) নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে এর নাম পরিবর্তন করে সরকার ১৯৭৯ সালে ফার্মাসিউটিক্যালস প্রডাকশন ইউনিট (পিপিইউ) হিসেবে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনে থাকার ফলে প্রকল্পটি পরিচালনাগত সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ ছিলনা। এর প্রেক্ষিতে, পিপিইউকে ১০০% শেয়ার সরকারি মালিকানাধীন রেখে কোম্পানী আইনের অধীনে ১৯৮৩ সালে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তিতে কোম্পানীর পরিসর উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে রুপান্তর করা হয়। জাপানী গ্রান্ট এর মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে বগুড়াতে এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড নামে আরো একটি প্লান্ট চালু হয়। সরকারী এই ঔষধ কোম্পানী বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বর্তমানে কোম্পানীর অনুমোদিত মুলধন ২০০.০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১০০.৯২ কোটি টাকা যার প্রতি শেয়ারের মুল্য ১০/= টাকা।

ইডিসিএল এর প্রধান উদ্যেশ্য উন্নতমানের ঔষধ উৎপাদন করে সাশ্রয়ী মূল্যে সরকারি হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠা সরবরাহ করা। কোম্পানীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত উৎপাদিত ঔষধ সরকারি হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিস, সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক (অমুনাফা কারি) প্রতিষ্ঠান যেমন, UNICEF, WHO, ICDDRB, ইত্যাদিতে সরবরাহ করা হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করার জন্য এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেডের এর একটি অন্যতম ইউনিট হিসেবে বাংলাদেশ সরকার খুলনায় খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্ল্যান্ট (কেইএলপি) নামে একটি কনডম কারখানা স্থাপন করে। এই প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে বছরে ১৫০ মিলিয়ন পিস নির্ধারন করা হয়। কিন্তু এখন এর উৎপাদন প্রতি বছরে প্রায় ২৪৯.৬০ মিলিয়ন পিসেস পর্যন্ত হয়ে থাকে। উৎপাদিত কনডম মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে সরবরাহ করা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়াও খুলনা এসেনসিয়াল ল্যাটেক্স প্ল্যান্টের অধীনে, টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে একটি ল্যাটেক্স প্রসেসিং প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্থানীয়ভাবে উন্নতমানের রাবারকষ সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত করার পর খুলনা কেইএলপিতে সরবরাহ করা হয়। নিজস্ব অর্থায়নে বগুড়ায় সেফালোস্পরিন প্রকল্প শীঘ্রই বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে যেখান থেকে ৩য় প্রজন্মের সেফালোস্পরিন জাতীয় ঔষধ উৎপাদন করা হবে।

ইডিসিএল গোপালগঞ্জে "ইডিসিএল (৩য় প্লান্ট)" নামে জিওবি ফান্ডে একটি প্রকল্প স্থাপন প্রক্রিয়াধীন। যেখান থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রক ইঞ্জেকশন, আইভি ফ্লয়েড, পেনিসিলিন পন্য, জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি উৎপাদিত হবে। ইতোমধ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মান শেষ এবং প্রধান প্রধান মেশিনারি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন।

রূপকল্প (Vission) ও অভিলক্ষ্য (Mission) :

ইডিসিএল উচ্চমানের ঔষধ পণ্য প্রস্তুত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোম্পানী মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

গ্রাহক সন্তুষ্টি :
ইডিসিএল ভোক্তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সরাসরি গ্রাহকদের সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনে মান সম্মত ঔষধ প্রস্তুত করতে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

মানোন্নয়ন :
ইডিসিএল সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে এবং বিশ্বাস অর্জনের জন্য, উৎপাদন, গুদামজাত, বিপনন সহ সমগ্রমান প্রয়োগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সবসময় মান আরো বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

টিম স্পিরিট :
ইডিসিএল কোম্পানীর উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য দলবদ্ধ হয়ে কাজ করাকে গুরুত্ব দেয়। তারা পারফরমেন্স উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইডিসিএল ব্যাবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়ন করার লক্ষ্যে এর শক্তি এবং বিশেষায়িত ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে ঔষধ উৎপাদন করে যাচ্ছে।

বিতরণ :

ইডিসিএল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিস এবং কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে ঔষধ সরবরাহ করে থাকে। যেখান থেকে ঔষধ দারিদ্র্য জনগনের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো :
প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যাবস্থাপনা পরিচালক। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্যাবলি পরিচালনা পর্ষদ কতৃক নিয়ন্ত্রিত। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নয় সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান।

বিদ্যমান জনবল :
বর্তমানে ইডিসিএল ঢাকা, বগুড়া, খুলনা এবং গোপালগঞ্জসহ সকল ইউনিটে প্রায় ৩৫০০ জনবল কর্মরত।

কর্মসংস্থান -নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি :
প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব সার্ভিস রুলস এর ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ প্রদান করে থাকে। ইডিসিএল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ এবং পরিসেবা বিধি, পদোন্নতি নিয়ম অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং উচ্চযোগ্যতা অনুযায়ী অর্গানোগ্রাম সংশোধীত করে থাকে। কর্মচারিদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং ক্ষমতা উন্নয়নে এবং কোম্পানীর লক্ষ্যে পৌছানোর ও তার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা এবং জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। ইডিসিএল স্থানীয় বাজার এবং বিশ্বব্যাপি রপ্তানী করার লক্ষে তার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :
ইডিসিএল ৩য় প্ল্যান্ট গোপালগঞ্জে Civil Construction 95% শেষ হয়েছে। সব যন্ত্রপাতির L/C খোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক যন্ত্রপাতি কারখানায় পৌঁছেছে।

- G to G পদ্ধতিতে ইডিসিএল হতে শ্রীলংকায় ঔষধ রপ্তানী করা হচ্ছে।
- ইডিসিএল ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫ টি নতুন ঔষধ Product Line এ সংযোজন করেছে এবং আরও ১০টি Product সংযোজনের এর অপেক্ষায়।
- প্রতিষ্ঠানটি ৫০২.০০ কোটি টাকা উৎপাদন এবং অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২৯.০০ কোটি টাকা করপুর্ব মুনাফা অর্জন করেছে।

চলমান প্রকল্পের তালিকা : জিওবি ফান্ডে ইডিসিএল (৩য় প্ল্যান্ট) গোপালগঞ্জ।

আগামী দিনের পরিকল্পনা :

- ঢাকা কারখানার পার্শ্ববর্তি স্থান সি এম এসডি হতে প্রাপ্ত জায়গায় ইডিসিএল এর বর্ধিত কারখানা/গোডাউন নির্মাণ।
- খুলনাতে বর্তমান কারখানার অভ্যন্তরে একটি হ্যান্ড গ্লোভস কারখানা স্থাপন।
- বগুড়াতে কারখানা অভ্যন্তরে TB Leprosy কারখানা স্থাপন।

শ্রীলংকা, ভূটান ছাড়াও অন্য দেশে ঔষধ রপ্তানীর ব্যাবস্থা গ্রহণ।